রজনীকান্ত সেনের
শ্রেষ্ঠ কবিতা

রজনীকান্ত সেনের

শ্রেষ্ঠ কবিতা

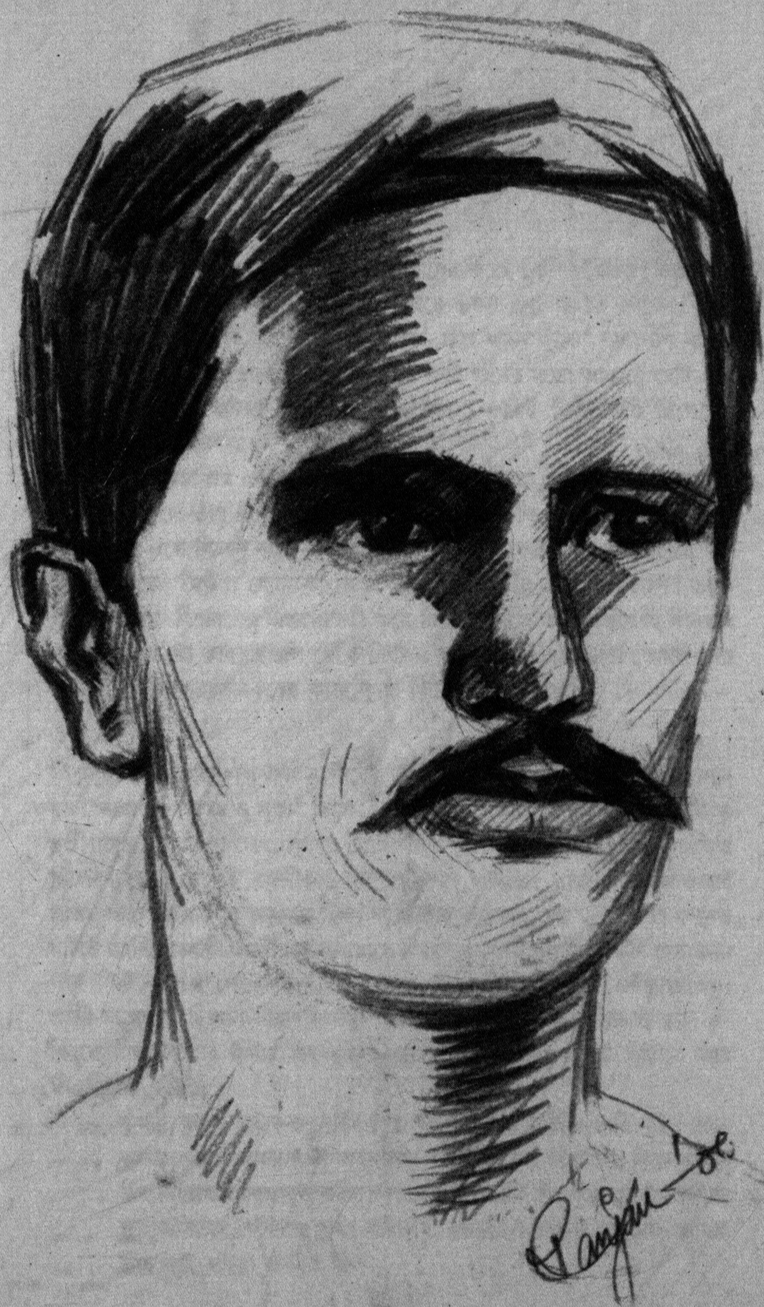
ড. বারিদবরণ ঘোষ
-সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৪০৮, সেপ্টেম্বর ২০০১

অঙ্কন : রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
কলকাতা-৭৩। অক্ষরবিন্যাস : ভারবি। মুদ্রক : দীপঙ্কর ধর।
রাজেন্দ্র অফসেট। ১১ পঞ্চানন ঘোষ লেন। কলকাতা-৯।



রজনীকান্ত গীতিকার-সুরকার হিসেবেই আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। তাই তাঁর 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনের যৌক্তিকতা বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন। কিন্তু রজনীকান্তের গানগুলি অবশ্যই কাব্যসংগীত; তাঁর গানে সুরের পাশাপশি বাণীর গুরুত্ব বেশি। বিপরীতভাবে তাঁর কবিতা প্রায় সবই গানের মতো আকারে ছোট এবং সুরতানে নিবদ্ধ। গানের কথার গুরুত্ব বিবেচনা করেই তিনি কবি হিসেবেই আমাদের কাছে বরণীয়।

আরও একটা প্রশ্ন : তাঁর কবিতা সম্পর্কে এখন আমরা কতখানি আগ্রহ অনুভব করি। এককালে তাঁর রচনার বহু পংক্তি শুধু সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালি কেন, সাধারণ বাঙালিরও ওষ্ঠে বিচরণ করত—'তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর মলিন মর্ম মুছায়ে' — অথবা 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই'... ইত্যাদি। তবুও বাঙালি তাঁকে বিস্মরণের অন্তরালবর্তী করে দিয়েছে—সে তার অন্তরেরই দীনতা। সেজন্য তাঁর মুখ্য কাব্যগ্রন্থগুলি থেকে নির্বাচন করে আমরা এই 'মধুর কোমল-কান্ত পদাবলী' একালের পাঠকদের কাছে তুলে দিতে আগ্রহী হয়েছি।

২

পিতৃসূত্রে রজনীকান্ত কাব্য এবং সংগীতের উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন। পিতা গুরুপ্রসাদ সেন নিজে সংগীতজ্ঞ ও সুকবি ছিলেন। তাঁর লেখা 'পদচিন্তামণিমালা' বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের অনুকরণে লেখা সুমধুর বৈষ্ণবগীতি-সংকলন। তাছাড়া তিনি সুগায়কও ছিলেন। ছোট থেকেই রজনীকান্ত এই পরিবেশ লালিত। তাছাড়া সংস্কৃতভাষার প্রতিও তাঁর আকৈশোর আকর্ষণ ছিল। ফলে তাঁর কবিতায় শুদ্ধ বাণীরূপের কখনও ঘাটতি হয়নি। মেধাবী রজনীকান্ত অনায়াসে বিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হয়েছেন। পরে সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাস করে রাজশাহিতে উকিল শ্রেণীভুক্ত হন। লক্ষ্মী-সরস্বতীর চিরন্তন বিবাদটি তাঁর জীবনে অতঃপর খুবই প্রতিভাত হয়। এ-বিষয়ে দীঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠিতে তার স্বীকারোক্তি রয়েছে :

> কুমার, আমি আইন-ব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসা করিতে পারি নাই। কোন দুর্লঙ্ঘ অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।

১৩০৪ সালে রাজশাহি থেকে 'উৎসাহ' নামে যে মাসিক পত্রিকাটি আত্মপ্রকাশ করে তাতেই তিনি আত্মবিনিয়োগ করলেন কাব্যদেবীর সেবায়। সঙ্গে চলতে থাকে বিভিন্ন সম্মিলনীর জন্য গান রচনা। আসলে তিনি অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে গান লিখতে পারতেন। এ-বিষয়ে জলধর সেন-এর একটি সাক্ষ্য স্মরণীয়। তিনি জানিয়েছেন : রাজশাহির এক সভায় যোগ দিতে এসে তিনি এক-ঘন্টার মধ্যে একটি গান রচনা করে গেয়েছিলেন। সেই গানটি এখন সর্বজন-পরিচিত—'তব চরণ-নিম্নে উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা।'

অকৃত্রিম আত্মনিবেদনে রজনীকান্তের কবিতা পরিপূর্ণ। পুত্রের বিয়োগব্যথাও তাই অচিরে এই কবিতার জন্ম দিতে পারে—'তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুখ,/তোমারই দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।' তবু রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাকে স্বীকৃতি দিলেও তিনি সংকোচ-মুক্ত হতে পারেন না। বন্ধুবর অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় তাঁর কবিতাগুলি নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রস্তাব দিলে এই সঙ্কোচই তাঁকে দ্বিধান্বিত করে। অবশেষে বিরূপ সমালোচক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিই এই প্রস্তাব দিলে ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ, 'বাণী'। কবির অনুরোধে এর একটি ভূমিকা লিখে দেন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। তিন বছর পরে ১৯০৫ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'কল্যাণী'। দুটি কাব্যগ্রন্থই অচিরে সাধারণ পাঠকের হৃদয় জয় করে নেয় এবং বের হতে থাকে একের পর এক সংস্করণ।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সারা দেশ তখন উত্তাল—বক্তৃতা-নাটক-সংগীতে উদ্বেলিত। রজনীকান্তের সহজ কবিত্ব সেই অনুকূল পরিবেশে শতধারে প্রবাহিত হল। তাঁর লেখা গান গ্রামে হাটে-বাটে-মাঠে সর্বত্র গীত হতে থাকল : 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই;/দীন-দঃখিনী মা যে তোদের, তার বেশি আর সাধ্য নাই।' অথবা, 'তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত,/মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব, মা'র বাগানের কলার পাত।' রামপ্রসাদী আর কীর্তনগানের মতো বাঙালির হৃদয়তন্ত্রে তা ধ্বনিত হতে লাগল।

রজনীকান্তের দেশপ্রেমে কোন খাদ ছিল না। তাই অবলীলাক্রমে 'সুমঙ্গলময়ী মা'কে জাগিয়েছে 'ভারতকাব্য নিকুঞ্জে'—তিনি দেখেছেন, 'চিরদুখশয়নবিলীনা ভারত'কে, কেবল দুঃখিনী বঙ্গজননীকে নয়। তাঁর স্বপ্নে জাগ্রত : 'যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিজড়িত' ভারত, — যাঁর কণ্ঠে 'গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত' এবং 'ধূর্জটি-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত' মুকুট। অবশ্যই তিনি বলেছেন, 'নমো নমো নমো জননী বঙ্গ'। দ্বিজেন্দ্রলালের তাই মন্তব্য : 'যদি দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলের হৃদয়যন্ত্রীতে কাহারও সংগীত অত্যধিক পরিমাণে ক্রিয়া করিয়া থাকে, তবে তাহা কবি রজনীকান্তের।' (নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩১৭, পৃ ২১৪)

৩

রজনীকান্ত দেশাত্মবোধক গানের পাশাপাশি হাসির গানেরও মুকুটহীন রাজা। সাধারণভাবে মনে হয়, এই গানে তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কাব্যরীতি এবং ভঙ্গি অনেকখানি অনুসরণ করেছেন। তাঁর মতোই তিনি ভণ্ডামি এবং কপটাচারের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষবাণ নিক্ষেপ করেছেন। হাসির আড়ালে তাই লক্ষ্য করা যাবে তাঁর রক্তাক্ত হৃদয়ের রক্তক্ষরণ। 'হাসির ছলনা করি' তিনি কেঁদেছেন। এখানেই তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে অতিক্রম করে গেছেন। তাই 'রজনীকান্তর হাসির গান বর্ষার জল-ভারাক্রান্ত পুবে বাতাস'।

রজনীকান্তের নীতি-কবিতাগুলিতেও এইরকম একটা করুণতা ওতপ্রোত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের কণিকা-র কবিতাগুলিতে যে সারসত্তা এবং ভূয়োদর্শন বর্তমান—তা রজনীকান্তেও রয়েছে। আসলে পাঠকের অনুসন্ধিৎসা এবং রুচির অভাব এর কারণ। অবশ্য তাঁর 'স্বাধীনতার সুখ'-প্রভৃতি কবিতাকণা এক সময়ে খুবই প্রচারিত ছিল।

রজনীকান্তের কবিতার আরও একটি ধারা। 'রজনীকান্তের গান' নামে যে সংগীত প্রচারিত—সেই ভক্তি-সংগীত। বাঙালির গানে ভক্তির একটা ধারা চিরবহমান। চর্যা থেকে শুরু করে বৈষ্ণব-শাক্ত পদসংগীতের পাশাপাশি বাউল ও লোকসংগীতের এই ধারা রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মসংগীতের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। আজকাল জীবনমুখী সংগীত বলে একটা ধারার কথা শুনি। এই ধারা তো রজনীকান্তের মধ্যেও বর্তমান ছিল। জীবনমুখী কামনাহীন প্রীতির আকর্ষণে তাঁর গান সজীব। মানবজীবন এবং ঈশ্বরানুভূতি তিনি 'জীবনেরই অণুতে-পরমাণুতে ফুলে-পল্লবে নদীজলে-আকাশে তৃণে-তরুতে' সঞ্চারিত দেখেছেন।

এইজন্যই তো এই কবির কাছে মৃত্যুও 'রসাল-নন্দন'। আসলে তাঁর ঈশ্বর-বিশ্বাস কোনো মেকি স্বার্থের নয়, অকৃত্রিম নির্ভরতার পরম বিশ্বাস।

৪

বাল্যকালে রজনীকান্ত অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন। ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে প্রথম বা দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করতেন। অথচ 'বাণী' ও 'কল্যাণী' ছাড়া তাঁর বাকি কাব্যগ্রন্থগুলিকে 'হাসপাতালের কাব্যগ্রন্থ' বলা যেতে পারে। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে তিনি দুরারোগ্য গলক্ষত রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসার জন্য কলকাতা এলেন; ক্রমে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। হাসপাতালে থাকা অবস্থাতেই রচিত হল 'অমৃত', 'আনন্দময়ী', 'অভয়া' কাব্যত্রয়। তবু এ-অবস্থাতেও তাঁর কৌতুকের অবসান ঘটেনি—'বিশ্রাম' এবং 'পবিণয়মঙ্গল' কাব্যধারায় তার প্রমাণ বর্তমান। এরচেয়ে জীবনমুখিতার আর কি বড় নিদর্শন থাকতে পারে। আরও পরে প্রকাশিত হল 'সদ্ভাবকুসুম' ও 'শেষদান'। দুঃসহ রোগের যন্ত্রণা তাঁকে দান করছে নিষ্ঠা ও অবিচলিত ভক্তি :

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব করিতে চূর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য, সকলি করেছ দূর।

রজনীকান্তের এই বিশেষ বোধই রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সন্নিকৃষ্ট করেছিল। মরণোন্মুখ রজনীকান্তকে হাসপাতালে দেখে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে চিঠিখানি (১৬ আষাঢ় ১৩১৭) লিখেছিলেন, সেটুকুই তাঁর কাব্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন :

প্রীতিপূর্ণ নমস্কার নিবেদন—

সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর তাহাকে আপনার সমস্ত অস্থি-মাংস, স্নায়ু-পেশী দিয়া চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াও কোনোমতে বন্দী করিতে পারিতেছে না, ইহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলাম। ... সুখদুঃখ-বেদনায় পরিপূর্ণ এই সংসারের প্রভূত শক্তির দ্বারাও কি ছোট এই মানুষটির আত্মাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না? শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সংগীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতিপত্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই। ... সচ্ছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পবিপূর্ণ সংগীতের আবির্ভাব যেরূপ, আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য। ...

আপনি যে গানটি ['আমায় সকল রকমে,...] পাঠাইয়াছেন তাহা শিরোধার্য করিয়া লইলাম। সিদ্ধিদাতা তো আপনার কিছুই অবশিষ্ট রাখেন নাই, সমস্তই তো নিজের হাতে লইয়াছেন—আপনাব পাণ, আপনার গান, আপনার আনন্দ সমস্তই তো তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে—অন্য-সমস্ত আশ্রয় ও উপকরণ তো একেবারে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। ঈশ্বর যাঁহাকে রিক্ত করেন, তাঁহাকে কেমন গভীরভাবে পূর্ণ করিয়া থাকেন; আজ আপনার জীবন-সংগীতে তাহাই ধ্বনিত হইতেছে ও আপনার ভাষা-সংগীত তাহারই প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে।

রজনীকান্তের কবিতা ও জীবনে তিলমাত্র ফাঁক ও ফাঁকি নেই।

১ সেপ্টেম্বর ২০০১ বারিদবরণ ঘোষ

সূ চি প ত্র

বাণী (১৯০২)

কল্যাণী (১৯০৫)

অমৃত (১৯১০)

সদ্ভাবকুসুম (১৯১৩)

শেষদান (১৯২৭)

উদ্বোধন

ভৈরবী—কাওয়ালী

ভারতকাব্যনিকুঞ্জে—
　　জাগ সুমঙ্গলময়ী মা!
মুঞ্জরি তরু, পিক গাহি,
　　করুক প্রচারিত মহিমা!
তুলে লহ নীরব বীণা, গীত-হীনা,
　　অতি দীনা ;—
হে ভারত, চির-দুখ-শয়ন-বিলীনা :
নীতি-ধর্ম-ময় দীপক মন্দ্রে,
জীবিত কর সঞ্জীবনমন্ত্রে,
জাগিবে রাতুল-চরণ-তলে,
　　যত, লুপ্ত পুরাতন গরিমা।

সূচনা

গৌরী—একতালা

　　　　সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা,　　গভীর ওঙ্কারে, সাম-ঝঙ্কারে,
　　　　　　কাঁপিত দূর বিমান।

যেথা,　　সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা,
　　　　বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
　　　　রোধি তটিনী-জল-প্রবাহ,
　　　　　　তুলিত মোহন তান।

যেথা,　　আলোড়ি চন্দ্রালোক শারদ,
　　　　করি হরিগুণগান নারদ,

মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন,
টলাইত ভগবান।

যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে,
মূর্ত রাগ উদিল হরষে ;
মুগ্ধ কমলাকান্ত চরণে
জাহ্নবী জনম পান।

যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে,
মুরলী-রবে পুঞ্জে-পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি ফুটিত কুসুম,
যমুনা যেত উজান।
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ,
আর কি আছে সে প্রাণ?

শক্তি-সঞ্চার

ভৈরবী—জলদ একতালা

তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা ;
ঊর্ধ্বে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা ;
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,
কূলে-কূলে করি পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি-দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
আর্যগরিমা-কীর্তিকাহিনী মুগ্ধ জগতে কহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব-গগনে
কান্তোজ্জ্বল কিরণ বিতরি, ডাকিছে সুপ্তি-মগনে।
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে?
জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।

জন্মভূমি

মিশ্র পরোজ—কাওয়ালী

জয় জয় জনমভূমি, জননী!
যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী ;
কীর্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী।
উজ্জ্বল-কানন-হীরক-মুক্তা-
মণিময়-হার-বিভূষণ-যুক্তা ;
শ্যামল-শস্য-পুষ্প-ফল-পূরিত,
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি!
সর্ব-শৈল-জিত, হিমগিরি-শৃঙ্গে,
মধুর-গীতি-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে,
সাহস-বিক্রম-বীর্য-বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞান-খনি!
জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে?
কোটি কণ্ঠে কহ, "জয় মা! বরদে!"
দীর্ণ বক্ষ হতে, তপ্ত রক্ত তুলি
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি!

ভারতভূমি

ভৈরবী—কাওয়ালী

শ্যামল-শস্য-ভরা!
(চির) শান্তি-বিরাজিত, পুণ্যময়ী
ফল-ফুল- পূরিত, নিত্য-সুশোভিত,
যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত।
ধূর্জটি-বাঞ্ছিত-হিমাদ্রি-মণ্ডিত,
সিন্ধু-গোদাবরী-মাল্য-বিলম্বিত,
অলিকুল-গুঞ্জিত-সরসিজ রঞ্জিত!
রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ-অলঙ্কৃত,
অর্জুন-ভীষ্ম-শরাসন-টঙ্কৃত,
বীরপ্রতাপে চরাচর শঙ্কিত।
সামগান-রত-আর্য-তপোধন,
রোগ-শোক-দুখ-পাপ-বিমোচন।

ওই সুদূরে সে নীর-নিধি—
যার, তীরে হের, দুখ-দিগ্ধ হৃদি,
কাঁদে, ওই সে ভারত, হায় বিধি!

মা

মিশ্র ইমন্—তেওরা

স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছল-ছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে!
মিটিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা
এনেছে, অশরণ লাগিরে।
শ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে ;
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে
টানিয়া লয় তুলি, যাতনা-তাপ ভুলি,
বদন-পানে চেয়ে থাকিরে!
করুণে বরষিছে মধুর সান্ত্বনা,
শান্ত করি মম গভীর যন্ত্রণা ;
স্নেহ-অঞ্চলে মুছায়ে আঁখিজল,
ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল,
চরণ-ধূলি সাথে, আশিস রাখে মাথে,
সুপ্ত হৃদি উঠে জাগিরে।
আপনি মঙ্গলা, মাতৃরূপে আসি,
শিয়রে দিল দেখা পুণ্য-স্নেহ-রাশি,
বক্ষে ধরি চির-পীযূষ-নির্ঝর,
নিরাশ্রয়-শিশু-অসীম-নির্ভর ;
নমো নমো নমঃ, জননী দেবি মম!
অচলা মতি পদে মাগিরে।

নির্ভর

ভৈরবী—জলদ একতালা

তুমি, নির্মল কর, মঙ্গল-করে
মলিন মর্ম মুছায়ে ;
তব, পুণ্যকিরণ দিয়ে যাক্, মোর
মোহ-কালিমা ঘুচায়ে।
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে,
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন্
অকূল-গরল-পাথারে!
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা,
তুমি, দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত-বাসনা গুছায়ে।
আছ, অনল-অনিলে, চিরনভোনীলে,
ভূধরসলিলে, গহনে,
আছ, বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশিতারকায় তপনে,
আমি, নয়নে বসন বাঁধিয়া,
বসে, আঁধারে মরিগো কাঁদিয়া ;
আমি, দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে!

সখা

মিশ্র কানেড়া—একতালা

আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে,
তুমি অভাগারে চেয়েছ ;
আমি না ডাকিতে, হৃদয়-মাঝারে
নিজে এসে দেখা দিয়েছ!
চির-আদরের বিনিময়ে, সখা,·
চির-অবহেলা পেয়েছ ;
(আমি) দূরে ছুটে যেতে, দু-হাত পসারি,
ধরে টেনে কোলে নিয়েছ!

"ওপথে যেয়োনা, ফিরে এস" বলে
কানে-কানে কত কয়েছ ;
(আমি) তবু চলে গেছি ; ফিরায়ে আনিতে
পাছে-পাছে ছুটে গিয়েছ।
(এই) চির-অপরাধী পাতকীর বোঝা
হাসি-মুখে তুমি বয়েছ ;
(আমার) নিজহাতে গড়া বিপদের মাঝে,
বুকে করে নিয়ে রয়েছ!

মুক্তিকামনা

মিশ্র ইমন্—তেওরা

ওই, বধির যবনিকা তুলিয়া, মোরে প্রভু,
দেখাও তব চির-আলোক-লোক।
ওপারে সবই ভালো, কেবল সুখ-আলো,
এপারে সবই ব্যথা, আঁধার, শোক।
মাঝে দুস্তর কঠিন অন্তর,
শ্রান্ত পথিকেরে বলিছে 'সর-সর',
ওই, তোরণপাদদেশে, পিপাসাতুর এসে,
ফিরে কি যাবে, লয়ে চির-বিয়োগ?
ওই নিঠুর অর্গল, করুণ শুভ-করে,
মুক্তি করি দেহ, আতুর-দীন-তরে ;
পিপাসা দিলে তুমি, তুমিই দিলে ক্ষুধা,
তোমারি কাছে-কাছে শান্তি-সুখ-সুধা ;
পাবে, অধীর ব্যাকুলতা, তোমাতে সফলতা,
হউক তব-সনে অমৃতযোগ।

করুণাময়

বেহাগ—একতালা

(আমি) অকৃতী অধম বলেও তো, কিছু
কম করে মোরে দাওনি!
যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া,

কেড়েও তো কিছু নাওনি!
(তব) আশিস-কুসুম ধরি নাই শিরে,
পায়ে দলে গেছি, চাহি নাই ফিরে ;
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ,
প্রতিদান কিছু চাওনি।
(আমি) ছুটিয়া বেড়াই জানি না কি আশে,
সুধা-পান করে, মরি গো পিয়াসে ;
তবু, যাহা চাই সকলি পেয়েছি ;
তুমি তো কিছুই পাওনি।
(আমায়) রাখিতে চাও গো, বাঁধনে আঁটিয়া,
শত-বার যাই বাঁধন কাটিয়া,
ভাবি, ছেড়ে গেছ,—ফিরে চেয়ে দেখি,
এক পা-ও ছেড়ে যাওনি।

প্রার্থনা

বারোঁয়া—ঠুংরি

(ওরা)—চাহিতে জানে না, দয়াময়!
চাহে ধন, জন, আয়ু, আরোগ্য, বিজয়।
করুণার সিন্ধু-কূলে বসিয়া, মনের ভুলে
এক বিন্দু বারি তুলে, মুখে নাহি লয় ;
তীরে করি ছুটাছুটি, ধূলি বাঁধে মুঠি-মুঠি,
পিয়াসে আকুল হিয়া, আরো ক্লিষ্ট হয়।
কি ছাই মাগিয়ে নিয়ে, কি ছাই করে তা দিয়ে,
দু-দিনের স্নেহ, ভেঙে চুরমার হয় ;
তথাপি নিলাজ হিয়া, মহাব্যস্ত তাই নিয়া,
ভাঙিতে গড়িতে, হয়ে পড়ে অসময়।
আহা! ওরা জানে না তো, করুণানির্ঝর নাথ,
না চাহিতে নিরন্তর ঝর-ঝর বয় ;
চির-তৃপ্তি আছে যাহা, তা যদি গো নাহি চাহে,
তাই দিয়ো দীনে, যাতে পিয়াসা না রয়।

তোমারি

আলেয়া মিশ্র—তেওরা

তোমারি দেওয়া প্রাণে, তোমারি দেওয়া দুঃখ,
তোমারি দেওয়া বুকে, তোমারি অনুভব।
তোমারি দু-নয়নে, তোমারি শোকবারি,
তোমারি ব্যাকুলতা, তোমারি হা হা রব।
তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া,
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া।
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে,
তোমারি সান্ত্বনা, শীতলসৌরভ।
আমিও তোমারি গো, তোমারি সকলি তো,
জানিয়ে জানে না, এ মোহ্-হত চিত
আমারি বলে কেন, ভ্রান্তি হল হেন,
ভাঙ এ অহমিকা, মিথ্যা গৌরব।

পরম দৈবত

সুরট মল্লার—সুরফাঁক

(সে যে) পরম-প্রেম-সুন্দর
জ্ঞান-নয়ন-নন্দন ;
পুণ্য মধুর নিরমল,
জ্যোতিঃ-জগৎ-বন্দন!
নিত্য-পুলক-চেতন, শান্তি-চির-নিকেতন,
ঢাল চরণে, রে মন, ভকতি-কুসুম-চন্দন।

আর চাহিব না

হাম্বীর—কাওয়ালী

(আমি) দেখেছি জীবন ভরে চাহিয়া কত ;
(তুমি) আমারে যা দাও, সবই তোমারি মতো।
আকুল হইয়ে মিছে, চেয়ে মরি কত কি যে,
(কাঁদে) পদতলে নিষ্ফল বাসনা শত।

কিসে মোর ভালো হয়, তুমি জান, দয়াময়,
(তবু) নির্ভর জানে না, এ অবিনত।
আনি কেন চেয়ে মরি, তুমি জান কিসে, হরি,
সফল হইবে মম জীবন-ব্রত।
চাহিব না কিছু আর, দিব শ্রীচরণে ভার,
হে দয়াল, সদা মম কুশল-রত।

খেলা-ভঙ্গ

ভৈরবী—ঝাঁপতাল

কোলের ছেলে, ধুলো ঝেড়ে, তুলে নে কোলে,
ফেলিস্ নে মা, ধুলো-কাদা মেখেছি বলে।
সারা দিনটে করে খেলা, ফিরেছি মা সাঁঝের বেলা
(আমার) খেলার সাথী, যে যার মতো, গিয়েছে চ'লে!
কত আঘাত লেগেছে গায়, কত কাঁটা ফুটেছে পায়,
(কত) পড়ে গেছি গেছে সবাই, চরণে দলে।
কেউ তো আর চাইলে না ফিরে, নিশার আঁধার
এল ঘিরে,
(তখন) মনে হল মায়ের কথা নয়নের জলে!

আশ্রয়-ভিক্ষা

কীর্তনের সুর—ঝাঁপতাল

নাথ, ধর হাত, চল সাথ, চিরসাথি হে!
ভ্রান্তচিত শ্রান্তপদ, ঘিরিল দুখরাতি হে!

শ্রমজ-জল-বিন্দু ঝরে ব্যথিত এ ললাটে হে ;
ছিন্ন রুধিরাক্ত পদ, কণ্টকিত বাটে হে!

ক্ষীণ হল দৃষ্টি, অতিতীব্র তনুবেদনা ;
ক্ষণে তোমারে পড়িছে মনে, ক্ষণে রহিত চেতনা।

ভগ্নহৃদে কম্পবুকে পড়িয়া পথপাশে গো ;
দূর হতে তীব্র পরিহাসে কে ও হাসে গো!

ক্ষেমময়! প্রেমময়! তার নিরুপায়ে হে ;
মরণদুঃখহরণ! চিরশরণ দেহ পায়ে হে!

জয় দেব

নট বেহাগ—ঝাঁপতাল

জয় নিখিল-সৃজনলয়কারী, নিরাময়!
জয় এক, জয় অনেক, অসীম-মহিমময়!
জয় সূক্ষ্ম, স্থূল, জয় অন্ত মূল
জয় ন্যায়নিয়মি, কৃত-কলুষ-কৃপাময়!
জয় হে ভয়ঙ্কর! জয় পরমসুন্দর!
জয় ভক্ত-হৃদয়-পরিপ্লাবি-সুষমাময়!
জয় হৃদয়রঞ্জন! জয় বিপদভঞ্জন!
জয় পাপহরণ! চিরশরণ! করুণাময়!

সিন্ধু-সংগীত

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

নীল সিন্ধু ওই গর্জে গভীর ;
ভৈরব রাগ-মুখর করি তীর।
অতল-উচ্চ-চল-ঊর্মি-মালশত-
　　শুভ্র ফেন-যুত, রঙ্গ অধীর ;
ভীতি-বিবর্ধন, তাণ্ডব নর্তন,
　　ভীম রোলে করি শ্রবণ বধির।
সিন্ধু কহে, "তব ভূমিখণ্ড কত
　　ক্ষুদ্র, হের মম বিপুল শরীর ;
তীব্র হরষে মম অঙ্গ পরশে,
　　কি তরঙ্গ তুলিয়া, চির-সঙ্গী-সমীর।
রত্ন-রাজি কত, যত্ন-সুরক্ষিত,
　　সঞ্চিত কোষ লুব্ধ ধরণীর ;
সার্থকতা লভে মুগ্ধ তরঙ্গিণী,
　　আসি পদে মিলি, পতি জলধির!
(আনি) ইন্দ্রচাপ-নিভ-স্নিগ্ধ মনোহর

বর্ণে সুরঞ্জিত, কিরণে রবির ;
পারিজাত তরু, অমৃত, সুধাকর
মন্থনে তুলিল সুরাসুর বীর।
(কত) অর্ণবপোত, পণ্য ভরি ধাইছে,
        কর্ণে সুপরিচিত নাবিক ধীর ;
ভগ্ন-শেষ কত, করিছে প্রমাণিত
        ধ্রুব-পরিহাস নিঠুর নিয়তির।
(যবে) অমৃত-ধারে ভরি পিতৃবক্ষ, হয়
        উদয় মনোরম পূর্ণ শশীর ;
মত্ত হরষে, যেন বীচি-হস্তে ধরি,
        আনি আলো করি হৃদয়-কুটির
চন্দ্র-বিরহে পুনঃ উদ্বেলিত চিত,
        আবৃত করে ঘন-দুঃখ-তিমির ;
করি, সজ্জিত, সুন্দর, প্রচুর-পুষ্প-ফল
        শস্য-রাশি দিয়ে দেহ মহীর।
লক্ষ-পুরাতন-সন্ধি-সমর-ইতি-
        হাস বিমিশ্রিত এ বিপুল নীর :
দীনে দান কত করিনু অকাতরে,
        সম্পদ লয়ে গর্বিত নৃপতির।
(তব) শক্তিপুঞ্জ মম মূর্তি হেরি,
        হয় স্তম্ভিত, ভীত, পদানত শির ;
সর্ব গর্ব মম যাঁর কৃপাবলে,
        নমি সে সুমঙ্গল-পদে প্রভুজির।"

বঙ্গমাতা

সুরট মল্লার—একতালা

    নমো নমো নমো জননী বঙ্গ!
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,
    অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য।
    দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
    চুম্বে চরণ-তল নিরবধি,
    মধ্যে পূত জাহ্নবী-জল
        ধৌত শ্যাম-ক্ষেত্র-সঙ্ঘ।

বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি
তটিনী, মত্ত, খর-তরঙ্গ ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় পুঞ্জে-পুঞ্জে,
ফল-ভার-নত শাখি-বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ!

শেষ দিন

বসন্ত মিশ্র—একতালা

যে দিন উপজিবে শ্বাসকষ্ট ;
বায়ু-পিত্ত-কফের নাড়ী হয়ে ক্ষীণ,
হবে নিজ নিজ স্থান-ভ্রষ্ট।
ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া থাকবে না হাত-পায়ে,
রসনা হবে আড়ষ্ট ;
যকৃৎ, প্লীহা, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী,
মূত্রাশয় হবে দুষ্ট ;
বাইরের প্রতিবিম্ব পড়বে না নয়নে
হবি কাল-তন্দ্রবিষ্ট ;
কানের কাছে কামান দাগলে শুনবি নারে,
পড়ে রইবি যেন সরল কাষ্ঠ!
গায়ে ঠেসে ধরলে জ্বলন্ত অঙ্গার,
'উহু' বলবি না নিশ্চেষ্ট ;
কেবল, বুকের কাছে একটু থাকবেরে ধুকধুকি
আর, ঈষৎ নড়বে শুষ্ক ওষ্ঠ।
মাথা চিরে দিবে সদ্য কালকূট,
কিন্তু হায়রে, বিধাতা রুষ্ট,
শেষ ঔষধের ক্রিয়া বিফল হলে, বৈদ্য
জবাব দিয়ে যাবে স্পষ্ট।
দাসদাসী পত্নী-পুত্র-পুত্রবধূ-
আদি পরিজনপুষ্ট—
মলমূত্রে, কফে, জড়ে পড়ে, রবে,
এই, সোনার শরীর পরিপুষ্ট।

"ধনে প্রাণে বিনাশ করে গেলে" বলে,
কাঁদবেন পুত্র পিতৃনিষ্ঠ ;
আর আমরণ বৈধব্যের ক্লেশ ভেবে পত্নী
কাঁদবেন পার্শ্ব-উপবিষ্ট।
পণ্ডিতেরা বলবেন, "প্রায়শ্চিত্ত করাও,
একটু রক্ত হয়েছিল দৃষ্ট ;
একটা গাভী এনে, ত্বরা করাও বৈতরণী,
বাঁচা-মরা সব অদৃষ্ট!"
ঘরে, তেল, চূর্ণ, চটি, পাচন, প্রলেপ, বটী,
কবল, ঘৃত, আর অরিষ্ট,
তুলসী, বেলের পাতা, মধু, পিপুল, আদা,
সবি বিফল, সবই নষ্ট।
কান্ত বলে, ভ্রান্ত মনরে, বলি শোন্,
এখন, লাগছে না এ কথা মিষ্ট ;
কিন্তু সকল সত্যের চেয়ে এইটে সত্যি কথা,
দিন তো গেল, ভাব্‌রে ইষ্ট।

নিরুত্তর

তোর নাম রেখেছি হরিবোলা—সুর

ডাক্ দেখি তোর বৈজ্ঞানিকে ;
দেখ্‌ব সে উপাধি নিলে,
কটা 'কেন'র জবাব শিখে।
ধরা কেন কেন্দ্র পানে, ছোট বড় সবকে টানে,
বোঁটা-ছেঁড়া ফলটি কেন সে,
দেয় না যেতে অন্য দিকে?
কোকিল কেন কুহু বলে, জোনাকিটে কেন জ্বলে,
রৌদ্র, বৃষ্টি, শিশির মিলে,
কেন ফুটায় কুসুমটিকে?
চিনি কেন মিষ্টি লাগে, চাতক কেন বৃষ্টি মাগে ;
চকোরে চায় চন্দ্রমাকে,
কমল কেন চায় রবিকে?
বায়ু কেন শব্দ বহে, অনল-শিখা কেন দহে,
চুম্বক কেন লৌহ টানে,
টানে না মণি মানিকে?

ইক্ষু কেন সুরস এত, নিম্‌টে কেন এমন তেতো,
ময়ূর কেন মেঘের ডাকে,
মেলে মোহন পুচ্ছটিকে?
কান্ত বলে, আছে জেনো, 'কেন'র 'কেন', তস্য 'কেন'
যাও, নিখিল 'কেন'র মূল কারণে,
সে, রেখেছে কালের খাতায় লিখে।

শুদ্ধ প্রেম

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

প্রেমে জল হয় যাও গলে ;
কঠিনে মেশে না সে, মেশেরে সে তরল হলে।
অবিরাম হয়ে নত, চলে যাও নদীর মতো,
কল্‌কলে অবিরত 'জয় জগদীশ' বলে ;
বিশ্বাসের তরঙ্গ তুলে, মোহ পাড়ি ভাঙ্‌ সমূলে ;
চেয়ো না কোন কূলে,
শুধু নেচে গেয়ে যাওরে চলে।
সে জলে নাইবে যারা, থাক্‌বে না মৃত্যু-জরা,
পানে পিপাসা যাবে, ময়লা যাবে ধুলে ;
যারা সাঁতার ভুলে নামতে পারে,
(তাদের) টেনে নে যাও, একেবারে,
ভেসে যাও, ভাসিয়ে নে যাও,
সেই পরিণাম-সিন্ধু-জলে।

মিলন

সংকীর্তন—গড় খেম্‌টা

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান!
ঐ দেখ ঝর্‌ছে মায়ের দু-নয়ান।
আজ, এক করে নে সন্ধ্যা-নমাজ,
মিশিয়ে দে আজ, বেদ-কোরান!
(জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসাবিদ্বেষ ভুলে
গিয়ে রে)

থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের স্তন্যপান।
(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে) (এক মায়ের
দুধ খেয়ে বাঁচি রে)
আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।
(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে) (একই ভাতে
একই রক্ত বয়ে যায়)
এক ভাই না খেতে পেলে,
কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ?
(এমন পাষাণ কেবা আছে রে) (এমন কঠিন কেবা
আছে রে)
বিলেত ভারত দুটো বটে, দুয়েরি এক ভগবান্।
(দুই চোখে যে দু-দেশ দেখে না) (তার কাছে তো
সবাই সমান রে)

স্বপ্ন-পুলক

মিশ্র কানেড়া—একতালা

স্বপনে তাহারে কুড়ায়ে পেয়েছি,
রেখেছি স্বপনে ঢাকিয়া ;
স্বপনে তাহারি মু-খানি নিরখি ;
স্বপন-কুহেলি মাখিয়া।
(কারে) বর-মাল্য দিনু স্বপনে,
(হল) হৃদি-বিনিময় গোপনে,
স্বপনে দু-জনে প্রেম-আলাপনে
যাপি সারা-নিশি জাগিয়া।
(করি) স্বপ্নে মিলন-সুখ-গান,
(করি) স্বপ্নে প্রণয়-অভিমান,
(হয়) স্বপ্নে প্রেম-কলহ, যায় গো
স্বপনেরি সনে ভাঙিয়া ;
যা কিছু আমার দিতে পারি সবি
সুখ-স্বপনেরি লাগিয়া।

সংকল্প

মুলতান—গড় খেম্‌টা

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
        মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
        তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ওই মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
        অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই ;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ওই
        পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ওই দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
        সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা,
        কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
        এই প্রতিজ্ঞা করব ভাই ;
পরের জিনিস কিনব না, যদি
        মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

তাই ভালো

ঝংলা—কাহারেঁায়া

তাই ভালো, মোদের
        মায়ের ঘরের শুধু ভাত,
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
        মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নেই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান!
        সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান!
মিহি কাপড় পর্‌ব না আর যেচে পরের কাছে ;
মায়ের ঘরের মোটা কাপড় পর্‌লে কেমন সাজে ;
        দেখ্‌ত পর্‌লে কেমন সাজে!
ও ভাই চাষি, ও ভাই তাঁতি, আজকে সুপ্রভাত ;
কসে লাঙল ধর ভাই রে, কসে চালাও তাঁত।
        কসে চালাও ঘরের তাঁত!

আমরা

মিশ্র বারোঁয়া—কাওয়ালী

আমরা, নেহাৎ গরিব, আমরা নেহাৎ ছোট ;
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ।
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান ;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান ;
আমরা, মোটা খাব, ভাই রে পর্‌ব মোটা,
মাখ্‌ব না ল্যাভেন্ডার চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা রব কি উপোসি ঘরে শুয়ে?
হারাস্‌নে ভাই রে আর এমন সুদিন ;
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো।
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙে,
কিন্‌ব না ঠুন্‌কো কাচ, যায় যে ভেঙে ;
থাক্‌লে, গরিব হয়ে, ভাই রে, গরিব চালে,
তাতে হবেনাকো মান খাটো।

তিনকড়ি শর্মা

ভৈরবী—গড় খেম্‌টা

(আমি) যাহা কিছু বলি—সবি বক্তৃতা :
যাহা লিখি,—মহাকাব্য ;
(আর) সূক্ষ্ম-তত্ত্ব-অনুপ্রাণিত-
দর্শন,—যাহা ভাব্‌ব।
(দেখ) আমি যেটা বলি মন্দ,
সেটা অতি বদ, নাহি সন্দ,
(আর) আমি যার সনে বলিনে বাক্যি,
সে নয় কারো আলাপ্য।
(দেখ) আমি যেটা বলি সোজা,
সেটা জলবৎ যায় বোঝা,
(আর) আমি যেটা বলি 'উঁহু না', তার
মানে করা কি সম্ভাব্য?
(আমি) যা খাই সেইটে খাদ্য,

আর যা বাজাই সেটা বাদ্য ;
(আর) আমি যদি বলি 'এইটে উহ্য',
সেইখানে সেটা যাপ্য।
(আমি) চেঁচিয়ে যা বলি, গান তাই,
তাতে পুরো অথারিটি বান্দাই ;
(আর) কত্তে হয় না ওজন সেটাকে,
নিজহাতে যেটা মাপ্‌ব ;
(এই) মাথাটি কি প্রকাণ্ড,
(এই) অসীম জ্ঞানের ভাণ্ড!
(দেখ) আমি যারে যাহা খুশি হয়ে দেই,
তাই তার নিট্ প্রাপ্য।
(আমি) করি যার হিত ইচ্ছে,
তারে পৃথিবীসুদ্ধ দিচ্ছে,
(দেখো) কক্ষনো তার বংশ রবে না,
ঘরে বসে যারে শাপ্‌ব।
(আমি) যেটা বলে যাব মিথ্যে,
(তুমি) যতই ফলাও বিদ্যে,
(দেখো) কক্ষনো সেটা সত্যি হবে না,
তর্কই হবে লভ্য।
(এই) দু-খানি রাতুল শ্রীচরণ,
দিয়ে, যেখানে করিব বিচরণ,
(দ্যাখো) সেটা যদি তুমি তোমার বলিবে,
ভূত হয়ে ঘাড়ে চাপ্‌ব।
(দ্যাখো) আমি তিনকড়ি শর্মা,
(এই) ধরাধামে ক্ষণজন্মা,
(দেখো) তখনি সে নদী হবে ভাগীরথী,
আমি যার জলে নাব্‌ব।
(দান) কান্ত বলিছে ভাই রে,
(অতি) তোফা! বলিহারি যাই রে,
(আমি) তোমার নামটা "হাম্‌বড়া' প্রেসে,
সোনার আখরে, ছাপ্‌ব।

জেনে রাখ

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই, যে পুরো পাঁচ হাত লম্বা,
সাধু সেই, যে পরের টাকা নিয়ে, দেখায় রম্ভা!
ধার্মিক বটে সেই, যে দিন-রাত ফোঁটা-তিলক কাটে ;
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাঁটে।
সেই মহাশয়, সংগোপনে যে মদটা আস্‌টা টানে ;
নিষ্ঠাবান্ যে কুক্কুট-মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
রসিক সেই, যার ষাট বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ,
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ।
সেই কপালে, বিয়ে করে যে পায় বিশ হাজার পণ ;
নারীর মধ্যে সেই সুখী যার কত্তে হয় না রন্ধন।
সেই নিরীহ, রামের কথা শ্যামের কাছে দেয় বলে ;
সেই বাবু, যে কোঁচা হাতে জামায় ফুঁ দিয়ে চলে ;
ভদ্র সেই, যার ফরসা ধুতি, ফুট্‌ফুটে যার জামা ;
দেশহিতৈষী সেই, যার পায়ে "ডসনের" বিনামা।
মদ খেয়ে, যা ভুলে থাকতে হয় সেই আদত বিচ্ছেদ ;
কালো ফিতে ধারণ আছে যার, তারেই বলি খেদ।
বেহুঁশ হয়ে ড্রেনে পড়ে রয়, সে অতি সম্ভ্রান্ত ;
সাদা-কালোয় ভেদ না রাখে, সে হাকিম কি ভ্রান্ত ;
'এষ অর্ঘ্যং' যে বলে সেই দশকর্মাতি ;
সেই বেদজ্ঞ, ফলারের নামে যে ভারি আনন্দিত।
'রাজ-লক্ষণ আছে আমার', যে কয়, সে জ্যোতিষী ;
লম্বা-দাড়ি, গেরুয়াধারী, সেই তো আদত ঋষি ;
'সর্ট-সাইটেড' চশমা নিলেই, বুঝবে ছোকরা ভালো ;
বাপকে যে কয় 'ইডিয়ট' তার গুণে বংশ আলো!
সেই গুরু, যিনি বৎসরান্তে আসেন বার্ষিক নিতে ;
বদান্য যে একদম লাখ দেয়—উপাধি কিনিতে।
আসল তন্ত্রী সেই, যে সদাই আওড়ায় মুখে, 'দ্রুম্‌ফট্' ;
সেই আদত বীর, সাহেব দেখলেই যে দেয় সোজা চম্পট!
সে কালের সব নিরেট বোকা এ সত্য কি জানত—
যে লেখক বল্লেই বুঝতে হবে, এই ধুরন্ধর 'কান্ত'?

জাতীয় উন্নতি

বসন্ত বাহার—জলদ একতালা

হয়নি কি ধারণা, বুঝিতে পার না,
ক্রমে উঠে দেশ উচ্চে!
যেহেতু, যেগুলি রুচিত না আগে,
এখন সেগুলো রুচছে।
কেন না, আমাদের বেড়ে মাথা সাফ,
'গ্যানো' খুলে পড়ছি 'বিদ্যুৎ' 'আলো' 'তাপ',
মাপছি স্কোয়ার ফুটে বায়ুরাশির চাপ
(আর) মনের অন্ধকার ঘুচছে।

যেহেতু, বুঝেছি বিস্কুট কেমন মধুর,
কুক্কুট-অস্থি কেমন স্বাদু ;
(আর) ক্রমে মদিরায় যার মতি যায়,
কেমনে সে হয় সাধু ;
(আর) যেহেতু আমাদের মনে মুখে দুই,
(যাঁকে) বলতে হবে 'আপনি' তাকে বলি 'তুই'
চাকরি দেবে বল্লে চরণতলে শুই,
আর ঘৃণা করি গরিব তুচ্ছে।

যেহেতু আমরা 'হ্যাটে' ঢাকি টিকি,
সদা জামা রাখি শরীরে ;
(আর) 'শান্টপো' বলি 'শান্তিপুর'কে,
'হ্যারি' বলে ডাকি 'হরি'রে ;
যেহেতু আমরা ছেড়েছি একান্ত,
কীট-দষ্ট বাতুলতা বেদ বেদান্ত,
(মোদের) অস্থিমজ্জাগত সাহেবি দৃষ্টান্ত
দেখ না অমুক বাঁড়ুজ্যে।

(কারণ) ধর্ম-হীনতাটা ধর্ম আমাদের,
কোনো ধর্মে নাই আস্থা,
কি হবে ও ছাইভস্মগুলো ভেবে?
মস্তিষ্কটা নয় সস্তা ;
অণুবীক্ষণ আর দূরবীক্ষণ ধরে,
বাইরের আঁখি দুটো ফুটোচ্ছি বেশ করে ;
মনশ্চক্ষু অন্ধ, তার খবর কে করে?
সে বেচারি আঁধারে ঘুরছে।

(আর) যেহেতু আমরা নেশা করি,
কিন্তু প্রাইভেট ক্যারেক্টার দেখ না ;
কংগ্রেসে যা বলি তাই মনে রেখো,
আর কিছু মনে রেখো না,
বাপকে করি ঘৃণা, মাকে দেই না অন্ন,
বাইরের আবরণটা রাখি পরিচ্ছন্ন,
কোট পেন্টালুনে ঢাকি কৃষ্ণ-বর্ণ
যেন দাঁড়কাক ময়ূর-পুচ্ছে!

(আর) যেহেতু আমরা পত্নী-আজ্ঞাকারী,
প্রাণপণে জোগাই গহনা ;
আরে বাপরে! তাঁর রুষ্ট আঁখি-তাপে,
শুকায় প্রেম-নদীর মোহনা।
(সে যে) মাকে বলে 'বেটি', হেসে দেই উড়িয়ে
(তার) পিতৃবংশ নিয়ে আসি সব কুড়িয়ে
(মোদের) চিনিয়ে দিতে হয় 'এ মাসি, খুড়ি এ',
ভুলে প্রণাম করি না পুজ্যে।

(কারণ) খবরের কাগজ, সাইন বোর্ড, আর
বিজ্ঞাপনের বেজায় ছড়াছড়ি,
(তাতে) দেখবে যথাক্রমে 'পঞ্চানন্দ', আর
'তিনকড়ি কবিরেজ' 'প্রেম বড়ি' ;
আর যেহেতু আমাদের সাহস অতুল,
সাহেব দেখলে হয় পিতৃ-নামটা ভুল,
(দেশটা) সংক্রান্তি-পুরুষের হাত, পা, মাথা ছেড়ে,
ধরেছিল বুঝি "   "!

হজমি গুলি

কীর্তন-ভাঙা সুর—গড় খেম্‌টা

আঃ যা কর, আস্তে-ধীরে—
ঘা কর কেন খুঁচিয়ে?
পাতলা একটা যবনিকা আছে,
কাজ কি সেটাকে ঘুচিয়ে?

ফেলো না পৈতে, কেটো না টিকিটে,
সর্ব-বিভাগে প্রবেশ-টিকিট এ,
নেহাৎ পক্ষে টাকাটা-সিকিটে
মেলেও তো ন্যাকা বুঝিয়ে।

কালিয়া কাবাব চপ কাটলেট,
টিকি ঝাড়, আর খাও ভরপেট,
পৈতেটা কানে তুলে নিয়ে বসো,
নামাবলিখানা কুঁচিয়ে।

মূর্খশাস্ত্র অতি বিদঘুটে!
অকারণ অভিশাপ কুক্কুটে!
বলা তো যায় না কিছু মুখ ফুটে,
যা কর নয়ন বুজিয়ে।

শঙ্খবটী বা নৃপবল্লভে,
এমন হজম কখন কি হবে?
পাচকের সেরা পৈতেটা ছেঁড়া,
টিকি কাটা কি কুরুচি, এ!

বরের দর

'ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে ডাকে ঐ পাখি।' সুর—মতিয়ার

কন্যাদায়ে বিব্রত হয়েছ বিলক্ষণ ;
তাই বুঝি সংক্ষেপে কচ্চি ফর্দ সমাপন।

নগদে চাই তিনটি হাজার,
তাতেই আবার গিন্নি বেজার,
বলেন, এবার বরের বাজার কসা কি রকম!
(কিন্তু) তোমার কাছে চক্ষুলজ্জা লাগে যে বিষম!
(আর) পড়ার খরচ মাসে তিরিশ,
হয় না কমে, বলে 'গিরিশ'
কাজেই সেটা, হ্যাঁ-হ্যাঁ, বেশি বলা অকারণ ;
সোনার চেন-ঘড়ি, আইভরি ছড়ি,
ডায়মন্ড-কাটা সোনার বোতাম,
দিয়ো এক সেট, কতই বা দাম?
বিলিতি বুট, ভাল স্লিপার, বরের প্রয়োজন ;
ফুল্ এস্টকিং, রেশমি রুমাল, দিয়ো দু-ডজন।

ছাতি, বুরুশ, আয়না, চিরুন,
ফুলকাটা শার্ট, কোট-পেন্টালুন,
দু-জোড়া শাল, সার্জের চাদর, গরদ সুচিক্কন ;
জমকালো র‍্যাপার, আতর ল্যাভেন্ডার,
থান পনেরো দিশি ধুতি, রেশমি না হয়, দিয়ো সুতি ;
হ্যান্দাখো ধরি নি 'চশ্‌মা'—কেমন ভুলো মন!
ছেলে, ঠুলি পেলে খুশি, একটু খাটো-দরশন।

খাট, চৌকি, মশারি, গদি, এর মধ্যে নেই 'পারি যদি'
তাকিয়া-তোষক, বালিশাদি দস্তুর-মতন ;
হবে দু-প্রস্থ শয্যা প্রশস্ত,
(আর) টেবিল, চেয়ার, আলনা, ডেস্ক,
হাতির দাঁতের হাত-বাক্স,
স্টিলট্রাঙ্ক খুব বড় দুটো, যা, দেশের চলন ;
(আর) তারি সঙ্গে পুরো এক সেট রুপোরি বাসন।

গিন্নী বলেন, বাউটি সুটে, রূপ-লাবণ্য ওঠে ফুটে,
একশো ভরি হলেই হবে একটি সেট উত্তম ;
যেন অলঙ্কার দেখে নিন্দে করে না লোকে,
দিয়ো বারাণসী বোম্বাই,—ফর্দ কিছু হল লম্বাই ;
তা, তোমার মেয়ে, তোমার জামাই, তোমার আকিঞ্চন ;
আমার কি ভাই? আজ বাদে কাল মুদ্‌ব দু-নয়ন।
(আর) দিয়ো যাতায়াতের খরচ,
না হয় কিছু হবে করজ,
তা—মেয়ের বিয়ে, তোমার গরজ, তোমার প্রয়োজন ;
আবার আসবে কুলীন-দল, তাদের চাই বিলিতি জল,
ডজন বিশেক 'হুইস্কি' রেখো,
নইলে বড় প্রমাদ, দেখো!
কি কর্‌ব ভাই, দেশের আজকাল এমনি চালচলন,
কেবল চক্ষু-লজ্জায় বাধ-বাধ ঠেকছে যে কেমন!

ছেলেটি মোর নব-কার্তিক,
ভাবটি আবার খাঁটি সাত্ত্বিক,
এই বয়সে ভার-ভাত্তিক, কত্তাদের মতন ;
যদি দিতেন একটি 'পাশ', তবে লাগিয়ে দিতেম ত্রাস,
ফেল্‌ ছেলে, তাই এত কম পণ,
এতেই তোমার উঠল কম্পন?
কেবল তোমার বাজার যাচাই—বকালে অকারণ,
দেশের দশা হেরে 'কান্ত' করে অশ্রু-বরিষণ!

কল্যাণী
১৯০৫

নিষ্ফলতা

"তোমার কথা হেথা কেহ তো কহে না"—সুর

আমি, সকল কাজের পাই হে সময়,
তোমারে ডাকিতে পাইনে,
আমি, চাহি দারা-সুত-সুখ-সম্মিলন,
তব সঙ্গ-সুখ চাইনে।
আমি, কতই যে করি বৃথা পর্যটন,
তোমার কাছে তো যাইনে,
আমি, কত কি যে খাই, ভস্ম আর ছাই,
তব প্রেমামৃত খাইনে।
আমি, কত গান গাহি, মনের হরষে,
তোমার মহিমা গাইনে,
আমি, বাহিরের দুটো আঁখি মেলে চাই,
জ্ঞান-আঁখি মেলে চাইনে ;
আমি, কার তরে দেই আপনা বিলায়ে,
ও পদতলে বিকাইনে,
আমি, সবারে শিখাই কত নীতি-কথা,
মনেরে শুধু শিখাইনে।

পাতকী

মিশ্র বেহাগ—যৎ

পাতকী বলিয়ে কি গো, পায়ে ঠেলা ভালো হয়?
তবে কেন পাপী-তাপী, এত আশা করে রয়?
করিতে এ ধুলাখেলা, অবসান হল বেলা,
যারা এসেছিল সাথে, ফেলে গেল অসময়।
হারাইয়ে লাভে-মূলে, মরণের সিন্ধু-কূলে

পথশ্রান্ত দেহখানি টানিয়া এনেছি হায়!
জীবনে কখন আমি ডাকিনি, হৃদয়-স্বামী!
(তাই) এ অদিনে এ অধীনে ত্যজিবে কি দয়াময়?

কেন?

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

যদি, মরমে লুকায়ে রবে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো?
তব, চরণ-শরণ-তরে, এত ব্যাকুলতা-ভরে,
কেন ধাই, যদি নাহি মিলে গো?
পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া কবে,
মনোব্যথা তুমি না শুনিলে গো?
যদি, মধুর সান্ত্বনা-ভরে, তুমি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন-সলিলে গো?
আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা-গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো ;
ওগো, সকলি কি অর্থহীন; শূন্য, শূন্যে হবে লীন?
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবন-পতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো?

বিশ্বাস

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা করে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে!

আহা, তাই যদি নাহি হবে গো,—
পাতকী-তারণ-তরীতে, তাপিত
আতুরে তুলে না লবে গো ;
হয়ে, পথের ধুলায় অন্ধ,
এসে, দেখিব কি খেয়া বন্ধ?
তবে, পারে বসে, "পার কর" বলে, পাপী
কেন ডাকে দীন-শরণে?
আমি শুনেছি, হে তৃষা-হারি!
তুমি, এনে দাও তারে প্রেম-অমৃত,
তৃষিত যে চাহে বারি ;
তুমি, আপনা হইতে হও আপনার,
যার কেহ নাই, তুমি আছ তার ;
এ কি, সব মিছে কথা? ভাবিতে যে ব্যথা
বড় বাজে, প্রভু, মরমে।

কবে!

বেহাগ—কাওয়ালী

কবে, তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে ;
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে !

কবে, তোমাতে হয়ে যাব, আমার আমি-হারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে বহে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক-স্পন্দনে!

কবে, ভবের সুখ-দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে।

পূর্ণিমা

পূরবী মিশ্র—কাওয়ালী

হরি, প্রেম-গগনে চির-রাকা।
চির-প্রসন্ন কি মাধুরী-মাখা।
সুপ্ত জগতে, চির-জাগ্রত প্রহরী,
বরষিছ চির-করুণামৃত-লহরী ;—
(মম) অন্ধ আঁখি, মোহে ঢাকা।

সাধু ভকত-জন পিয়ে মকরন্দ ;
এ হরি, মম মন-গতি অতি মন্দ ;
উড়ে যেতে নাইকো পাখা।

কি সুন্দর

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী

ধীর সমীরে, চঞ্চল নীরে,
খেলে যবে মন্দ হিলোল,—
বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর,
জলমাঝে খেলে মৃদু দোল ;—
যবে, কনকপ্রভাতে, নবরবি সাথে,
জাগে সুষুপ্ত ধরা,—
পরিমল-পূরিত কুসুমিত কাননে,
পাখি গাহে সুমধুর বোল ;—
যবে, শ্যামল শস্যে, বিস্তৃত প্রান্তর
রাজে, মোহিয়া মন-প্রাণ,
সান্ধ্য-সমীরণ-চুম্বিত-চঞ্চল,
শীত-শিশির করে পান,
কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ, প্রভু,
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,—
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সংগীত
তুলিতে তোমারি যশরোল।

তুমি ও আমি

নটনারায়ণ—তেওরা

তুমি, অন্তহীন, বিরাট, এ নিখিল-ব্যাপী-অচ্যুত-অক্ষর!
আমি, ধূলি-কণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ বিনশ্বর।
তুমি, নিত্য-মঙ্গল, জ্যোতিঃ নির্মল, শান্ত, সুমধুর, উজ্জ্বল!
আমি, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন, নিষ্প্রভ, পাপ-পবন-বিচঞ্চল।
তুমি, পরম সুন্দর, বিশ্বভূষণ, পুণ্য-বিভব-অলঙ্কৃত!
আমি, অধম কুৎসিত, দুঃখপীড়িত নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত।
তুমি, মধুর-করুণা-সান্দ্র-লহরী, তৃষাতুর-চির-পোষণ!
আমি, শুষ্ক, নীরস, কঠিন, নির্মম, জীব-শোণিত-শোষণ।
আমি, গর্ব করি, তবু, পুত্র তব, প্রভু, ভ্রমি সুমঙ্গল পদতলে ;
তুমি, এক-গৌরব-গর্ব বঞ্চিত না কর, প্রভু, দুর্বলে।

ডুবাও

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালী

(এই) তপ্ত মলিন চিত বহিয়া এনেছি, তব
প্রেম-অমৃত-মন্দাকিনী-তীরে ;
ধৌত কর হে, কর শীতল, দয়ানিধে,
পাবন বিমল সুধাময়-নীরে।
সুগভীর অবিরল কল্লোল-মন্দ্রে,
ডুবাও প্রাণের মৃদু রিপু-ষড়যন্ত্রে ;
মুক্তিময় শান্তিময় প্লাবন-তরঙ্গে,
ডুবাও বাসনাকুল দেহ-মন-সঙ্গে ;
(আর) দিয়ো না দিয়ো না, প্রভু, যেতে কূলে ফিরে,
(আমি) অতলে জনম-তরে ডুবে যাব ধীরে।

আমার দেবতা

আলেয়া—একতালা

বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন, মনোরঞ্জন, দুখহারী
চিত-নন্দন, জগবন্দন, ভব-বন্ধন-বারি ;

সর্ব-মুরতি আকৃতি-হীন, পঞ্চভূত-প্রকৃতি লীন ;
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু, চিত-বিহারী।
নির্বিকার বাসনা-শূন্য, সর্বাধার পরম-পুণ্য,
অজনক বিভু, জগত-জনক, বহিরন্তরচারী।
পাপ-তিমির-চন্দ্র-তপন, নাশ তাপ, মোহ-স্বপন,
করহ প্রেম বীজ বপন, সিঞ্চি ভকতি-বারি!

অনাদৃত

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন ;
শান্তি-সুখামৃত-অচল-নিকেতন।
প্রভু, হৃদয়-হীন তব বধির ভবে,
আপনারে লয়ে মহাব্যস্ত সবে ;
আর্তে না চাহে, যত স্বার্থ-পরম-ব্রত,
বল কে শুধাবে প্রভু, পর-পরিবেদনা?

প্রভু, অনাদর-অবহেলে অবশ পরান,
চরমে শরণাগত, রাখ ভগবান্ ;
শ্রান্ত পথের পাশে, নয়ন মুদিয়া আসে,
স্নেহ-পরশ দিয়ে, কর হে সচেতন।

চিকিৎসা

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

প্রভু, নিলাজ-হৃদয়ে, কর কঠিন আঘাত ;
কর, দুষ্ট কলঙ্কিত এ শোণিতপাত।

পাষাণ কঠিন প্রাণে রুদ্ধ বেদন,
সুফল হইবে, নাথ, করালে রোদন ;
সরাও এ গুরুভার,—নিবাও প্রমাদ গো,-
কারও হৃদয় ভাঙি, শুধু অশ্রুপাত!

এই অস্থি, মাংস, মজ্জা, এই চর্ম, মেদ,
এ হৃদয়, সবি প্রভু পরিপূর্ণ ক্লেদ ;

অনিয়মে আনিয়াছি দেহে অবসাদ গো,
সঞ্চয় করেছি প্রাণে বিষম বিষাদ!

তুমি না কি, দয়াময়, পাপীর শরণ?
কোথা বসে দেখিতেছ ঘৃণিত মরণ?
মৃদু প্রতিকারে ব্যাধি হবে না নিপাত গো,-
তীব্র ভেষজ মোহে দেহ বৈদ্যনাথ!

ফিরাও

গৌড় সারঙ্গ—মধ্যমান

ও তো, ফিরিল না, শুনিল না,
তব সুধাময় বাণী ;
প্রভ ধর, ধর,—
আন তব পানে টানি!
না চিনে তোমারে, না করে তত্ত্ব,
অন্ধ বধির মদির-মত্ত
পথে চলে যেতে,
টলে পড়ে পা দু-খানি!
পতিত কি এক মহাবর্ত-ভ্রমে
পরিশ্রান্ত পিপাসিত পথ-শ্রমে,
ঢাল সুধাধারা,—
ফিরাইয়া ঘরে আনি!

অপরাধী

মনোহরসাই—খেম্‌টা

যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাই হে সখা ;
(তুমি) দিয়েছিলে বড় অমূল্য রতন,—
(আমি) ফিরিয়ে এনেছি ছাই হে সখা ;
যেখানে যা দিলে ভালো সাজে,
সেথা সাজাইয়াছিলে তাই হে সখা

(আমি)	ভাঙিয়া চুরিয়া, সরায়ে নড়ায়ে
করিয়াছি ঠাঁই ঠাঁই হে সখা।
(আমি)	আমারে দেখিয়া, কাঁদিয়া-কাঁদিয়া,
আবার তোমারেই চাই হে সখা!
ভয়ে অনুতাপে, এ চরণ কাঁপে,
আছি, নীরবে দাঁড়ায়ে তাই হে সখা ;
ভগ্ন মলিন বিকৃত পরান,
পদতলে রেখে যাই হে সখা ;
(তুমি)	এই কোরো, যেন যেমনটি ছিল,
তেমনটি ফিরে পাই হে সখা।

প্রাণপাখি

মনোহরসাই---গড় খেম্‌টা

এই মোহের পিঞ্জর ভেঙে দিয়ে হে,
উধাও করে লয়ে যাও এ মন।
(আমি) গগনে চাহিয়া দেখি, অনন্ত অপার হে।
(আর) আজনম বন্দী পাখি, পক্ষপুট ভার হে ;
(উড়ে যাবে কেমনে) ; (আয় উড়ে যাবে কেমনে),
(নিজ বলে উড়ে যাবে কেমনে) ; (তোমার কাছে উড়ে
যাবে কেমনে) ; (তুমি না নিলে তুলে, উড়ে
যাবে কেমনে) ; (তুমি দয়া করে না নিলে তুলে,
উড়ে যাবে কেমনে?
(প্রভু) বাঁধ তব প্রেমসূত্র (এই) অবশ পাখায় হে ;
(আর) ধীরে-ধীরে তব পানে, টেনে তোল তায় হে ;
(একবার যেতে চায় গো) ; (এই খাঁচা ভেঙে
একবার যেতে চায় গো) ; (তোমার কাছে একবার
যেতে চায় গো) ; (তোমার পাখি তোমার কাছে
একবার যেতে চায় গো) ; (পাখায় বল নাই, তবু
তোমার কাছে একবার যেতে চায় গো!)

(তুমি) তুলে নিয়ে, প্রেমহস্ত পালকে বুলাও গো ;
(তোমার) প্রেম-সুধা-ফল খাওয়ায়ে, পাখিরে ভুলাও গো ;
(যেন মনে পড়ে না) ; (এই মোহ-জিঞ্জরের কথা,
যেন মনে পড়ে না) ; (এই বন্দীশালের দুখের
আহার, যেন মনে পড়ে না।)

(প্রভু) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে ;
(যেন) সব ভুলি, ওই বুলি, বলে অবিরাম হে ;
(বসে তোমারি কোলে) ; তোমার সুধা-নাম
যেন গায় পাখি, বসে (তোমারি কোলে) ;
(যেন গাইতে গাইতে, পুলকে শিহরে, তোমারি
কোলে) ; (যেন সব বুলি ভুলে, ওই বুলি বলে,
তোমারি কোলে।)

ভেসে যাই

মনোহরসাই—জলদ একতালা

(আমি) পাপ-নদী-কূলে, পাপ-তরুমূলে ;
বাঁধিয়াছি পাপ-বাসা ;
(শুধু) পাই পাপ-ফল, খাই পাপ-জল,
মিটাই পাপ-পিয়াসা।
(দেখ) পাপ-সমীরণে, পাপ-দেহ-মনে,
আনিয়াছে পাপ রোগ ;
(আবার) পাপ-চিকিৎসায়, ব্যাধি বেড়ে যায়
ভুগিতেছি পাপভোগ।
(আমি) বাহি পাপতরী, পাপের নগরী,
পাপ-অর্থলোভে খুঁজি,
(করি) পাপের আশায়, পাপ-ব্যবসায়,
লইয়া পাপের পুঁজি।
(আমি) বেচি কিনি পাপ, করি পাপ-লাভ,
পাপ-মূলধন বাড়ে ;
(আর) করিয়া সঞ্চিত, পাপ পুঞ্জীকৃত
(হলাম) পান-ধনী এ সংসারে।
(হায়) পাপের জোয়ারে, পাপ-জল বাড়ে,
পাপ-স্রোত বহে খর ;
(কবে) পাপের সংসার, করে ছারখার,
গ্রাসে নদী পাপ-ঘর।
(ওই) শুধু ধুপ্ ধাপ্, পড়িতেছে চাপ,
ভয়ে নিদ্রা নাই চোখে ;
(ভাবি) কবে নদী এসে বাসা ভাঙে, ভেসে
যাই কোন্ আঁধার লোকে।

(প্রভু) শুনিয়াছি, তুমি দৃঢ় পুণ্যভূমি,
সাজায়ে রেখেছ দূরে ;
(ওহে) পাপ-নদী যার বাসা ভাঙে, তার
স্থান আছে সেই পুরে।
(ওহে) হতাশের আশা দিবে না কি বাসা,
(সেই) অভয় নগরে তব ;
(আজি) আঁধারে একাকী, পাব না দেখা কি?
দিবে না কি কৃপা-লব?
(ওহে) প্রভু, ভগবান্! এক বিন্দু স্থান
দিয়ো চির-স্থির দেশে ;
(যদি) কর নির্বাসিত ওহে বিশ্বপিতঃ!
(তবে) একেবারে যাই ভেসে!

কোলে কর

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

আমায়, ডেকে-ডেকে, ফিরে গেছ মা ;—
আমি শুনেও জবাব দিলাম না!
এল, ব্যাকুল হয়ে "আয় বাছা" বলে,—
"বাছা তোর দুঃখ আর দেখ্‌তে নারি,
আয় করি কোলে ;
আয় রে, মুছিয়ে দি তোর মলিন বদন,
আয় রে, ঘুচিয়ে দি তোর বেদনা।"
আমি দেখলাম মায়ের দু-নয়নে নীর ;
মায়ের স্নেহে গলে, ঝর ঝর
বইছে স্তনে ক্ষীর ;
"আয় রে পিয়াই বাছা পিপাসিত!"
বলে, হাত বাড়ায়ে পেলে না!
এখন, সন্ধ্যাবেলা মায়েরে খুঁজি,
আমায়, না পেয়ে মা চলে গেছে,
(আর) আসবে না বুঝি!
মা গো, কোথা আছ কোলে কর।
আমি আর লুকায়ে থাক্‌ব না।

স্বপ্রকাশ

ইমন্‌—একতালা

পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি ঘোষে দিনপতি,
অশনি প্রকাশে অসীম শকতি,
বিহঙ্গম গাহে তব যশোগীতি,
চন্দ্রমা কহিছে তুমি সুশীতল।
উদ্বেলিত-সিন্ধু-তরঙ্গ উত্তাল,
প্রকাশে তোমার মুরতি করাল!
মরীচিকা ঘোষে তব ইন্দ্রজাল,
শিশির কহিছে তুমি নিরমল।
পুষ্প কহে তুমি চিরশোভাময়,
মেঘবারি কহে মঙ্গল-আলয়,
গগন কহিছে অনন্ত, অক্ষয়,
ধ্রুবতারা কহে তুমি অচঞ্চল ;
নদী কহে তুমি তৃষ্ণানিবারণ,
বায়ু কহে তুমি জীবের জীবন,
নিশীথিনী কহে শান্তি-নিকেতন ;
প্রভাত কহিছে সুন্দর উজল।
জ্যোতিষ কহিছে তুমি সুচতুর,
মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞানতৃষাতুর,
সতীপ্রেমে জানি তুমি সুমধুর,
বিভীষিকা—কহে পাপী অসরল ;
অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান,
ভক্ত কহে তুমি আনন্দবিধান,
সুখে শিশু করি মাতৃস্তন্যপান,
প্রকাশে তোমারি করুণা অতল!

বিশ্ব-শরণ

মিশ্র-কানেড়া—একতালা

অব্যাহত তোমারি শক্তি,
গ্রহে-গ্রহে খেলে ছুটিয়া!
তোমারি প্রেমে এক হৃদয়
আর হৃদে পড়ে লুটিয়া ;

তোমারি সুষমা চির-নবীন,
ফুলে-ফুলে রহে ফুটিয়া।
তব চেতনায় অনুপ্রাণিত
বিশ্ব, চমকি উঠিয়া—
অপ্রতিহত মরণ-দণ্ডে,
পদতলে পড়ে টুটিয়া।
বন্দনাময় ভক্তহৃদয়,
তব মন্দিরে জুটিয়া,
"তুমি অণীয়ান্, তুমি মহীয়ান্!"
তত্ত্ব দিতেছে রটিয়া।

অনন্ত

বাগেশ্রী—আড়া

অনন্ত-দিগন্ত-ব্যাপী অনন্ত মহিমা তব।
ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে, অনন্ত, তোমারি স্তব।
কোথায় অনন্ত উচ্চে, অনন্ত তারকা গুচ্ছে,
অনন্ত আকাশে তব, অনন্ত কিরণোৎসব!
অনন্ত নিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
অনন্ত কল্লোল জলে, পুষ্পে অনন্ত সৌরভ ;
অনন্ত কালের খেলা, জীবন-মরণ মেলা.
হে অনন্ত, তব পানে উঠিছে অনন্ত রব '
অনন্ত সুষমা ভরা, অনন্ত-যৌবনা ধরা!
দিশি-দিশি প্রচারিছে, অনন্ত কীর্তিবিভব ;
তোমার অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত করুণাবৃষ্টি,
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি, কিবা জানি কিবা কব।

অস্তি

'হেলেদুলে নেচে চল গোঠবিহারী'—সুর

কত ভাবে বিরাজিছ বিশ্ব-মাঝারে!
মত্ত এ চিত্ত তবু, তর্ক-বিচারে!

নিত্যনিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
শ্যামবিটপিদলে, সুরসাল ফল ফলে,
পাখি গাহে, ফুল ফোটে, তটিনী বহিয়া যায়
দ্বিধাহীন অনুভূতি হৃদয়ে রহিয়া যায় ;
স্তম্ভিত চিত পায় জ্যোতিঃ আঁধারে।
অসীম শূন্যতলে সৌর-জগত কত,
ভ্রান্তিহীন, ভ্রমে চিরচিহ্নিত পথ ;
রুগ্ণ শিশুরে ধরি, জননী বক্ষো'পরি,
উষ্ণ কপোলে চুমে, নয়নে অশ্রু, মরি!
বিশ্ব দৃশ্য যত, 'অস্তি' প্রচারে!

বিশ্বাস

বেহাগ—একতালা

তুমি, অরূপ-সরূপ, সগুণ-নির্গুণ,
দয়াল ভয়াল, হরি হে ;—
আমি কিবা বুঝি, আমি কিবা জানি,
আমি কেন ভেবে মরি হে।
কিরূপে এসেছি, কেমনে বা যাব,
তা ভাবিয়ে কেন জীবন কাটাব?
তুমি আনিয়াছ, তোমারেই পাব,
এই শুধু মনে করি হে।
না রাখি জটিল ন্যায়ের বারতা,
বিচারে-বিচারে বাড়ে অসারতা,
আমি জানি তুমি আমারি দেবতা,
তাই আমি হৃদে বরি হে ;
তাই বলে ডাকি, প্রাণ যাহা চায়,
ডাকিতে-ডাকিতে হৃদয় জুড়ায়,
যখন যে রূপে প্রাণ ভরে যায়,
তাই দেখি প্রাণ ভরি হে!

নষ্ট ছেলে

পিলু—ঝাঁপতাল

ওমা, কোন্ ছেলে তোর, আমার মতন,
কাটায় জীবন, ছেলে-খেলায়?
খেলায় বিভোর হয়ে কে আর,
পরশ-রতন হারায় হেলায়?
আমার মতো কে অবাধ্য?
যার, সংশোধন মা তোর অসাধ্য ;—
তুই "আয়" বলে যাস কোলে নিতে,
"দূর হ" বলে ঠেলে ফেলায়?
কার উপর এত মমতা?
রেগে একটা কসনে কথা ;—
অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা,
আমি ছাড়া বল্ মা কে পায়?
তোর, বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি,
আমি, কেমন করে ভুলে আছি?
আমি, এমন তো ছিলাম না আগে,
বড় সরল ছিলাম ছেলে-বেলায়।

মিলনানন্দ

আশা কাওয়ালী

বিভল প্রাণ মন, রূপ নেহারি ;
তাত! জননি! সখে! হে গুরো! হে বিভো!
নাথ! পরাৎপর! চিত্তবিহারি!
কলুষনিসূদন! নিখিলবিভূষণ!
অগুণনিরূপণ, মোহনিবারি!
নিত্য! নিরাময়! হে প্রভো! হে প্রিয়!
সফল আজি মম অন্তর ইন্দ্রিয়!
মনোমোহন! সুন্দর! মরি বলিহারি!

তুমি মূল

মনোহরসাই ভাঙা সুর—জলদ একতালা

তুমি, সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময় ;
তুমি, উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়!
তুমি, অমৃত-বারিধি, হরি হে,
তাই, তোমারি ভুবন ভরি হে—
পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্পগন্ধে, সুধার লহরী বয় ;
ঝরে সুধা ধরে সুধাজল, ফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয়।
তুমি, সর্ব-শকতি মূল হে,
তাহে, শৃঙ্খলা কি বিপুল, হে!
যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয়,
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি-অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয়!
তুমি, প্রেমের চির-নিবাস হে,
তাই, প্রাণে-প্রাণে প্রেম-পাশ হে,
তাই, মধুমমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি প্রেম-কথা কয় ;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেমজয়!

নিশীথে

কাফি সিন্ধু—সুরফাঁক

ধীরে ধীরে বহিছে, আজি রে মলয়া,—
হাসি, বিরাজে গগনে,
থরে থরে মনোরঞ্জন, দীপ্ত, উজল, তারা।

প্রেম-অলস অঙ্গে, ধাইছে তটিনী রঙ্গে,
ঢালিছে মৃদু কুলু-কুলু গানে, অমিয় ধারা!
মণ্ডিত এ ভূমণ্ডল, সুধাকর-কর-জালে
রঞ্জিত, অতি সুরভিত, কানন ফুলমালে ;
নিভৃত হৃদয়-কন্দরে,—হের পরম সুন্দরে,
হও রে মধুর-প্রেমময়-উৎসব-মাতোয়ারা ॥

প্রেম ও প্রীতি

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

যদি হেরিবে হৃদয়াকাশে প্রেম-শশধর,—
তবে, সরাইয়া দেহ, তমো-মোহ-জলধর।

চির-মধুরিমা-মাখা, প্রকাশিত হবে রাকা,
ফুটিয়া উঠিবে প্রীতি তারকা-নিকর।

ঢালিবে অমৃত-ধারা, প্রেমশশী, প্রীতি-তারা,
ভাসাইয়া দিবে, পিপাসিত চরাচর!

ভকতি-চকোর তোর, উলাসে হইয়া ভোর,
সে সুধা-প্লাবনে, সন্তরিবে নিরন্তর!

আকাশ সংগীত

মিশ্র ইমন্—একতালা

নীল-মধুরিমা-ভরা বিমান,—
কি গুরুগম্ভীরে গাইছে গান।
কাঁপায়ে থরে-থরে ধরা-সমীর,
নিখিল-প্লাবী সেই ধ্বনি গভীর!
শ্রবণে পশে না কি, নর বধির!
    উদাস করে নাকি, ও মন-প্রাণ?
বিমান কহে, "আমি শবদ-গুণ,
হৃদয়ে অক্ষয় শকতি-তৃণ,
বক্ষে অগণিত শশী-অরুণ,
    গ্রহ-উপগ্রহ ভ্রাম্যমাণ!
আমারে সৃজি ধাতা, কুতূহলে,
তারকা-শিশুগুলি দিল কোলে,
হরষে গলাগলি, শিশুদলে,
    করিছে ছুটাছুটি নিরবসান।
আলোকভরা তারা, পুলকময়,
জানে না শিশু-হিয়া, ভাবনা ভয়,
ললাট-লিপি তারা, গনিয়া কয়,

(পালে) যতনে জনকের শুভবিধান।
(মম) চরণ-তলে তব সমীর-থর,
জলদ-জাল খেলে শীকর-ধর,
ঊর্ধ্বে প্রসারিয়া শত শিখর,
ঐ বিপুল গিরিকুল স্থির-নয়ান!
নিম্নে চেয়ে দেখি, কৌতুকে,
পক্ষপুট ধীরে মেলি সুখে,
অসীম গীত-তৃষা লয়ে বুকে,
এ মুক্তি-পাখিকুল, ধরিয়াছে তান।
(মম) অশনি পদতলে, বিজলিদাম
(ঐ) আলোক-অক্ষরে তাঁহারি নাম!
(হের) অটল দিকপাল সফল-কাম,
(ধরি) তাঁহারি মঙ্গল-জয় নিশান!
ব্যর্থ কোলাহলে, যাপিছ দিন,
হতেছ ধরণীর ধূলি-মলিন ;
বচন ধর মম, আমি প্রবীণ,
"(লভ) অসীম উদারতা, হও মহান।"

চির-শৃঙ্খলা

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

চাঁদে চাঁদে বদলে যাবে, সে রাজার এমন আইন, নয় ;
নাইকো তার মুসাবিদা পাণ্ডুলিপি. ভাই রে,—
নাইকো তার, বাগ্‌বিতণ্ডা সভাময়।
সেই, শুরু থেকে বচ্ছে বাতাস, চলছে নদ-নদী,
আবার, সাগরে-জলে কি কল্লোল, আর ঢেউ নিরবধি ;
দেখ, বর্ষে মেঘে বারি-ধারা, ভাই রে,—
তাইতে, ধরার বুকে শস্য হয়। (সেই শুরু থেকে)
সেই, শুরু থেকে সূয্যি ঠাকুর, উদয় হন পুবে,
আবার, সন্ধেবেলা, রোজ যেতে হয়, পশ্চিমে ডুবে,
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ ওঠে না, ভাই রে,—
তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি-ক্ষয়! (সেই শুরু থেকে)
সেই, শুরু থেকে কচ্ছে ধরা, সূর্য-প্রদক্ষিণ,
আবার, মেরুদণ্ডের উপর ঘুরে কচ্ছে রাত্রি-দিন ;

তাইতে বারো মাস, আর ছটা ঋতু, ভাই রে,—
দেখ, ঘুরে-ফিরে আসে-যায়। (সেই শুরু থেকে)
সেই, শুরু থেকে দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে, আকাশ নীল!
বসে, উত্তরে ওই ধ্রুব-তারা, নড়ে না এক তিল!
আবার, আকাশে ঢিল মাল্লে পরে, ভাই রে,—
এই, পৃথিবী বুক পেতে লয়। (সেই শুরু থেকে)
সেই, শুরু থেকে আগুন গরম, সাগর-জল লোনা,
আবার, রুপো সাদা, লোহা কালো, হলুদ রং সোনা,
দেখ, আমের গাছে ধান ফলে না, ভাই রে,—
আর, কোকিল শুধু কুহু কয়। (সেই শুরু থেকে)
যা ছিল না, হয় না তা আর, যা আছে তাই আছে ;
এই, পাঁচ ভেঙে, দশ রকম হচ্ছে, মিশছে গিয়ে পাঁচে :
এ সব, ব্যাপার দেখে দিন-দুনিয়ার, ভাই রে,—
সেই, মালিক দেখতে ইচ্ছা হয়! (সেই আইনকর্তা)

আর কেন

ঝিঁঝিট—গড় খেম্‌টা

পার হলি পঞ্চাশের কোঠা
আর দু-দিন বাদে মন রে আমার,
ফুল ঝরে যাবে, থাক্‌বে বোঁটা।
তুই, আশার বশে দিন হারালি,
বশ হল না রিপু ছটা ;
তোর, ভিতর মলিন, বাইরে টিকি,
মালার থলে তিলক-ফোঁটা।
লোকে কয় তোর সূক্ষ্ম বুদ্ধি,
দেখে রে তোর দালান-কোঠা
তুই, দিনের বেলা রইলি ঘুমে,
আমি বলি তোর বুদ্ধি মোটা।

বৃথা দর্প

বাউলের সুর—আড় খেমটা

তুই লোকটা তো ভারি মস্ত!
দুশো বার কর্ না জরিপ, ওই সাড়ে তিন হস্ত।
(তার বেশি নয়)
হাজার, কি লক্ষ, অযুত,
করেছিস্ কষ্টে মজুত,
অমনি তোর পায়া বেড়ে,
হলি খুব পদস্থ!
(সে দিন) নিস তো সঙ্গে কানা-কড়ি—
(যে দিন) উঠ্‌বে রে কফের ঘড়ঘড়ি—
বৈদ্য বলবে "তাই তো এ যে
সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত!"
(আর বাঁচে না)
তোর ভারি পক্ক মাথা,
বিজ্ঞানের মস্ত খাতা,
চন্দ্রলোকে যাবার রাস্তা
করেছিস্ প্রশস্ত।
(তুই) নাম করেছিস্ ভারি জবর,
কটা তারার রাখিস্ খবর?
কবে, কোথায়, কোন্‌টার উদয়?
কোন্‌টা কোথায় যাচ্ছে অস্ত?
(বল্ তো দেখি?)
দু-দিনের জলের বিম্ব,
বুঝিস্ তো অশ্ব-ডিম্ব ;
তুই আবার ভারি পণ্ডিত,
খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ।
কান্ত বলে, মুদে আঁখি,
ভাব্‌ত বিশ্ব-ব্যাপারটা কি!
অহংকার চূর্ণ হবে,
সকল তর্ক হবে নিরস্ত!
(অবাক হবি!)

গ্রহ-রহস্য

মিশ্র ভৈরবী—জলদ একতালা

কে পুরে দিলে রে,—
আলোকের গোলক দিয়ে, এই অন্তশূন্য ফাঁক!
কি বিরাট বন্দোবস্ত, ভাবতে লাগে তাক!
কে ধরে আছে তুলে, কি ধরে আছে ঝুলে,
পড়ে না সুতো খুলে, বছর কোটি লাখ!
কেউ আছে চুপটি করে, কোন্‌টা কেবল ঘোরে,
নিমেষে যোজন জুড়ে, খাচ্ছে কোটি পাক!
কোনটা তীব্র-অনল, কেউ আবার শান্ত-শীতল,
কেউ, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে ঘটায় দুর্বিপাক!
কি দিয়ে তোয়ের হল, কেন বা ঘুরে মল,
ডেকে আন্ জোতির্বিদে, বুঝিয়ে দিয়ে যাক্।
"জ্ঞান" দেখে বুঝ্‌বি, পাছে
"জ্ঞানী" এক বলে আছে,
কান্ত তুই বুঝ্‌বি যদি, সেই জগদ্‌গুরুকে ডাক।

দেহাভিমান

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

এই দেহটার ভিতর বাহির ছাই ;
এতে, ভাল জিনিস একটি নাই!
পদ্ম-চক্ষু, নাসা তিলের ফুল!
কুন্দ-দন্ত, বিম্ব-অধর, মেঘের মতন চুল,
(কামের) ধনু ভুরু, রম্ভা, উরু,
রং সোনা, কও আর কি চাই?
(এটা তো) অস্থি, চর্ম, মাংস, মজ্জা, মেদ,
মূত্র, বিষ্ঠা, পিত্ত, শ্লেষ্মা, দুর্গন্ধময় ক্লেদ?—
এটা পুঁতে রাখে, পুড়িয়ে ফেলে,
(না হয়) অম্‌নি ফেলে দেয় রে ভাই!
(এর আবার) দুটো একটা নয় তো সরঞ্জাম ;
মোজা, জুতো, চশমা, সাবান, কত বলব্ নাম?
প্রয়োজনের নাইকো সীমা, জুট্‌ল অসংখ্য বালাই?

কান্ত বলে, একটু ভাব,—
এই মিছের জন্যে সত্যি গেল, এই তো হল লাভ!
সার যেটা, তাই সার ভাব না,
সার ভাব এই শরীরটাই!

অসময়

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

এখন, মর্‌চ মাথা খুঁড়ে,
তোমার সকল আশা ফুরিয়ে গেল,
পড়্‌ল বালি গুড়ে।
যখন, গায়ে ছিল বল,
ক্রোশকে বলতে বিঘত মাটি, প্রহর বল্‌তে পল,
এখন যষ্টি ভিন্ন ষষ্ঠীর বাছা, সাত কুঁড়ের এক কুঁড়ে।

যখন, বয়স বছর দশ,
তখন থেকেই দুশো রগড়, জম্‌তে লাগল রস,
জলদি গজায় গোঁফ-দাড়ি, তাই খেউরি শুরু ক্ষুরে।

যখন, উঠ্‌ল দাড়ি-গোঁফ,
বুক ফুলিয়ে বেড়াতে, আর মুখে দাগতে তোপ ;
কত, রাজা উজির মারতে, খেম্‌টা গাইতে মিহিসুরে!

ছিল, নিত্য নূতন সাজ,
ফুলেল তেল আর সাবান ঘষা, এই ছিল তোর কাজ ,
কত জুতো, ঘড়ি. চশমা, ছড়ি, ধুতি শান্তিপুরে।

ছিল, দেহের বাহার কি!
সোনার কার্তিক, নধর গঠন, রসের আহারটি ;
এখন, হাড়ের উপর চামড়া আছে, মাংস গেছে উড়ে।
ভাবতে, "বাঁচ্‌ব কত কাল,
বুড়ো হলে দেখ্‌ব বাবা, ধর্ম কি জঞ্জাল!
এখন খাই তো মুরগি, প্রায়শ্চিত্ত করব মাথা মুড়ে!"

দীন কান্ত বলে, ভাই,
আগেই আমি বলেছিলাম, তখন শোন নাই ;
(আর) কি ফল হবে খুঁড়লে কুয়ো, বাড়ি গেছে পুড়ে।

মূলে ভুল

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

মন তুই ভুল করেছিস্ মূলে!
বাজে গাছ বাড়তে দিলি,
এখন, কেমনে ফেল্‌বি শিকড় তুলে?
ভেঙে সব মজুত টাকা, বাড়িটি তো করলি পাকা,
পছন্দের বলিহারি যাই, ঐ ভাঙন-নদীর ভাঙা কূলে!

দু-টাকা আসতে যখন, পয়সাটি রাখ্‌লে তখন
তহবিল বাড়তে ক্রমে, বাড়্‌ল না তোর ভুলে ;
তোর আয় দেখে মন ঘুর্‌ল মাথা,
ভুলে গেলি তুই শেষের কথা,
দু-হাতে লুটিয়ে দিলি, এখন কাঁদিস্ বসে সব ফুরুলে।

ছিলি তুই ঘুমের ঘোরে, সব নিলে দু-জন চোরে,
কেন তুই রেখেছিলি, সদর দুয়ার খুলে?
প্রাণে, প্রথম যখন পড়ল ঢালি, কু-বাসনার পাতলা কালি,
উঠ্‌ত রে তুললে তখন, এখন কি আর যায় রে ধুলে?
ব্যারামের সূত্রপাতে, গর-রাজী ওষুধ খেতে ;
কুপথ্য করলি, এখন গেছে হাত-পা ফুলে ;
কান্ত বলে, আকাশ জুড়ে, মেঘ করেছে দেখ্‌লি দূরে,
কি বুঝে ধর্‌লি পাড়ি, এখন, ঝড় এল মন, ডোব্ অকূলে।

পুরোহিত

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক' ভাই—'—ডি. এল. রায়

আমাদের, ব্যবসা পৌরোহিত্য,
আমরা অতীব সরল-চিত্ত,
হিত যাহা করি, জানেন গোসাঞিও,
(তবে) হরি যজমানবিত্ত।
আমাদের, রুজি এ পৈতে গাছি,
রোজ, যত্নে সাবানে কাচি,
আর, তালতলা চটি পেনশেন দিয়ে,
ঠনঠনে নিয়ে আছি।

দেখ্‌ছ, আর্কফলাটি পুষ্ট,
যত, নচ্ছার ছেলে দুষ্ট,
কি বিষ-নয়নে ওইটে দেখেছে,
কাটতে পেলেই তুষ্ট।
বাবা, দিয়েছিল বটে টোলে,
কিন্তু, ওই অনুস্বারের গোলে,
"মুকুন্দ সচ্চিদানন্দ" অবধি
পড়ে, আসিয়াছি চলে।
যদিও ছুঁইনি সংস্কৃত কেতাব,
তবু "স্মৃতি-শিরোমণি" খেতাব,
কিন্তু, কিছু যে জানিনে, বলে কোন্ ভেড়ে?
মুখের এমনি প্রতাপ!
আছে, ব্রতের একটি লিষ্টি,
তারা মায়ের এত কি সৃষ্টি!
আমরা, সব চেয়ে দেখি, সোপকরণ
মিষ্টান্নটাই মিষ্টি!
দেখ, রেখে গেছে বাপ দাদা,—
ওই, মন্তর গাদা গাদা,
আর, যেমন তেমন করে আওড়াও,
দক্ষিণাটি তো বাঁধা।
মোদের, পসার বিধবাদলে ;
এই, পৈতে টিকির বলে,
দক্ষিণে, ভোজনে, বেড়ে জুত, আর
মন্ত্র যা বলি চলে।
মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি?
এই, কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পানতোয়া ঠুকি।
ওই, "সিন্দূরশোভাকরং"
আর "কাশ্যপেয় দিবাকরং",
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে,
বলি, 'দক্ষিণাবাক্য করং'।
বড়, মজা এ ব্যবসাটাতে,
কত, কল্ যে মোদের হাতে ;
ওই, ফল লাভ, আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য,
দক্ষিণার অনুপাতে।

সাঁঝে, একপাড়া থেকে ধরি,
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ি বাড়ি দুটো ফুল ফেলে দিয়ে,
দুশো কালিপুজো করি!
পুজোর, কলশি না হলে মস্ত,
কেমন, হই হে বিকারগ্রস্ত!
পিতৃলোক সহ কর্তাকে করি
একদম নরকস্থ।
আমরা 'ধর্মদাস দেবশর্ম' ;
আমরা, বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম,
কিন্তু, নিজের বেলায় খাঁটি জেনো, নেই
অকরণীয় কুকর্ম।

দেওয়ানি হাকিম

সুর—'আমরা বিলেত ফেরতা ক-ভাই'।—ডি. এল. রায়

দেখ, আমরা দেওয়ানি হুজুর,
আমরা, মোটা মাইনের মজুর,
তোমরা, দেখে নাও সবে আপন চক্ষে,
নাম শুনেছিলে 'জুজুর'।
একটু peevish মোদের স্বভাব,
বড়, খাইনে কোর্মা-কাবাব,
প্রায় cent per cent খুঁজে দেখ,
নেই diabetes-এর অভাব।
আমাদের, মানা কারো সনে মিশতে।
আমরা, দক্ষ কলম পিশতে,
ওই এগারোটা থেকে ছটা বসে লিখি,
কাগজ দিস্তে-দিস্তে।
আমাদের, আজ দিলে রংপুরে,
কালকে রাঁচিতে ফেলে ছুঁড়ে,
দেখ, বদলিপ্রসাদে হয়ে আছি মোরা,
একদম ভবঘুরে।
আর, এই কথা খাঁটি জানুন,
যে, বেশি পড়িনে আইন-কানুন,
প্রায় উকিলকে ডেকে বলি, আপনার

নজির কি আছে আনুন।
আমাদের লেখা পড়ে কার সাধ্য?
করি copyist বেচারির শ্রাদ্ধ,
ওই, প্রথম অক্ষর ছাড়া আর সব
অনুমানে প্রতিপাদ্য।
যত, non-appealable suit,
আমরা করে দি হরির লুট,
ওই, file clear হয়ে গেল, ব্
আর কি, well and good,
আর ওই, আপিল করাটা মিথ্যে,
এদিকে, উকিল ফলানো বিদ্যে,
আর, ওদিকে আমরা নাসিকা ডাকায়ে,
বসে কসে দেই নিদ্রে।
কভু, জুড়ে দেই মহা তর্ক,
আর, উকিল না হলে পক্ক,
অম্‌নি, ভেবাচেকা খেয়ে হাল ছাড়ে, আর
ঢুকে যায় উপসর্গ।
কভু, উকিল আপন মনে,
কত, বকে যান প্রাণপণে ;—
আর, ওদিকে মোদের রায় লেখা শেষ,
কার কথা কেবা শোনে?
কভু, সাতটা মামলা তুড়ে,
আমরা, এক সাথে নেই জুড়ে ;—
আর, তিনশো সাক্ষী বসে বসে খায়
মরে সবে মাথা খুঁড়ে।
আর ওই, মাসকাবারের বেলা,
আমরা, খেলি এক নব খেলা ;
করি, তিন ডাক দিয়ে অমনি খারিজ,
যেন ডাকাতের চেলা!
আমাদের কাজটা অতীব সোজা,
শুধু, মিল দিয়ে যাই গোঁজা,
এই কলমে যা আসে করে দি, বাস্‌
ঘাড় থেকে নামে বোঝা!
বাড়ে, বছরে বছরে মাইনে,
সব জমা করি কিছু খাইনে ;
আর, কি জানি বাবা, কাজ ভাল নয়,
তাই Congress-এ যাইনে।

ডেপুটি

সুর—'আমরা বিলেত ফেরতা ক-ভাই।'—ডি. এল. রায়

আমরা, 'Dey' কি 'Ray' কি 'Sanyal',
আমরা, Criminal Bench-এ 'Danie'l,
আমরা, আসামি-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Blood hound কি Spaniel,

আমরা, দেখতে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চটপটে ;
যাঁহা, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ,
চট করে উঠি চটে।

আমাদের বয়সটা খুব বেশি নয়,
আর এই, পোশাকটাও এদেশী নয় ;
আর ওই, 'হামবড়া' ভাব, মোদের অস্থি-
রক্ত-মাংস-পেশী-ময়।

দু-শো তিন ধারা কি প্রশস্ত!
দেখে, ফরিয়াদিগুলো ত্রস্ত ;
প্রায়, Civil nature বলে, দিয়ে দেই
মধুময় গলহস্ত।

বড়, কায়দা হয়েছে 'Summary',
ওহো! কি কল করেছে, আ মরি!
To record a deposition at length,
What an aweful drudgery.

ওই, ফেলে Summary-র ফেরে,
আমরা, যার দফা দেই সেরে,
সে যে চিরতরে কেঁদে চলে যায়,
আর কভু নাহি ফেরে।

আমরা, ধমকাই যত সাক্ষী,
বলি, নানাবিধ কটু বাক্যি,
আর, যেটা এজাহার-খেলাপে যায় না,
সেটার বড়ই ভাগ্যি।

এই কবলে আসামি পেলে,
বড় দেই না খালাস bail-এ,
আর, ঠিক জেনো, যেন-তেন প্রকারেণ,
দিবই সেটাকে জেলে।

আর, যদি দেখি কিছু সন্দ,
ওই, প্রমাণটা অতি মন্দ,
তবে, আপিল-বিহীন দণ্ডে করে দি,
খালাসের পথ বন্দ।

কারণ, খালাসটা বেশি হলে,
উঠেন, কর্তাটি ভারি জ্বলে ;
আর, শাস্তি ভিন্ন promotion নাই,
কানে-কানে দেন বলে।

কিন্তু হঠাৎ সাহেবের পা-টা
লেগে, বাঙালির পিলে ফাটা—
কভু, মোদের সূক্ষ্মবিচারে দেখেছ
আসামির জেল-খাটা?

আর ওই, মফস্বলে গেলে,
বেশ, বড় বড় ডালা মেলে,
আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
ডিপুটিটা ঘুষ খেলে।

আর ওই, কত্তাটি ভালবেসে,
যদি কান মলে দেন কসে,
ওই, কর-কমলের কোমলতা, করি
অনুভব, হেসে-হেসে।

এই নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আর এই, পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো,—
একটু, দৃষ্টি-কটুতা-দুষ্ট হলেও,
তুষ্টিময় বস্তুত।

উকিল

সুর—'আমরা বিলেত ফেরতা ক-ভাই।'—ডি. এল. রায়

দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত, Public Movement-এ leader,
আর, conscience to us it a marketable thing,
(which) we sell to the highest bidder.

দেখ, annually swelling in number,
আমরা, করেছি bar encumber ;
আর, শামলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে,
We look so grave and sombre!

আমরা, বাদীকেও বলি "হ্যালো,
তোমার, মামলা তো অতি ভালো!"
আবার, প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেব,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো।"

দুটো, খেয়েই কাছারি ছুটি,
আর যা পাই খলসে-পুঁটি,
ওই, জল-কাদা ভেঙে, যার-যার মতো,
কাড়াকাড়ি করে লুটি।

দেখ, বড়ই হাভাতে 'হরি বোস',
পাঁচ টাকার কমে নাই পরিতোষ,
তাই, মক্কেল, বৃদ্ধ-অঙ্গুলি দেখায়ে,
উঠে এল, ভারি করি রোষ ;

তখন, আমি শ্রী 'নিঃস্বার্থ চাকি',
"এস চাচা মিএরা" বলে ডাকি ;
"আরে দু-টাকায় আমি করে দেব চাচা,
তোমার ভাবনাটা কি?"

তখন, চাচাও দেখলে সস্তা,
রেখে গেল কাগজের বস্তা,
চাচা, চলে গেলে, টাকা বাজিয়ে দেখি,
ও বাবা এ দুটো যে দস্তা।

দুর্দশার কি দিব ফর্দ?
দেখ, হয়েছি বেহায়ার হদ্দ ;

কাজ যত, তার ত্রিগুণ উকিল,
মক্কেল তাহার অর্ধ।

দেখ, কেউ কারো পানে চায় না,
যত কম নিতে পার 'বায়না',
সেই কম কত, সে কথা তো দাদা,
কারো কাছে বলা যায় না!

যাঁদের, বাঁধা ঘরে আছে মাইনে,
তাঁদের, বেশি তো বলতে চাইনে,
তাঁদের, খেদিয়ে নে যায়, "বাঁয় বাঁয়,
'টক-টক'* চল্‌ ডাইনে।"

Barr room তো চিড়িয়াখানা ;
হেথা, হরবোলা পাখি নানা,
কিচির-মিচির করে মাথা খায়,
শোনে না কাহারো মানা ;

কেউ কদাচিৎ দেখে নজির,
প্রায়, মারছে রাজা ও উজির,
আর, শ্যাম ভাবিতেছে, কেমনে রামের
হানিটি করিবে রুজির।

আমার একেবারে ডুবে গেছি,
'This is dishonest advocacy',—
দিলেন হুজুর গালি সুমধুর,
পকেটে করে এনেছি।

Court-এ ধর্মাবতারের তাড়া,
বাড়িতে গিন্নীর নখ-নাড়া,
থতমত খাই, মাথা চুল্‌কাই,
বুঝি মাঝখানে যাই মারা!

---

* গরু তাড়াইবার শব্দ

উঠে পড়ে লাগ্

মিশ্র গৌরী—জলদ একতালা

তোরা, যা কিছু একটা হ্।
Ray, কি Sinha, কি Doss, কি Shanne,
কি Dutt, কি Dwarking Shaw,
সাফ করে মাথা whisky চা-পানে,
ধুয়ে কালো অঙ্গ glycerine সাবানে,
ছুটে যা বিলেত, Italy, Japan-এ,
(and) inspire your country-men with awe!
গুপ্ত চেষ্টায় যদি এইটে মনে হয়,—
যে বাবার Iron-safe-টা তত brittle নয়,
তবে, Submit to your doom, take to
hatchet or loam,
(কিম্বা) ওই অগতির গতি 'law'.

আর, যদিই না থাকে legal acumen,
Steal from your father's cash-box, Rs.10,
একটু pulsatilla-nux-সম্বলিত box,
(কিনে) কর একটা হ য ব র ল।
আর, 'Dilution' ব্যাপারটা না হলে পছন্দ,
স্থানান্তরে গিয়ে করগে যা আনন্দ,
এয়ার-বন্ধু নিয়ে, বসে যা জাঁকিয়ে
(আর) কসে রসে টান raw.
দেখ্ না, কুমারিকা হতে সুদূর হিমাদ্রি,
ছেয়ে ফেল্লে দেশ লক্ষ-লক্ষ পাদ্রি,
আর কিছু না হয়, গেয়ে যিশুর জয়,
(একটা) মেম বিয়ের জো করে ল।
আরো এক উপায়ে হতে পারে যশ,
একটা নূতন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস',
বিলিতি যা কিছু সবি nonsense, bosh,
(জোরে) লিখে বা lecture-এ ক!
কান্ত বলে, একবার জাগ্ তোরা জাগ্,
ভারত-মা-টার জন্যে উঠেপড়ে লাগ্,
বসে বিছানাতে, ধরলে গিঁঠে বাতে,
(দেখ্ না) হলি হাঁটু-ভাঙা 'দ'।

আলেয়া—একতালা

দুত্তোর, বড় দেক্ সেক্ লাগে,
দেশের কপালে মার দুশো ঝাঁটা।
কবে আসবেন কল্কি, বিলম্বে আর ফল কি?
দেখা দিলেই এখন ঘুচে যায় সব লেঠা।
বিলেত থেকে এল রসটা কি দারুন!
বীর, কি বীভৎস, হাস্য কি করুণ,
সব কাজে ছেলেরা জিজ্ঞাসে 'দরুণ';
তর্কে পঞ্চানন, এয়ারকিতে জ্যাঠা।
পড়ে A, B, C, D, খায় বার্ডস্ আই,
মুখে বলে, "মাইরি জাদু মরে যাই!"
মায়ের উপর চটা, বউকে বলে "ভাই"
টেড়ির পাখনা মাথে, চোখে চশমা আঁটা।
মায়ের স্বত্ব কেবল গুদোম-ভাড়া পাবেন,
Old idiot বাপটা বসে খাবেন;
গিন্নী? হ্যাঁ-হ্যাঁ, বসে মাসোহারা লবেন,
কোমল করে কভু সয় কি বাটনা বাঁটা?

কলা-মুলো-খেকো মুনিগুলো ভ্রান্ত,
করে গেছেন যত fallacious সিদ্ধান্ত,
ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ নিতান্ত,
প্রকাণ্ড foolery পৌত্তলিকতাটা।

ছত্রিশ জেতের সঙ্গে আমোদ করে খাওয়া,
(আর) সচকিতভাবে চতুর্দিকে চাওয়া,
স্মৃতিরত্ন মশার ডাক-বাঙলাতে যাওয়া,
আর বেমালুম চম্পট! বামুনটা কি ঠ্যাটা!

কলমাস্ত্রে উদ্ধার করেন হিন্দু nation,
ইঙ্গ-বঙ্গ-মিশ্র অদ্ভুত conversation,
অঙ্গ শৌচে জল নেয়া botheration,
গুরুদেবটা ছুঁচো, পুরুত পাজি বেটা!

উঠিয়ে দেয়া উচিত বিবাহ-পদ্ধতি
সন্ধ্যা-গায়ত্রীর হয় না সদর্থ-সঙ্গতি,
বক্তৃতা হাততালি, জাতীয় উন্নতি,
বুঝলি না রে কান্ত, কপালের দোষ সেটা।

মৌতাত

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

হরি বল্ রে মন আমার,
নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার!
এমন, বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে?
এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চশমা ধরেছে ;
আর টেড়ি নইলে চুলের গোড়ায়
যায় না মলয় হাওয়া,
আর, রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন
হয় না যাদুর খাওয়া।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আইটাই,
আর, এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই ;
সাহেবের, ঘুষি ভিন্ন বিফল নাসা, চাকরি ভিন্ন প্রাণ ;
উপহারশূন্য সাপ্তাহিক আর প্রচারশূন্য দান।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

একটু, চুটকি ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ ;
Football ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্টসহ ;
গজটেক, কালো ফিতে নৈলে, পায় না
পোড়ার চোখে কান্না ;
একটু পলাণ্ডুর সদগন্ধ ভিন্ন, হয় না মাংস রান্না।
হরি বল রে ইত্যাদি।

মাসিকপত্র আর কাটে না ছোট গল্প ছাড়া ;
আর সাপ্তাহিকটে ভালো চলে গাল দিলে বেয়াড়া ;
একটু, সাহেব ঘেঁষা, না হলে,
আর হয় না পদোন্নতি,
সত্যাসত্য, দেখলে এখন চলে না ওকালতি।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

আদালতের কার্যে কেবল আমলাদের দাও খোঁসা ;
আর, ভালো কাপড় গয়না ভিন্ন, যায় না গিন্নীর গোঁসা
একবার বিলেত ঘুরে না এলে ভাই ঘেচে না গোজন্ম,
আর গিন্নীর ঝাঁটা নইলে শক্ত হয় না পৃষ্ঠের চর্ম।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

একটু, এটা ওটা সেটা ছাড়া, জমে না যে মজা,
একটি, সেবাদাসী নৈলে আর তো হয় না কৃষ্ণভজা ;
নাটক দেখতে নিষেধ করলেই বাপটা হয়ে যান বদ ;
এখন জ্বর ছাড়ে না বিনে একটু টাটকা Chickenbroth.
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

বিজ্ঞাপনের চটক ভিন্ন ওষধ কাটে কার?
আর, "এন্ড কোম্পানি" নাম না দিলে
দোকান চলাই ভার ;
এখন, ফল ফুল অলি চাঁদ ময়লা ভিন্ন হয় না পদ্য ;
দেখো, কোনও ব্যাপারে যশ পাবে না
বিনে একটু মদ্য।
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

ভালো হে চৈতন্য গোসাঞী, জিজ্ঞাসি এক কথা,
আবার, কৃষ্ণ-অবতারে প্রভু, গরু পাবেন কোথা?
আর, গৌর-অবতারে গোসাঞি, কিসে ছাইবেন খোল?
মৌতাতী এই কান্তের মনে সেই বেধেছে গোল!
হরি বল্ রে ইত্যাদি।

খিচুড়ি

খাম্বাজ—কাওয়ালী। "মাতঃ শৈলসুতা"—সুর

ভারি সুনাম করেছে নিধিরাম?
শোন বলি গুণ-গ্রাম ;
খবরের কাগজে করে ধর্ম্মমীমাংসা,
(যত) মাসিকে ও সাপ্তাহিকে পেলে প্রশংসা ;
না যায় অন্ন পেটে, শুধু শাস্ত্র ঘেঁটে,
কেবল, পুরাতত্ত্বে আছেন মত্ত হয়ে অবিরাম।
সর্বধর্মসমন্বয়ে ছিলেন নিযুক্ত ;
কি প্রশস্ত ধর্মপথ করেছেন মুক্ত!
তত্ত্ব-সুধার সিন্ধু, ব্রাহ্ম, মুসলমান, হিন্দু,
(এবার) সবারি পিপাসা গেল সিদ্ধ মনস্কাম।
তিনি বলেন, হরি বল চৈতন্যের মতো ;
(কিন্তু) মতি রেখো প্রভু যিশুখ্রিস্টের পদ,

বুদ্ধের পথও মন্দ নয়, নানক যে সব কথা কয়,
তার, এক একটি কথার যে ভাই ভারি ভারি দাম!

ব্রাহ্মমতে আকাশশূন্য ব্রহ্মোতে মজ,
(কিন্তু) কালী নামের নাই তুলনা, মায়েরে ভজ ;
(ও যা) বলেন মহম্মদ, ভারি, বেজায় তার কিস্মত,
'খোদাতালা আল্লা' বলে কর ভাই সেলাম।

(ভজ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহেন্দ্র আর অরুণ,
(ভজ) বিশ্বকর্মা, গণপতি, বায়ু, যম, বরুণ ,
(ভজ) দেবদেবীদের যান, ইন্দুর, গরুড়, হনুমান,
(কর) ময়ূর, ষণ্ড, সিংহ, মহিষ, পেঁচারে প্রণাম!

(ভজ) ঋষ্যশৃঙ্গ, অষ্টাবক্র, মরীচি, ক্রতু,
(ভজ) পুলহ, পৌলস্ত, অত্রি, অঙ্গিরা, যতু,
(পূজ) বিশ্বামিত্রে, গৌতম, অনিরুদ্ধে,
(ভজ) শ্রীদাম, সুদাম, গুহক, নন্দী ভৃঙ্গি, গুণধাম!
(চল) গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, কালীঘাট,
(চল) শ্রীক্ষেত্র, নৈহাটি, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীপাট,
যখন যাবে হরিদ্বার, সেই রাস্তা হয়ে পার,
মক্কা থেকে 'হজ' করে ভাই, ফিরো নিজগ্রাম।

মাঝে মাঝে চার্চে যেয়ো বগলে বাইবেল,
(একটা) সময় করে কোরান শরিফ পড়ো, খুলে দেল্,
কভু গীতাটাও দেখো, আবার শিয়রে রেখো
শাস্ত্রী মশাইয়ের ব্রাহ্মধর্ম-তত্ত্ব দু-একখান।

অহিংসা পরমধর্ম, খেয়ো নিরামিষ ;
আবার গোপনে রমজানের কাছে নিয়ো দু-এক ডিস
হরিনামের মালা, হাতে ফিরিয়ো দু-বেলা,
সন্ধ্যা কোরো নামাজ দিয়ো, কেউ হবে না বাম।

কোরো, বাইশ রোজা, একাদশী, হইয়ে শুচি,
খেয়ো শুকতুনী ও ফাউলকারি, বিস্কুট ও লুচি ;
চাই, টিকিটে মজবুত, যেন ফোঁটায় থাকে জুত,
করো ঈদ, মহরম, চড়ক, আর দোল, হইয়ে নিষ্কাম।

হুইস্কিতে তিলতুলসী করিয়ে অর্পণ,
'জগৎ তৃপ্ত' বলে গিলে কোরো পিতার তর্পণ ;

করে কৃষ্ণে নিবেদন, করবে বীফস্টিক্ ভোজন ;
রেখো বদনা, কমোড, কোশাকুশী আদি সরঞ্জাম।

খেয়ো প্রকাশ্যেতে আতপান্ন, গোপনে ফাউল ;
খোদার নামে দরবেশ সেজো, হরিনামে বাউল।
দীন কান্ত বলে ভালো, নিধির বলিহারি যাই।
এই অপূর্ব খিচুড়ি খেয়ে, আমি তো গেলাম!

পিতার পত্র

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

বাপা জীবন!
তোমার মংগলাদি না পেয়ে বিশেষ চিন্তার্ণিত আছি,
হপ্তাবাদে পত্তর ভির্ণ কি প্রকারে বাঁচি?
মোদের দারিদ্রতা দরুণ বড় কেল্লেশে দিন যায়,
(তাতে) মচ্ছ দুধের প্রেসঙ্গ এবার নাইকো এ দেশটায়।
(আবার) আধ কাঠা ধানও এবার পেলামনাকো ভূয়ে,
তাতে খাজনা খরচার কড়া তশিল কল্লে ছিধর ভূঞে।
আমার, পরণের বিস্তর ছির্ণ, গ্রেহ পারিনি ছাইতে ;
তাতে দিন রাত্তির গোঁয়াই তোমার পত্তরের পথ চাইতে।
তোমার গত্তধারিণী কান্দে কি হৈল বলিয়ে,
(বাবা) মা বাপকে কেল্লেশ কি দেয়, সুবুদ্ধি হইয়ে?
তুমি কত নেখাপড়া জান, আমরা তো মুরুক্ষু,
আর তুমি ভির্ণ বের্ধ বাপের কে বুঝিবে দুস্কু!
তোমার কেতাব, জুতো, ইস্টিসিন, আর এন্‌গেলাপের মূল্য,
নাগে তিরিশ টাকা, শুনে হে অত্যান্তিক মথা ঘুরল।
আমার গায়ের বালাপোস, আর তোমার মায়ের তাগা,
পরশু, বাঁধা থুয়ে, কায়কেল্লেশে পাঠিয়েছি পাঁচ টাকা।
বাপা, অত্র পত্র প্রাপ্ত মাত্র পত্রের উত্তর দিও
আর, যত্র, তত্র থাকি সত্তর তত্ত্ববাত্রা নিও।
(তোমায়) বিদেশে রাখিয়ে বাপা সসঙ্কৃত থাকি,
(আর) গোবিন্দ চরণ ভরসা তাঁরেই কেবল ডাকি!
এন্‌গেলাপে কি প্রয়োজন? পোস্টকার্টেই হবে,
সদা মংগল বাত্রা দিবে, আর, সাবধানেতে রবে।
কবে চাঁদমুখ দেখ্‌ব বলে দিয়ে আছি ধন্না,
নিয়ত অসিব্বাদক বিষ্ণু প্রেসাদ শন্মা।

পুত্রের উত্তর

আরে ছি ছি! আমি লাজে মরি, ঘট্‌ল একি দায় ;
বহুদিনের গুমর আজকে ছুটে গেছে, হায় রে হায়!
কোন্ ভাষায় লিখেছ চিঠি,
সাপ, কি ব্যাঙ, কি গিরগিটি, গো, ধরে খেতে চায় ;
তোমায় লেখাপড়া শিখিয়েছিল কোন্ গুরুমশায়?

তোমার মত মুক্‌খু বাবা,
গৈগেঁয়ে প্রকাণ্ড হাবা! তার কাণ্ডজ্ঞান কোথায়?
যেমন আক্কেল, তেমনি চিঠি, সোনা সোহাগায়!

যেমন সে আঁখরের ছিরি,
তেমনি মুসবিদার মুন্সিগিরি, গো, দুখে হাসি পায় ;
তোমার বাপ বলে পরিচয় দিতে, মরি যে লজ্জায়!

বিদ্যেসাগর, মদনমোহন,
তাঁদের, শ্রাদ্ধ আর সপিণ্ডীকরণ যে, করেছ বেজায়,
রেফে কেঁপে উঠছে যে প্রাণ, কাঁটা দিচ্ছে গায়!

ব্যাকরণের দফা ইতি ;—
তুমি না করেছ পণ্ডিতি গো, পেঁড়োর পাঠশালায়?
এমন কি আর আজগুবি কাণ্ড, আছে দুনিয়ায়?

নিজের নামটা হয় না শুদ্ধ,—
বাণী কি বেজায় বিরুদ্ধ গো, হয়েছেন তোমায় ;
তাই লিখতে বস্‌লে কাগজ পেনে, যদ্ধ বেধে যায়!

তোমার বড় পয়সার খাঁক্‌তি,
তাই, পঞ্চসংখ্যক রৌপ্যচাক্তি পৌঁছেচে হেথায়,
আর সেই দিনই তা ফুরিয়ে গেছে, বিলিতি বিনামায়।

এই বিংশ শতাব্দীতে,
ছেলের পড়ার কেতাব দিতে, যে চিতে ব্যথা পায়,
তার জীবনে সভ্যজগতের কিবা আসে যায়?

তোমার, চিঠির জ্বালায় জ্বলে মরি ;
একটা কথা, পায়ে ধরি, গো, পাইনে মুখ হেথায় ;
তোমার, বৌমার কাছে একটু একটু পড় লে ভাল হয়!

আরে, বানানের ভুল সেরে যাবে,
এবার তো দুরন্ত হবে, কও ক্ষতি কিবা তায়?
সে যে, রাখাল ভালো, বড় বড় গরু সে চরায়।

কান্ত বলে, এ মহীতে
আর কি পারে ভার সহিতে? কখন বা বসে যায়!
কি বিষম বিলিতি হাওয়া, এল এ দেশটায়!

তামাক

ভৈরবী—একতালা

তোমাতে যখন, ম'জে আমার মন,
তখনি ভুবন হয় সুধাময় ;
কলির জীব তরাতে, আবির্ভাব ধরাতে,
এ পোড়া বরাতে, টিকে গেলে হয়।

তুমি নিত্যবস্তু, সদা বর্তমান,
তুমি চিৎ, জীবনের চৈতন্য নিদান,
সদানন্দ, কর সদানন্দ দান,
(তুমি) প্রত্যক্ষ দেবতা সকল শাস্ত্রে কয়।

অম্বুরী, কি আলা, কড়া, মিঠে-কড়া,
সিগার নস্য, সুর্তি, নানারূপে গড়া,
রুচিভেদে সেবা, যে মূর্তি চায় যেবা,
সেইরূপে তারে দাও পদাশ্রয়।

গড়্গড়ি, কি ফর্সী, ডাবায় পত্রঠোসে,
হাতে, কিংবা বস্ত্র-আবরণে, কসে,
যখন লাগায় টান, সাধকের প্রাণ,
ভোলে সংসারজ্বালা, কত স্ফূর্তি হয়!

রাজ-দরবারে, কাছোরী মজলিসে,
সভা-সমিতিতে, বৈঠকে, সালিসে,
গল্পে, এয়ারকিতে, মাঠ ও মসজিদে,
তোমার সত্তা ভিন্ন সকল বাতিল হয়।

এক ছিলিম অন্তত, ভোরে উঠেই চাই,
নৈলে হয় না কোষ্ঠ, কত কষ্ট পাই,

আর ভোজনের পরে, ঘণ্টা খানেক ধরে
মাপ করুন, মৌতাতি, না টানলেই যে নয়!

আর বুদ্ধির গোড়ায়, তোমার ধোঁয়া না পৌছিলে,
বেরোয়নাকো মুসোবিদা, কি মুশকিল এ!
Idiom না জাগে, ফাঁকা-ফাঁকা লাগে,
হেঁয়ালি Problem-এর উদ্ধার শক্ত হয়।

কান্ত বলে, প্রমাণ লও না হাতে-হাতে
তামাক দিতে কসুর করলে চাকরটাতে ;
তাইতে হল মাটি, নৈলে বুঝলে খাঁটি,
(এই) গানটা হয়ে উঠ্‌তো যেমন হতে হয়।

পুরাতত্ত্ববিৎ

রাজা অশোকের কটা ছিল হাতি,
টোডরমল্লের কটা ছিল নাতি,
কালাপাহাড়ের কটা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

আকবর সাহা কাছা দিত কিনা,
নুরজাহানের কটা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

দণ্ডক কাননে ছিল কটা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ,
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

(মহম্মদ) গজনী খেতেন কি কি তরকারি,
সেটা জেনে রাখা কত দরকারি,
দুশো মাথা ছিল এক চরখারই,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

ব্রজ-গোপীগণ গণিয়া বিষাদ,
রুটি খেত, কিংবা খেত ডাল-ভাত,

প্রত্যহ ক-ফোঁটা হত অশ্রুপাত,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

ক-আঙুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়েতে ছিল কটা টিকটিকি,
গৌতম-সূত্রে রেশম-সূত্রে প্রভেদ কি কি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

কৃষ্ণের বাঁশিতে ছিল কটা ছ্যাঁদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কিনা গ্যাঁদা,
কোন্ মুখো হয়ে হয় লক্ষ্য বেঁধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

বাদশা হুমায়ুন কাট্‌ত কিনা টেঁড়ি,
Alexander খেতেন কিনা Sherry,
মীরাবাঈ, কানে পর্‌ত কিনা টেঁড়ি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

পেয়েছি একটা তাম্রশাসন,
ক্রতুর ক-খানা ছিল কুশাসন,
কবে হয় কুশের অন্নপ্রাশন,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।

এ মাথাটা ছিল বড়ই উর্বর,
বুঝিল না যত অসভ্য বর্বর!
এটা, আঁধার প্রত্ন-তত্ত্বের গহ্বর!
ইতিহাসামৃত-পায়ার, আমি পানীয় করেছি বাহির।

বাঙালের শ্যামা-সংগীত

মিশ্র-বিভাস—আড়-কাওয়ালী

তারা নাম কোর্‌তে কোর্‌তে জিব্বাডা আমার,
অ্যাক্কেকালে গ্যাছে আরাইয়্যা ;
গুরু যে কি মাথা কৈয়া দিল কানে,
ফেল্‌চি জন্মের মত হারাইয়া।

বৈস্যা বৈস্যা ক্যাবোল কর্‌ছি তারা নাম,
কি দোষ পাইয়্যা তারা হইয়্যা বস্‌চ বাম?

শোন কের্‌পামই, আমি যাইমু কৈ,
নিবি যদি পাও ছারাইয়্যা।

তারা বৈলা যারা পাও ধইর‍্যা থাকে,
তারা-তারা কইয়্যা, চক্ষু মুইদ্যা ডাকে,
দ্যাও দ্যাশেখানে, তারাইয়্যা।

ভাল মতে পরক্‌ কইর‍্যা দ্যাখলাম আমি,
বৈক্ষদ্যাশে পাথর বাঁইদ্যা বস্‌চ তুমি ;
এত কাঁদ্‌বার লাগ্‌চি, মাথা ভাঙাবার লাগ্‌চি,
দ্যাখ্‌বার লাগ্‌চ তুমি দারাইয়্যা!

বাঙালের বৈরাগ্য

মিশ্র-গৌরী—কাওয়ালী

চাইরদিকথনে, পাগ্‌লা, তরে ঘির‍্যা ধোর্‌চে পাপে ;
অ্যাহন মইষের সিঙ্গে গুত্তা মার্‌বো, বাচাইবো কোন্‌ বাপে?
(তোর) হইয়্যা গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্দ ;
মুখ ফিরাইচেন কৃষ্টচন্দ্র ;
(আর) তরে কি বাচাইয়্যা তুলবো, হরিনামের ছাপে?
(তুই) রাজা হৈয়্যা বোস্‌চস্‌ তক্তে,
নাইয়্যা উঠ্‌চস্‌ মানষের রক্তে,
(আর) থরথরাইয়্যা কাইপ্যা উঠ্‌চে, পিরাথিমি তর্‌ দাপে।
(ক) আজ ক্যান্‌ পাগ্‌লা দ্যাহে আগুন?
পুর‍্যা হইচস্‌ পোরা বাইগুন?
(ওই) ঘির‍্যা বোসচে শিয়াল সগুণ,
কোন্‌ বা দ্যাব্‌তার শাপে?

বুড়ো বাঙাল

[তাহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর প্রতি]

মিশ্র-সিন্ধু—ঝাঁপতাল

বাজার হুদ্দা কিন্যা আইন্যা, ঢাইল্যা দিচি পায় ;
তোমার লগে কেম্‌তে পারুম, হৈয়্যা উঠ্‌চে দায়।

আরসি দিচি, কাহুই দিচি, গাও মাজনের হাপান দিচি,
চুল বান্দনের ফিত্যা দিচি, আর কি দ্যাওন যায়?
বেলোয়ারি চুরি দিচি, পাছা-পাইর‍্যা কাপর দিচি,
পিরান দিচি, মজা কৈর‍্যা দিব্যার লাগ্‌চ গায়!
উলের হুতা দিচি অইন্যা, কিসের লাইগ্যা মন্‌ডা পাইন্যা?
ওজন কৈর‍্যা ব্যাবাক দিচি, পরান দিচি ফায়!
বুরা-বুরা কৈর‍্যা ক্যাবল, খ্যাপাইয়া ক্যান্ কোর্‌চ পাগল?
যহ্‌ন বিয়্যা কোর্‌চ, ফেল্‌বো ক্যাম্‌তে?
কৈয়্যা দ্যাও আমায়!

ঔদরিক

মনোহরসাই—গড়-খেম্‌টা

যদি, কুমড়োর মতো, চালে ধরে রত,
পানতোয়া শত-শত ;
আর, সরষের মতো, হত মিহিদানা,
বুঁদিয়া বুটের মতো!
(প্রতি বিঘা বিশ মন করে ফল্‌ত গো) ;
(আমি তুলে রাখিতাম) ; (বুঁদে মিহিদানা গোলা বেঁধে
আমি তুলে রাখিতাম) ;
(গোলা বেঁধে আমি তুলে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে)।
(গোলায় চাবি দিয়ে চাবি কাছে রাখিতাম, বেচ্‌তাম না হে)!
যদি তালের মতন হত ছ্যানাবড়া,
ধানের মতো চসি ;
(আমি বুনে যে দিতাম) ; (ধানের মতো ছড়িয়ে-
ছড়িয়ে বুনে যে দিতাম) ;
(চসি এক কাঠা দিলে, দশ মন হত বুনে যে দিতাম)!
আর, তরমুজ যদি, রসগোল্লা হত,
দেখে প্রাণ হত খুশি!
(আমি পাহারা দিতাম) ; (কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম)
(ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম) ;
(তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (বসে বসে
তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (সারা রাত
তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (খেঁকশিয়াল
আর চোর তাড়াতাম, পাহারা দিতাম)।

যেমন, সরোবর মাঝে, কমলের বনে,
কত-শত পদ্ম-পাতা,
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে, শত-শত লুচি,
যদি রেখে দিত ধাতা!
(আমি নেমে যে যেতাম) ; (ক্ষীর-সরোবর-ঘন-জলে আমি
নেমে যে যেতাম) ; (গামছা পরে নেমে যে যেতাম) ;
(একটু চিনি যে নিতাম) ; (সেই চিনি ফেলে দিয়ে
ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম) ; (আহা মেখে যে খেতাম!)
যদি, বিলিতি কুমড়ো হত লেডিকিনি,
পটোলের মতো পুলি ;
(আর) পায়েসের গঙ্গা বয়ে যেত, পান
কর্তাম দু-হাতে তুলি।
(আমি ডুবে যে যেতাম) ; (সেই সুধা-তরঙ্গে ডুবে যে যেতাম ;
(আর, বেশি কি বলব, গিন্নীর কথা ভুলে, ডুবে যে যেতাম) ;
আর উঠ্তাম না হে) ; (গিন্নী ডেকে ডেকে কেঁদে মর্‌ত,
তবু তো উঠ্তাম না হে) ; (গিন্নী হাতে ধরে কর্‌ত টানাটানি,
তবু উঠ্তাম না হে)।
সকলি তো হবে বিজ্ঞানের বলে,
নাহি অসম্ভব কর্ম ;
শুধু, এই খেদ, কান্ত আগে মরে যাবে,
(আর) হবে না মানব জন্ম।
(আর খেতে পাবে না) ; (কান্ত আর খেতে পাবে না) ;
(মানব জন্ম আর হবে না,—
খেতে পাবে না) ; (হয়তো, শিয়াল কি কুক্কুর হবে,
আর খেতে পাবে না) ; (আর সবাই খাবে গো তাকিয়ে
দেখবে, খেতে পাবে না) ; (ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে
রইবে, খেতে পাবে না) (সবাই তাড়াহুড়ো করে
খেদিয়ে দেবে গো, খেতে পাবে না)।

সার্থকতা

মহাবীর শিখ এক পথ বহি যায়,
পথ-পার্শ্বে কুষ্ঠরোগী পড়িয়া ধরায় ;
বেদনায় হতভাগ্য করিছে চিৎকার,
ক্ষত স্থান বহি তার পড়ে রক্তধার।
দেখিয়া বীরের মনে দয়া উপজিল,
শিরস্ত্রাণ খুলি তার ক্ষত বাঁধি দিল ;
শিরস্ত্রাণ কহে, "মাথে ছিলাম নগণ্য,
কুষ্ঠীর চরণে পড়ে হইলাম ধন্য।"

বিনয়

বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইল নগরে,
ছুটিল নগরবাসী জ্ঞান-লাভ-তরে ;
সুন্দর-গম্ভীর-মূর্তি, শান্ত-দরশন,
হেরি সবে ভক্তি ভরে বন্দিল চরণ।
সবে কহে, "শুনি, তুমি জ্ঞানী অতিশয়,
দু-একটি তত্ত্ব-কথা কহ মহাশয়।"
দার্শনিক বলে, "ভাই, কেন বল জ্ঞানী?
'কিছু যে জানি না', আমি এইমাত্র জানি।"

পরোপকার

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,

গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
কাষ্ঠ, দগ্ধ হয়ে, করে পরে অন্নদান,
স্বর্ণ করে নিজে রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত,
শস্য জন্মাইয়া, নাহি খায় জলধরে,
সাধুর ঐশ্বর্য শুধু পরহিত-তরে।

বংশগৌরব

নীচ বংশ বলে, ঘৃণা কোরো না কখন,
তার মধ্যে জন্মে কত অমূল্য রতন ;
কর্দমাক্ত পুকুরের অপেয় যে জল,
তার মাঝে ফুটে থাকে সুরভি কমল ;
উচ্চ বংশ দেখি, হেন ধারণা না হয়,—
শান্ত, ধীর, সুবিদ্বান, জনমে নিশ্চয় ;
বনিয়াদি বটবৃক্ষ, কত নাম তার,
অখাদ্য তাহার ফল, কাকের আহার!

চিত্রিত মানব

অর্থ আছে, কপর্দক নাহি করে ব্যয় ;
বিদ্যা আছে, কারো সনে কথা নাহি কয়
বুদ্ধি আছে, বসে থাকে কাজ নাহি করে
রূপ আছে, বদ্ধ থাকে গৃহের ভিতরে ;
শক্তি আছে, নাহি করে পর-উপকার,
তেজ আছে, দাঁড়াইয়া দেখে অবিচার ;
সে নর চিত্রিত এক ছবির মতন,
গতি নাই, বাক্য নাই, জড়, অচেতন।

অধমাধম

রাখে না নিজের তরে, সব দান করে,
'উত্তম' বলিয়া তার খ্যাতি চরাচরে ;
কিছু রাখে নিজ তরে, কিছু করে দান,
'মধ্যম' সে জন, তারো প্রচুর সম্মান।
দান নাই, সব যেই নিজ তরে রাখে,
'অধম' সে জন, সবে ঘৃণা করে তাকে।
নিজে নাহি ভোগ করে, না, দেয় অপরে,
বল দেখি, সেই জীব কোন্ সংজ্ঞা ধরে?

হিংসার ফল

পাখিরা আকাশে উড়ে, দেখিয়া, হিংসায়,
পিপীলিকা, বিধাতার কাছে পাখা চায় ;
বিধাতা দিলেন পাখা, দেখ তার ফল,—
আগুনে পুড়িয়া মরে পিপীলিকা-দল।
মানবের গীত শুনি, হিংসা উপজিল,
মশক, বিধির কাছে সুকণ্ঠ মাগিল ;
গীত-শক্তি দিল বিধি ; দেখ তার ফল,—
নর-করাঘাতে মরে মশক সকল।

স্বাধীনতার সুখ

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,—
"কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই ;
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা 'পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে।"
বাবুই হাসিয়া কহে, "সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায় ;
পাকা হোক, তবু ভাই, পরের ও বাসা ;
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা।"

দাম্ভিকের পরিচয়

গিরি কহে, "সিন্ধু, তব বিশাল শরীর,
আমার চরণে কেন লুটাইছ শির?
এ অভয়-পদে যদি লয়েছ শরণ,
কি প্রার্থনা, কহ আমি করিব পূরণ।"
সাগর হাসিয়া কহে, "আমি রত্নাকর,
আমার অভাব কিছু নাই, গিরিবর ;
তব পিতৃ-পিতামহ ডুবেছে এ নীরে,
সেই বার্তা দিতে আমি আসি ঘুরে ফিরে।"

ভাল মন্দ

এক কূল ভাঙে নদী, অন্য কূল গড়ে,
দূষিত বায়ুরে লয় উড়াইয়া ঝড়ে ;
তীব্র কালকূটে হয় শুদ্ধ রসায়ন ;
কাক করে কোকিলের সন্তান পালন ;
দংশে বটে, মধুচক্র গড়ে মধুকর ;
বজ্র হানে যদি, বারি ঢালে জলধর ;
সুখ-দুখ ভাল-মন্দ-জড়িত সংসার ;
অবিমিশ্র কিছু নাই সৃষ্ট বিধাতার।

মনোরাজ্যে জড়ের নিয়ম

পাপের টানেতে যদি, কোন (ও) উচ্চমতি,
ক্রমে নিম্নদিকে পায় অব্যাহত-গতি,
জড় জগতের চির-প্রথা-অনুসারে,
অধঃপতনের বেগ ক্রমে তার বাড়ে।
একবার নিচে যদি পড়ে যায় মন,
তারে ক্রমে উর্ধ্বে তোলা কঠিন কেমন,
জড় জগতের চির-প্রসিদ্ধ প্রথায়,
উর্ধ্বমুখে তার গতি শত বাধা পায়।

আপেক্ষিক তুলনা

সত্যের সমান বল নাহি ত্রিভুবনে,
সৎকার্য দানের তুল্য না হেরি নয়নে।
ঈশ-সেবা-সম নাই চিত্তের শোধক ;
পরপীড়া তুল্য নাই সদ্‌গতি-রোধক।
পর-উপকার-সম পুণ্য নাহি আর ;
পক্ষপাত-তুল্য আর নাহি অবিচার।
স্বাস্থ্য-হীনতার সম দুঃখ কিছু নাই ;
অবাধ্য পুত্রের সম নাহিকো বালাই।

পরিহাসের প্রতিফল

পরিহাস-ভরে নর কহে, "রে জোনাকি!
তিমির-বিনাশে চেষ্টা করিছিস নাকি?
কি আশ্চর্য! ভাগ্যে ওই আলোটুকু আছে,
তাই তোরে দেখা যায় অন্ধকার মাঝে ;
তোর পক্ষে, ক্ষুদ্রজীব, এই তো প্রচুর ;
তুই কি করিবি কীট, অন্ধকার দূর?"
জোনাকি বলিছে, "ভায়া, কিসের বড়াই?
তোমার দেহে তো আলো একটুও নাই!"

উচ্চ-নীচ

উড়িয়া মেঘের দেশে চিল কহে ডাকি—
"কি কর, চাতক ভায়া, ধূলি-মাঝে থাকি?
কোথায় উঠেছি, চেয়ে দেখ একবার,
এখানে আসিতে পার সাধ্য কি তোমার?"
চাতক কহিছে, "তবু নীচদৃষ্টি তব ;
সদা ভাব 'কার কিবা ছোঁ মারিয়া লব'।
মেঘবারি ভিন্ন, অন্য জল নাহি খাই,
তাই, আমি নিচে থেকে ঊর্ধ্ব মুখে চাই।"

দাম্ভিকের শিক্ষালাভ

সিংহ বলে, "কালোমেঘ, এস দেখি কাছে,
যুদ্ধ করে দেখি, কার কত বল আছে!
ক্রমাগত দূরে থেকে কর ডাকাডাকি,
সম্মুখসমরে, ভায়া, ভয় পাও নাকি?"
মেঘ বলে, "মৃত্যু ডেকে আনিস্ নির্বোধ?"
আমার শকতি কেবা করে প্রতিরোধ?"
অদূরে পড়িল বজ্র, সিংহ মূর্ছা যায় ;
মূর্ছাভঙ্গে, সভয়ে, মেঘের পানে চায়।

তুলনায় সুখদুঃখ

বসিয়া নদীর তীরে, চাহি নদীপানে
কাঁদিতেছে এক নারী অবসন্ন প্রাণে ;
পথিক জিজ্ঞাসে তারে শোকের কারণ,
নারী কহে, "ডুবে গেছে সন্তান-রতন।"
পান্থ বলে, "এক ছেলে গেছে কাঁদ তাই?
আমার দুঃখের বার্তা তোমারে শুনাই—
আট পুত্র চারি কন্যা, ডুবেছে এ নীরে ;
আমারে দেখিয়া, মাগো বাড়ি যাও ফিরে।"

দ্বাদশ দান

অন্নহীনে অন্নদান, বস্ত্র বস্ত্রহীনে,
তৃষাতুরে জলদান, ধর্ম ধর্ম-দীনে,
মূর্খজনে বিদ্যাদান, বিপন্নে আশ্রয়,
রোগীরে ঔষধদান, ভয়ার্তে অভয়,
গৃহহীনে গৃহদান, অন্ধেরে নয়ন,
পীড়িতে আরোগ্যদান, শোকার্তে সান্ত্বন ;—
স্বার্থ-শূন্য হয় যদি এ দ্বাদশ দান
স্বর্গের দেবতা নহে দাতার সমান।

উদার প্রতিশোধ

প্রভু-ভৃত্য দুইজনে নৌকা বহি যায়,
প্রবল বাতাসে তরী হল মগ্ন-প্রায় ;
ভার কমাইয়া, তরী রক্ষা করিবারে,
ভৃত্যে ফেলে দিল প্রভু তরঙ্গ-মাঝারে ;
অমনি ডুবিল নৌকা, প্রভু পড়ে জলে,
"ভয় নাই, আমি আছি" ভৃত্য ডেকে বলে ;
সাঁতার জানে না প্রভু, ক্ষুব্ধ মহাত্রাসে,
পৃষ্ঠে বহি, ভৃত্য তারে তীরে নিয়ে আসে।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

গঙ্গা-সাগরের স্নানে পুণ্য বাঞ্ছা করি,
মহামূল্য হীরকের অলঙ্কার পরি,
নামিলেন শেঠপত্নী সাগরের জলে,
অকস্মাৎ অলঙ্কার পড়ে গেল তলে ;
কাঁদি, শেঠপত্নী কহে, "তুমি রত্নাকর,
ভূষণ ফিরায়ে দেহ, করুণাসাগর!"
সিন্ধু কহে "সিন্ধু-পোতে উঠি তব স্বামী
দূরে যাক্, লক্ষগুণ ফিরে দিব আমি!"

অটল

এ সংসার, মায়াজাল করিয়া বিস্তার,
সাধুর ঘটাতে চায় চিত্তের বিকার ;
সাধু কিন্তু নাহি ভোলে সংসার-মায়ায়,
প্রকৃত পুণ্যের পথে সোজা চলে যায়।
মরু যথা, মরীচিকা-মায়া বিস্তারিয়া,
দিতে চায় উষ্ট্রের বিভ্রম জন্মাইয়া ;
উষ্ট্র কিন্তু সে মায়ায় ভোলে না কখন,
প্রকৃত জলের দিকে করে সে গমন।

কথার মূল্য

নিতান্ত দরিদ্র এক চাষীর নন্দন,
উত্তরাধিকার-স্বত্বে পায় বহু ধন ;
সে সংবাদ নিয়ে এল ব্যবহারজীবী,
বলে, "চাষী, এত পেলি, আমারে কি দিবি?"
চাষী বলে, "অর্ধভাগ দিব সুনিশ্চিয়।"
গণনায় অর্ধ অংশে কোটি মুদ্রা হয়,
সবে বলে, "কি দলিল? কেন দিতে যাস্?"
চাষী বলে, "কথা দিয়ে ফেলিয়াছি,—বাস্!"

অসাধুর সঙ্গ

সরল হৃদয় এক সাধু অকপট
হেরিয়া, করিল মৈত্রী, এক ধূর্ত শঠ ;
যুক্তি দিয়া, সাধুরে বিদেশে লয়ে যায়,
অতিথি হইল এক ধনীর বাসায়।
নিশায় করিয়া চুরি সেই দুষ্ট শঠ,
বহু অর্থ লয়ে দিল গোপনে চম্পট।
গৃহস্বামী প্রাতে উঠি, সাধুরে ধরিল,
চোর বলি বাঁধি, কত প্রহার করিল!

পরিণতি

নির্ভীক, স্বাধীন-চেতা, এক চিত্রকর,
আঁকিল শ্মশান-ভূমি, অতি ভয়ঙ্কর ;
একটি কপাল, আর অস্থি একখানি,
এক স্থানে দেখায়েছে, তুলি দিয়া টানি :
হেরিয়া দেশের রাজা বলে,, "চমৎকার!
কিন্তু এটা কার অস্থি? কপাল বা কার?"
চিত্রকর বলে, "অস্থি মম কুক্কুরের,
কপাল, পিতার তব, হে মত্ত কুবের!"

ক্ষমা

দশবিঘা ভুঁয়ে ছিল আশি মন ধান,
সারা বৎসরের আশা, কৃষকের প্রাণ,
খেয়ে গেছে প্রতিবাসী গোয়ালার গরু!
ক্ষেতগুলি পড়ে আছে, শ্মশান, কি মরু!
ক্ষেতের মালিক আর গরুর মালিক,
কেহই ছিল না বাড়ি, চাষা বলে, "ঠিক,—
আহার পাইয়া পথে, পরম-সন্তোষ,
গরু তো বোঝে না কিছু, ওদের কি দোষ?"

দয়া

মাতৃশ্রাদ্ধে নিজহাতে কাঙাল-বিদায়
করিছেন মহারাজ, প্রাচীন-প্রথায়।
লইয়া দু-আনা, আর চাল অর্ধসের,
ঘুরিয়া দুখিনী এক আসিয়াছে ফের।
দ্বারী ধরে লয়ে যায় রাজার সম্মুখে,
রাজা বলে, "এসেছিস্ ঘুরে কোন্ মুখে?"
দীনা কেঁদে বলে, "পাঁচ শিশু, রুগ্‌ণ স্বামী।"
রাজা বলে, "লক্ষ মুদ্রা তোরে দিব আমি।"

রূপ ও গুণ

প্রজাপতি বলে, "যূথি, তুই শুধু সাদা,
কেমনে বুঝিবি মোর রূপের মর্যাদা?
নানা বর্ণে মোর পাখা, কেমন রঞ্জিত!
রূপ হতে বিধি তোরে করেছে বঞ্চিত।"
যূথি বলে, "কিন্তু ভাই, রূপ কিছু নয়,
গুণের আদর দেখ চিরস্থায়ী হয়।
চিরদিন দিয়ে থাকি মধুর সৌরভ ;
বংশক্রমে আছে মোর গুণের গৌরব।"

উপযুক্ত কাল

শৈশবে সদুপদেশ যাহার না রোচে,
জীবনে তাহার কভু মূর্খতা না ঘোচে,
চৈত্র মাসে চাষ দিয়া না বোনে বৈশাখে,
কবে সেই হৈমন্তিক ধান্য পেয়ে থাকে?
সময় ছাড়িয়া দিয়া, করে পণ্ডশ্রম,
ফল চাহে, সেও, অতি নির্বোধ, অধম ;
খেয়া তরী চলে গেলে, বসে এসে তীরে,–
কিসে পার হবে, তরী না আসিলে ফিরে?

প্রাণীহিংসা ও পরপীড়া

সন্ন্যাসীরে দেখি, এক রাজপুত্র কহে,
"আহারের ক্লেশ তব হেরি প্রাণ দহে ;
মৎস্য, মাংস, দধি, দুগ্ধ, খাদ্যের প্রধান
তোমার কপালে কেন শাকান্ন বিধান?"
সন্ন্যাসী বলিছে, "জীবহিংসা নাহি করি.
এ কারণ মৎস্য-মাংস-আদি পরিহরি ;
গোবৎসে বঞ্চিয়া যারা দধি-দুগ্ধ খায়,
স্বার্থতরে পর-পীড়া তাহারা ঘটায়।"

নবমী-নিশীথ

খাম্বাজ—একতালা

নবমী-নিশায় নগর নীরব,
আনন্দ-সংগীত থেমে গেছে সব,
একটি পতাকা উড়ে না আকাশে,
বাজে না মঙ্গল-শঙ্খ।

কঠোর-কর্তব্য-পালন-নিরত
নবমী-শশীর কি বিষাদ-ব্রত!
ক্লিষ্ট, মলিন, অবসন্ন কত!
সুগভীর কি কলঙ্ক!

বিষাদ-তিমির মাথায় করিয়া,
মৌনী তরুগণ আছে দাঁড়াইয়া,
নাচে না ময়ূরী, মূক শ্যামা, শুক,
নিশাকাশে উড়ে কঙ্ক।

স্তব্ধ বিহগ গিয়েছে কুলায়,
শুষ্ক কুসুম লুঠিছে ধুলায়,
উষা-পরকাশে মা যাবে কৈলাসে,
প্রাণে-প্রাণে কি আতঙ্ক!

আনন্দময়ী মা নিরানন্দ করে,
যাবেন ভাবিতে গলিতাশ্রু ঝরে,
কান্ত বলে, জাগে মায়ের প্রসঙ্গে,
নগরবাসী—অসংখ্য।

মিউনিসিপাল ইলেকশন্‌

(১)

কালীপ্রসাদ দত্ত, ভারি বিচক্ষণ এম. এ.
ছুটেছেন রোদে, গেছেন বিলক্ষণ ঘেমে।
বপুখানি চৌহারা, (আর) জবড়জঙ্গ চেহারা,
ছুট্‌তে ছুট্‌তে কাপড় গেছে নাড়ির নীচে নেমে।
কাছা গিয়েছে খুলে, পা গিয়েছে ফুলে,
হাঁপ ছাড়বার অবকাশ নাই একটুখানি থেমে।

(২)

উক্তরূপে ছুট্‌তে থাকুন কালীপ্রসাদ দত্ত,
এই ফাঁকে নেয়া যাক তাঁর একটুখানি তত্ত্ব।
তিনি একজন বি. এল. ও আইনটা হাতের তেলো,
(যদিও তাতে আমাদের কি বেশি এল গেল),
কারণ নাই তাঁর পসার, আর বাজার যেমন কসার,
শেষ থাক্‌ত না দত্তর পো-র লাঞ্ছনা-দুর্দশার,
যদি না পেতেন সাহায্য তাঁর দয়াল শ্বশুর মশার।

(৩)

এই পরিচয়ের অন্তর্গত যে কালীপ্রসাদ দত্ত,
তিনি চলেছেন—যেন এক ঐরাবত মত্ত,
পায়ে বিলিতি বিনামা, গাড়ে বেড়ে একটি জামা,
নিজের উপার্জনের? না, না! শ্বশুরের প্রদত্ত।
আর এই দ্রুত গতিশীল জীবের,—নিঃসন্দ,
যদি শুঁকতে পেতেন বদন, ধ্রুব পেতেন মদের গন্ধ।

(৪)

Municipal election-এর meeting হবে কল্য,
এই আর কি দত্তের পো-কে কি এক ভূতে ধরলো

'ক্যানভাসিং'-এ পটু, ভারী দত্তের বটু,
কারুকে বলেন বাপু সোনা, কারুকে বলেন কটু।
আজ করিমবক্স হাজির বাড়ি গিয়ে হাজির
তার বড় চাচা ছিল নাকি জজের নায়েব নাজির,
আর সে নিজে হচ্ছে সম্বন্ধী, হেমাতুল্লা কাজির।

(৫)

করে গুরুতর ভোজন, কেবল কচ্ছিলেন হাই মোচন,
নল একটা মুখে দিয়ে দীর্ঘ দু-তিন যোজন,
আর পাখা নিয়ে ভুঁড়িটে হাজি কচ্ছিলেন ব্যজন।
ধরা কাঁপাতে কাঁপাতে, আর হাঁপাতে হাঁপাতে,
(হোঁচোট খেয়ে বড্ড ব্যথা লেগেছে বাঁ পাতে),
প্রবেশিলেন দত্তনন্দন যেন এক "হাবাতে"।

(৬)

হঠাৎ গৃহমধ্যে বুঝে দত্তজির সত্তা,
চম্‌কে উঠে বলে হাজি, "একি বাবুজি, কত্তা,
আদাব! ব্যাপারটা কি? খেপে উঠলেন নাকি?
পায়ে মনটেক ধুলো, আর এই দুপুরে রোদ,
এমন সময় হাজির স্বয়ং হজরত খোদ।"
দিয়ে প্রতিসেলাম, দত্ত বলেন, "গেলাম,
(হায়) মিউনিসিপ্যালিটির বন্দোবস্তে কতই হোঁচট খেলাম,
বাপ্‌রে কি রাস্তা, একেবারে নাস্তা-
নাবুদ হয়ে গেছি এমনি পচা সড়ক,
ঝাঁঝাঁ করে ঘুরছে মাথা, উঠেছি যেন চড়ক।"

(৭)

ক্রমে হাঁপ ছেড়ে, আসল কথা পেড়ে,
(আগে) বল্লেন, "হাজি সাহেব, আপনার দাড়িটি বেড়ে",
আর যদিও পেয়েছি খবর, হাজি বেজাই জবর
কালো, কিন্তু দত্ত তখন দেখেন চশমা দিয়ে,
নির্ভাজ দুধে-আলতা, কালো রংটা কেটে গিয়ে।

(৮)

(তার পর) বেশ ধীরে-ধীরে, ওস্তাদি ফিকিরে,
আপন উদ্দেশ্য দিলেন বুঝিয়ে হাজিরে।
অর্থাৎ এই তো কথা মোট, যে করে সবাই জোট,

দত্তজির কমিশনারিতে দিতে হচ্ছে ভোট।
হয়ে যাবে,—এই দশমুদ্রা হাজির জল খেতে ;
(হাজি) হাস্যমুখে চাক্তি কটি নিলেন হাত পেতে।

(৯)

তখন হেসে বলেন হাজি, "বাবু, আমি তো খুব রাজি
আপনার লাগি ভোট সংগ্রহে বেরোবো আমি আজই,
করবেননাকো চিন্তে, আমায় পারেননি চিনতে,
আরে খোদাতাল্লা, আপনার সাথে করে পাল্লা?
দেখ্‌বেন কাল সভাতে কি কাণ্ড করেন আল্লা,
আর দুপুর রোদে বাড়ি-বাড়ি করবেন-নাকো হল্লা।"

(১০)

যদিও শুনে হাজির কথা কতকটা কম্‌ল পায়ের ব্যথা,
দত্তনন্দন হলেন না নিঃসন্দ সর্বথা।
ওখান থেকে উঠে পাড়ার সকল বাড়ি খুঁটে,
পায়ে ধুলো গায়ে ঘর্ম বেড়ান দ্রুত ছুটে।

(১১)

তিলিপুত্র নফরা, আব হাড়ির নন্দন গোবরা,
পুলিন ঘোষ, আর মিছু তাঁতি, নদেরচাঁদ কুমোর,
জয়চন্দ্র সাহা, আর কলুপুত্র উমোর,
বড়মিয়া চামার, আর ঝাড়ুলাল কামার,
আরো কত আছে তত মনে না'ইকো আমার!

(১২)

বাড়ি বাড়ি গিয়ে, দত্ত প্রবোধিয়ে,
আরো তাদের দেন আপন উদ্দেশ্য বুঝিয়ে,
পরে বলেন, "কাল্‌কে হবে মস্ত একটা সভা,
গিয়ে, 'আমরা দত্তজিকে চাই' এই কথাটি কবা।
তোমাদের পাড়ায় যে সব পথ আছে নেহাৎ বদ,
নূতন করে বাঁধিয়ে দেব পুরোনো করে রদ।
পুকুর কেটে দেব আর দিয়ে দেব কুয়ো,
আর পাইখানাতে থাকবেনাকো, একটুখানি—য়ো।"

(১৩)

পরদিন হল সভা, কি কব তার শোভা,
পুঁথি বাড়ে, পাঠক ম'শার সঙ্গে করি রফা,

নানা রকম মানুষ আর নানা রকম জাতি,
নানা রকম কাপড়চোপড় নান রকম ছাতি,
নানা রকম মাথা আর নানা রকম কথা,
নান রকম গণ্ডগোল ; এই সকলের সমষ্টি,
অর্থ যোগফলে, হল সে মহতী সভার সৃষ্টি।

(১৪)

এক কোণে হাজি সাহেব বসে তামাক খাচ্ছেন,
আর উৎকণ্ঠিত দত্ত প্রভুর বদনপানে চাচ্ছেন।
অমনি একমুখে সবাই বল্লে, "হাজি সাহেবকে চাই",
দত্তপুত্রের নামগন্ধ কারো মুখে নাই।
শুনে তো দত্তজি,
ভাবেন প্রাণ ত্যজি ;
"মজালেরে ব্যাটা আজি, বিশ্বাসঘাতক, নচ্ছার।
আর নয়—কি সর্বনাশ! পালাই শিগ্‌গির পথ ছাড়্!

(১৫)

হাজি বলেন, "কোথা যান্, আরে শুনুন দত্ত মশাই,
আপনার মতো বুদ্ধিমানের এমনিতর দশাই।"
দত্ত বলেন, "হাজি,
তুমি অতি পাজি,
টাকা দশটা না দিলে প্রাণটা যাবে আজই।"
ঘুষোঘুষির আকার দেখে পড়ে মাঝামাঝি,
সবাই দেয় থামিয়ে,
দত্তকে দেয় নামিয়ে,
সিঁড়ি দিয়ে এইমাত্র খবর পেলাম আমি এ!

কেরানি-জীবন

টাকাটি ভাঙালে, দু-দণ্ডের বেশি
পয়সা বাক্সে থাকে না ;
মাসের দোসরা, মুদি ও কাপুড়ে
আধ্‌লাটি বাকি রাখে না।
সপ্তাহ গত না হতেই, যায়
মাইনেটি সোজা উড়িয়া ,

আর চিৎ হাত কেহ উপুড় করে না,
মরি যদি মাথা খুঁড়িয়া।

আর কটা দিন মাসের যা থাকে
চালাইতে হয় বাকিতে ;
দুনিয়ার মধু-ভ্রূকুটি দেখিয়া
জল আসে পোড়া আঁখিতে।
এ-মাসে গোয়ালা শোধ হলনাকো
দিব এই মাস কাবারে,
গোয়ালা বলিছে, "তা কি হয়, বাবু?
অত দেরি, ওরে বাবারে।"

কলু বলে, "বাবু, তেলের দামটা
চুকাইয়া দিলে হয় না?"
স্যাকরা বলিছে, "টাকা নাই, তবে
কেন মাগ্ চায় গয়না?"
ঊর্ধ্ব-সপ্তপুরুষের মুখে
দিয়া নানাবিধ খাদ্য,
সেই করে যায় পিতৃলোকের
বিবিধ মাসিক শ্রাদ্ধ!

জ্যেষ্ঠপুত্র বাকি করে কার
মেঠাই খেয়েছে লুকিয়ে ;
ওঠে না সে তার সাড়ে তেরো আনা
তখনি না দিলে চুকিয়ে।
আজকে নেহাৎ নাচার ভায়া হে
হস্ত নেহাৎ রিক্ত ;
সে বলে, "মেঠাই খেতে বেশ লাগে
দাম দেওয়াটাই তিক্ত!"
খোকার জ্বর, সে বার্লি খায় না,
ওষুধ খায় না খুকীটে,
মারিয়া ধরিয়া খাওয়াইতে হবে
আমারি ঘাড়ে সে ঝুঁকিটে।
খেটেখুটে এসে মনে মনে ভাবি
আজকে বড্ড রাগ্‌ব ;
রেতে দুটো খেয়ে চক্ষু মুদেছি,
খোকা বলে "বাবা—বো"।

এটা ঘুমাইলে ওটা জেগে বসে,
অকারণে জোড়ে কান্না ;
তবু তাহাদের শাসনের হেতু
গিন্নী খুঁজিয়া পান না।
বড় ছেলেটা তো প্রায়শ আসেন
ইস্কুল থেকে পালিয়ে ;
টেরিও কাটেন, সিগারেটও খান
বাপের হাড়টি জ্বালিয়ে।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পেয়েছেন তিনি
কায়েমী মৌরসী পাট্টা ;
আমার শাসন, শিক্ষকের গালি,
সকলই তাঁহার ঠাট্টা ;
নেহাৎ নাচার হইয়া, চড়টা
দিলে, কি কানটা মলিলে ;
"আহা কি নিঠুর" বলিয়া গিন্নী
ভাসেন নয়ন-সলিলে।

মাতৃস্নেহের মাত্রা যেদিন
বেড়ে উঠে অতিরিক্ত ;
আঁখিজলে আমি ভিজি বা না ভিজি
উপাধান হয় সিক্ত।
হঠাৎ যেদিন অভিমান উঠে
রোষের মূর্তি ধরিয়া,
ভীম উর্মিমালে উথলে
নয়ন-সলিল দরিয়া।

বিদ্যুৎবেগে মুখের সামনে
নাড়িয়া কোমল হস্ত,
বলেন, "আ মরি বিদ্যায় তুমি
নিজেও পণ্ডিত মস্ত!
তোমারি তো ছেলে, গাধার পুত্র
বৃহস্পতি হবে না কি গো,
তোমার বাপ্‌কে ফাঁকি দিয়েছিল
ও দেয় তোমারে ফাঁকি গো।"

বাসার ভাড়াটি দু-মাসের বাকি,
জমিদার অসহিষ্ণু ;

তাগাদা করিছে দু-বেলা, বলিনে
গঙ্গা, রাম কি বিষ্ণু।
সন্ধ্যায় ফিরি কাছারী হইতে
খুলি কাছারির পোশাক ;
বাইরে আসিয়ে দেখি বসে আছে
চুনিলাল দেব বসাক।

তামাকটি সেজে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ
টানি আর জুড়ি গল্প,
দিবসের সেই শুভ মুহূর্তে
বেচে থাক কোটি কল্প
কাছারিতে খাই সাহেবের গালি
বাড়িতে গিন্নী খাপ্পা ;
(এই) উভয় সঙ্কট মাঝে আছে এক
পরম বন্ধু ডাব্বা।

অন্দর হতে মেয়ে এনে দেয়
তেল নুন মুড়ি লঙ্কা ;
বলি, "দেব ভায়া, কলেরার দিনে
লুচি খেতে হয় শঙ্কা।
নইলে আমার ঘরে করা লুচি
রোজ হয় জলখাবার,
হিসেবী গিন্নী খাইয়ে খাইয়ে
করে দিলে সব কাবার
খাবার কষ্ট বুঝলে ভায়া হে,
সহ্য হয় না মোটেই,
(আর) নেহাৎ পক্ষে রোজ দুটো টাকা
উপরি,—বুঝলে? জোটেই।"
"দেব বাবুদের পান এনে দাও
যাও তো লক্ষ্মী ভেতরে ;"
বলিয়া মেয়েকে পাঠাই, গিন্নী
বলেন, "পাঠালে কে তোরে?

সাত দিন হল এনে দিয়েছিল
এক পয়কার সুপুরি,
বাইরে বসিয়া নবাবি হচ্ছে
রোজ দুটো টাকা উপুরি।

বল্‌গে মায়ের হাত জোড়া আছে
পান তো দেবার জো নেই ;”
শুনতে পেয়েও কিছু শুনিনে
চেপে রাখি মনে মনেই।

দূরদেশাগত বাল্যবন্ধু
যদি কেহ আসে বাসাতে ;
কিছু না শুনিয়া সে অমৃতবাণী
পারে না সে কভু পাশাতে।
উচ্চকণ্ঠে বলেন গিন্নী
“মরণ আর কি আমার ;
ধানের গোলা যে দিয়েছ বাড়িতে,
প্রচুর জোত ও খামার।

যত রাজ্যের ভবঘুরে
জোটে গো তোমার বাসায় ;
অন্নসত্র খুলে বসে আছি
স্বর্গে যাবার আশায়।”
শুনে তো বন্ধু এক বেলা থেকে
ও বেলা থাকিতে চান না ;
“ষাঁড়ের মতন চেঁচিয়ো না” যেই
বলেছি, অমনি কান্না।

“মা গো বাবা গো দেখে যাও” বলে
সটান মেজেতে লম্বা ;
সে রেতের মতো হয়ে গেল ঐ
আহার অষ্টরম্ভা।
মেজাজ বিগড়ে না গেলে অবশ্য
তিনিই দু-বেলা রাঁধেন ;
(আর) “রাঁধতে রাঁধতে হাড় জ্বলে গেল”
বলে মাঝে মাঝে কাঁদেন।

“তোমাদের তবু মাঝে-মাঝে আছে
পরবে পরবে ছুটিটে ;
আমার কামাই এক বেলা নাই
কারো ভাত কারো রুটিটে।”

*　　*　　*

যদি বা অনেক সাধ্য-সাধনে
ঘুমায় সখের সেনানী ;
শুরু হয় সেই করুণ-কঠোর,
গিন্নীর ভ্যান্‌ভ্যানানি।

যদিও সংসার থেকে নিতে হয়
সুখ ও দুঃখের বখরা ;
তবু, হা কপাল, ঘুমাইয়া পড়ি
জবাব দিলেই ঝগড়া।
জেগে দেখি, আমি ঘুমিয়ে রয়েছি,
এত কলরবে জাগিনি ;
এখনো বাজিছে জলতরঙ্গ
নাসিকায়,—খট্‌ রাগিণী।

"কত দিন হল দিতে চেয়েছিলে
একটা ইহুদি মাকড়ি ;
কতই বা দাম, তাও তো হল না
হায় রে শখের চাকরি!"

* * *

ছেলেগুলো সব স্বনামধন্য
"মুণকে রঘুর বাচ্চা,"
ডাল ভাত লুচি রুটি তরকারি
যত দাও তাই, "আচ্ছা"।

দিনে রেতে হয় ভোজন তাঁদের
গড়ে অন্তত চারবার ;
এই কারবারে জেরবার করে
ফিকির করেছে মারবার।
হাতে পায়ে কিছু ছোট বড়, কিন্তু
উদর-গহ্বরে সমতা ;
গরিব নাচার বাবা বলে, নাই
ভোজনের বেলা মমতা।

পুত্রগণের ঔদরিকতা
পিতার জীবনচরিতে
যদিও একটু কেমন দেখায়,
লিখিতে কিম্বা পড়িতে।

কিন্তু তোমরা এতটা পড়িয়া
বুঝিতে পারনি পাঠক,
(যে) এখন আমার থাকিবার স্থান
সটান পাগলা ফাটক?

শ্বশুর কিম্বা ভগিনীর পতি
কেহ নাই মোর আপিসে
নিজের কিম্বা পিতার শ্যালক,
না খুড়ো, না জ্যাঠা, না পিসে।
সুতরাং আর motion দিবে কে?
inertia-র law জান?
(আর) নিজেরো একটু tact থাকা চাই
কর্তৃনিচয় ভজানো।

নতুবা যেখানে আছ, রয়ে গেলে,—
পাহাড় কিম্বা বৃক্ষ ;
চরণের নীচে সব মাটি, আর
উপরে অন্তরীক্ষ।
এত গিরি তুমি চূর্ণ করেছ,
"কেরানিগিরি"টে রাখিবে?
হে বিধি, তোমার শক্তির সুযশে,
কলঙ্কের কালি মাখিবে?

আমাদের দেশ

বুকের পাশে বাহু গুটিয়ে ঝাঁকড়া চুলটি নেড়ে,
কড়মড়িয়ে দন্তপাতি আর মালেকোচ্ছা মেরে ;
কিষন সিং তো মাগ্নে তিনটে তের গজি লম্ফ,
ব্যাপার শক্ত দেখে হল সবারি হৃৎকম্প।
কিষন বলে, "কাহ্নাইয়ারে. কুস্তি লড়ি আও" ;
কানাই বলে, "হেরে যাব", সবাই বলে, "যাও"।

তারপর কানাই যখন সিংহের চুলের মুঠো ধরে,
ধপাস্ করে ফেলে, বস্‌ল বুকের উপর চড়ে ;
সিংহ বলে, "বাত শুনরে, জলদি ছোড়্দে ভাই :
আগাড়ি হাম বোলা ঘরমে ভাগ যাবে কানাই।"

কানাই বলে, "সিপাই দাদা জপ ইষ্ট নাম",
সিংহ বলে, "কভি সেকোগে নেই—ছোড়দে রাম।"

"গবাদি ও কুক্কুটমাংস-দর্শন-স্পর্শন-ঘ্রাণ
পাচন-ভোজন-নিবারণী" সভায়, নিষ্ঠাবান্
যত আর্কফলা জুটে একদিন তুল্লেন বেজায় তর্ক,
কি কি দোষে শাস্ত্রদুষ্ট বন্য-কুক্কুটবর্গ।
আর তারি সঙ্গে সুপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন উঠ্‌ল ঠেলে,
পোড়াবে কি পুঁতে রাখবে পাঁচবছরের ছেলে।
স্মৃতি-কিরীটোজ্জ্বল মাণিক্যোপাধিক জনৈক স্মার্ত,
সিদ্ধান্তরূপ সমরক্ষেত্রে গাণ্ডীবধারী পার্থ,
বীরদর্পে সভা কাঁপিয়ে হইলেন সভাস্থ,
কিন্তু ঘনরাম শর্মার শিষ্যের কাছে বিচারে পরাস্ত।
হাসির আধিক্য দেখে মাণিক্য তাতেই দিলেন যোগ,
"আমার সঙ্গে শিশুর বিচার—হা হা কর্মভোগ!"

নিবারণ চন্দ্র মাইতি Public Speech-এ ধুরন্ধর,
মর্ত্য-স্বর্গে মানব-দেবের মধ্যে পুরন্দর,
"এম.এ., বি.এল., এ ডবল এস্" উপাধি মণ্ডিত,
হাল আইনের সিডিশনের ধারাতে দণ্ডিত।
একদা এক রাজনৈতিক সভার মধ্যস্থলে
দাঁড়ালেন, বক্তৃতার বিষয় "যৌবন কারে বলে"।
"Gentelman and Friends" বলে অম্‌নি গেল আটকে,
বক্তাকে কেউ দিলে যেন হঠাৎ ফাঁশিকাঠে লটকে।
'Hear Hear' cheers, clapping উঠলো হাসির রোল,
চতুর্দিকে পড়ে গেল সে বক্তৃতার ঢোল।
বাড়ি গিয়ে গিন্নীর কাছে বলেন মাইতি হেসে,
আজকের যেমন brilliant success এমন হয়নি এদেশে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়*

কোনও কথা ভায়া, মুখের উপর সাহস হয় না বলিতে,
সম্ভ্রম রেখে চলা ভারি দায়, এই হতভাগা কলিতে।

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।

সহিতে না পেরে দু-একটা কথা, কদাচিৎ লিখি কাগজে,
নলিন নয়ন বুলায়ে তাও তো পড় না, শুনেই রাগো যে।
যে কথাটা ভায়া, আমরা বলিলে মুখ খিঁচে বল, 'তিক্ত',
সে কথাটি যদি এদেশের কোনো হোমরা চোমরা লিখ্‌ত,
মিষ্টতা তার বেড়ে যেত কত, আস্বাদ হত মধুর,
কজন তোমরা হিতকথা শোন রাম, শ্যাম, হরি, যদুর?
কি কি পড়া আছে ন্যায়বাগীশের খবর নিলে না মোটে,
ছেঁড়া চটি পায়, নামাবলী গায়, টিকি দেখে গেলে চটে।

সে যে তোমা হতে কত মিতাচারী, সংযমী সে যে কতটা ;
সে যে তোমা হতে তত বোকা নয়, তুমি মনে কর যতটা ;
বিলাসিতা তারে মজায়নি, কত সামান্য অভাব,
একটি পয়সা দাও না তাহারে, তুমি তো মস্ত নবাব!
কথাটি বলিলে খেঁকি মেরে ওঠ, যেন এক ক্ষেপাকুকুর,
"দোসরা জায়গা দেখে নাও, হেথা কিছু হবে না ঠাকুর।"

সে যে বলে গেল কি সব হেতুতে হিন্দুর ধর্ম শ্রেষ্ঠ,
কোনো অপরাধ করেনি তো তারা হিঁদুর পুরোনো 'কেষ্ট'।
ভালো বলিলেই কিছু দিতে হয়, অতএব সব প্রলাপ,
ওই মধুময় ধমকানি খেয়ে পাছে হয় তার জোলাপ,
থতমত খেয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে পলাইয়া বাঁচে ব্রাহ্মণ ;
পথে গিয়ে ভাবে, "এত বড় নাম, রায় বাহাদুর রাম-মো'ন"।

ভারতের ভবিষ্যৎ সমস্যা

সম্পাদক ভায়া!

সব 'ভূত'গুলো যদি নিজের মতন ঠিক দেখি,
তবে হয় শাস্ত্র মেনে চলা,
আমি অহিফেনসেবী, 'দুনিয়ায় সব নেশাখোর',
বলিলেও টিপে ধরে গলা।
অহিফেনাভাবে যদি আমার স্বভাব নষ্ট হয়,
লই তব গোচর্ম পাদুকা,
তবে আমি চোর, আর তোমাকেও যদি তাই বলি,
তুমি পৃষ্ঠে বসাইবে দু-ঘা।

সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি সুতরাং হয় না সুবিধে,
নিজের বিপদ তাতে বাড়ে,
আমি চোর, তুমি চোর, রাম, শ্যাম, যদু, হরি চোর,
বলিলে কি তারা মোরে ছাড়ে?
ভেবে দেখ, সম্পাদক, (তোমরা তো বহুদর্শী খুব)
নিজে দোষী, নাহি কোনো জ্বালা,
"সেই দোষ অপরেও বর্তমান" বলা মাত্র, দাদা,
প্রত্যুত্তরে কি পাইব?— "—"!

সুতরাং চক্ষু মুদে বা খুশিতে অহিফেন খাই,
দুনিয়ায় যা হইতেছে হোক ;
রাজ্যের খবর দিয়ে তোমরাই শান্তি ভঙ্গ কর,
তোমরাই অনিষ্টকারী লোক।
ভারতের বর্তমান, গোলমেলে রকম হেঁয়ালি,
জটিল ও দুর্বোধ্য স্বীকার্য ;
একথাও ঠিক বটে, দু-চারটে চোরা মার শুধু,
বাধা দেয় ভবিষ্যের কার্য।

ও পথটা ভালো নয়, এ তো ভায়া সকলেই জানে,
ওটা নষ্টবুদ্ধির লক্ষণ,
যেটুকু লাভের গুড়, ক্ষেপা দল ওটা থেকে চায়,
পিপীড়ায় করে তা ভক্ষণ।
স্থির-ধীর চিত্তে যারা, দেশের কল্যাণ বাঞ্ছা করে,
উষ্ণ নয়, মাথা খুব ঠাণ্ডা,
তারা বলিতেছে, 'ওই চোরা মার করিবে প্রসব,
তুরঙ্গের বড় বড় আণ্ডা।'

এটা বেশ স্পষ্ট কথা, ক্ষেপাদল চেনে নাই পথ,
খামখা করিছে জীবক্ষয়,
শীতল মস্তিষ্ক ভেদি দেখা দিল যে সব প্রবন্ধ,
সকলেই এক কথা কয়।
কিন্তু ভায়া পথ কোথা, এ কথা বলে না পণ্ডিতেরা,
কোন্ পথে গেলে ভালো হবে,
প্রবন্ধ জন্মার পূর্বে সমস্যা যেমন শক্ত ছিল,
তেমনি রহিয়া গেছে ভবে।

আফিম-প্রসাদে আমি, সদ্‌গুরু কমলাকান্ত দেবে,
হৃদে আমি করিয়া বরণ,

এ পথের পাইয়াছি সম্যক ও সুস্পষ্ট সন্ধান,
ঘুচে গেছে অন্ধ আবরণ।
তবে কিনা, সে পথটা তোমরা ভাবছ খুব সোজা,
সরল রেখার মতো প্রায়,
পরিষ্কার, সমতল, সুপ্রশস্ত, নিরাপদ খুব,
চোখ বুজে চলে যাওয়া যায়।

ওইখানে এতটুকু মতদ্বৈধ হবে মোর সনে,
পথ ঠিক ও রকম নহে,
পুরাতন-জটিলত্ব-পূর্ণ এই ভারতবরষ,
পথ সোজা, কোন্ মুর্খ কহে?
দণ্ডক-খাণ্ডব-আদি মহারণ্য পরিপূর্ণ স্থান,
হেথাকার সমস্যা কি সোজা?
সে অরণ্যে বসে-বসে মুনিরা যা লিখে গেছে, তাহা,
চট করে যায় বুঝি বোঝা?

এ দেশের পথঘাট চিরদিন জটিল দুর্গম,
বিদেশীরা সব পথহারা,
এসে এ গহন মাঝে, একেবারে পথ ভুলে যায়,
দেশে আর নাহি ফিরে তারা।
গুরুর দপ্তর খুলে পড়িলাম পুরাণ, সংহিতা,
যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, মনু,
বাদার্থ, অমরকোষ, কাশীখণ্ড, চৈতন্যমঙ্গল,
'হুতোম' ও 'লয়লা মজনু'।

খুঁজে-খুঁজে হয়রান, ভারতের পথ-বিবরণ,
বলে নাই কোনো গ্রন্থকার,
তীব্রজ্ঞানালোকপূর্ণ গ্রন্থগুলি পড়িতে পড়িতে,
দেখিতে লাগিনু অন্ধকার।
এমন সময়ে গুরু আবির্ভূত, অহিফেন-ধূমে,
আবরিয়া বিগ্রহ উজল,
শিশুশিক্ষা খুলে দেয়, দ্বিতীয় ভাগের য-ফলাতে,
ভাষা তাঁর সুস্পষ্ট, সরল।

"পাঠ্য পুঁথি পাঠ কর, জাড্য দোষ দূর কর" ভায়া,
"আঢ্য লোক সুখে থাকে" আর,
এই তো আসল পথ—নব্যশিক্ষিতের মাথা হতে,
মদনের মাথা পরিষ্কার।

ভারত-মঙ্গল-হেতু পথবার্তা দিলাম কহিয়া,
হোক সর্বজীবের মঙ্গল,
অহিফেন ফুরায়েছে পাঠাইয়ো, প্রিয় সম্পাদক,
কালিকার নাহিকো সম্বল।

পরিণয় মঙ্গল*

বৎসে!
নির্মল মধুর নিশীথিনী,
আজ তব শুভ পরিণয়
শশধর এনেছে কৌমুদী,
ফুলমধু এনেছে মলয় ;

হাসি মুখে এনেছে কুসুম,
সুপবিত্র সুষমাসৌরভ,
কোটি, দীপ্ত, সুমঙ্গল গ্রহ,
আনিয়াছে আলোক-গৌরব ;

যার আছে যেটুকু সম্পদ,
তাই সে এনেছে তোর তরে ;
মূর্তিমতী প্রকৃতি জননী,
দাঁড়াইল উৎসব-বাসরে ;

আমি আজ কি দিব তোমারে,
সুচরিতে! নয়নের মণি ;
দুটি কথা কবিতায় গাঁথা,
শুভদিনে শুভাশিস ধ্বনি।

বুদ্ধিমতী সরলা বালিকা,
পারিজাত-পরিমল-রাশি,
আলো করে ছিল গৃহাঙ্গন,
তোর ওই শান্ত-শুভ্র হাসি।

কোন্ শুভ-লগনে ধরায়,
ফুটেছিলি স্বরগের ফুল ;

* অংশবিশেষ—সম্পাদক।

ছড়াইয়া প্রীতি-পরিমল,
করেছিলি হৃদয় আকুল ;

আজ তোরে জন্ম-বৃন্ত হতে
তুলে নিয়ে যাবে মা কোথায়,
মনে হয় বৃন্ত-চ্যুত ফুল
স্নেহবারি পেলেও শুকায়।

পুষ্পহারা বৃন্তের মতন,
সে নিকুঞ্জ রহিবে পড়িয়া ;
বিফল আগ্রহ লয়ে স্নেহ,
নিরাশায় পড়িবে ঝরিয়া ;

তবু এ যে নিয়তির লেখা,
ছেড়ে যেতে হবে পিতৃবাস,
আমাদের কথা ভেবে যেন,
ফেলো না, মা, দুখের নিঃশ্বাস!

রমণীর পতিই দেবতা,
পতিগৃহ অনন্ত আশ্রয় ;
প্রেমময় বিধাতার বরে,
শুভ হোক নব পরিচয়।

সদানন্দময়ী মা আমার,
সুখাশান্তি নিয়ে যাও সাথে ;
সোনা হয়ে ওঠে যেন সব,
ও সোনার হাত দিবে যাতে।

ভক্তি প্রীতি সরলতা দিয়া,
আপনার করে নিয়ো সবে ;
হেথাকার নাম ঘুচে যেন,
"লক্ষ্মী-বউ" নাম রটে ভবে।

অবিতর্কে করিবে সর্বদা,
গুরুজন নির্দেশ পালন ;
মিষ্টভাষে তুষিবে সকলে
করিবে মধুর আলাপন।

গৃহকার্য জান, মা, সকলি,
তবু না করিয়ো অহঙ্কার,

রমণীর সগর্ব বচন,
জ্যোতিঃ মাঝে আনে অন্ধকার

প্রীতি রাখ নয়নের কোণে,
হৃদয়ে যতনে রাখ লাজ ;
স্বর্ণভূষা তুচ্ছ তার কাছে,
আছে যার শরমের সাজ ;

লক্ষ্য করি স্বামীর চরণ,
চালাইবে জীবন-তরণী,
ওই ধ্রুবতারা পানে চাহি
লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ো না রমণী।

সুখে-দুখে, হরষে-রোদনে,
চিরসাথী, সম্পদে, বিপদে ;
ইহ-পরকালের সহায়,
মতি রেখ, তাঁহার শ্রীপদে ;

কথাগুলি গেঁথে রাখ প্রাণে,
কোনো মতে নাহি হয় ভুল।
উথলিয়া উঠিবে সম্পদ,
কখনো হবে না অপ্রতুল।

শিরে ধর স্নেহ-আশীর্বাদ,
বিদায়ের অশ্রুজলমাখা,
সিন্দুর অক্ষয় হোক্ মাথে,
আজীবন হাতে রোক্ শাঁখা।

অনন্তমূর্তি

ললিত—বিভাষ—একতালা

আমি চাহি না ওরূপ, মৃত্তিকার স্তূপ,
আমার মায়ের কভু ও মুরতি নয় ;

কোন্ কুম্ভকারে গড়ে দিবে তারে?
ইঙ্গিত-মাত্র যার সৃষ্টি, স্থিতি, লয়।

কোটি কোটি নিষ্কলঙ্ক শরদিন্দু,
যার মুখের লাবণ্য পেয়েছি একবিন্দু,
নয়ন-কোণে যার কোটি সবিতার
পূর্ণ-আবির্ভাব নিরন্তর রয় ;

শ্রীপদনখরে,—এক আকাশের নয়,—
সহস্র গগনের নক্ষত্র-নিচয় ;
প্রতি রোম-কূপে, কোটি জগৎরূপে,
মায়ের অসীম সৃষ্টি প্রতিভাত হয়!

নিখিল জগতের সমগ্র-চপলা,
স্নিগ্ধ-সমুজ্জ্বল-প্রশান্ত-অচলা,
মোহধ্বান্ত-নাশী, মায়ের মধুর হাসি,
অসীম-স্নেহ-দয়া-ক্ষমামৃতময় ;

সংখ্যাতীত পদে ফেরেন দ্বার দ্বার,
সংখ্যাতীত করে বিতরেন উদ্ধার,
জীবের দুঃখে কাঁদি, যত্নে দেন মা বাঁধি
আশীর্বাদের রক্ষা-কবচ, বরাভয়।

মিলনানন্দ

ভৈরবী—কাওয়ালী

কেড়ে লহ নয়নের আলো, পাপ-নয়ন কর অন্ধ ;
চির-যবনিকা পড়ে যাক হে, নিভে যাক রবি, তারা চন্দ্র।
হরে লহ শ্রবণের শক্তি, থেমে যাক জলদের মন্দ্র ;
সৌরভ চাহি না, বিধাতা, রুদ্ধ কর হে নাসা-রন্ধ্র।
স্বাদ হর হে, কৃপাসিন্ধু, চাহি না ধরার মকরন্দ ;
স্পর্শ কর, হে হরি, লুপ্ত করে দাও অসাড়, নিষ্পন্দ।
(তুমি) মূর্তিমান্, হয়ে এস প্রাণে, শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ ;
এনে দাও অভিনব চিত্ত, ভুঞ্জিতে সে মিলনানন্দ।

মুক্তিভিক্ষা

'উঠগো ভারতলক্ষ্মী'—সুর

আকুল কাতর কণ্ঠে, প্রভু, বিশ্ব, চরণ অভিবন্দে ;
পাপ-তাপ সব নাশি, কর প্লাবিত চির-মকরন্দে।
বাঞ্ছিত সাধন মুক্তি, দেহ ভক্তি, ওহে অচল শরণ, সুখ-সিন্ধু।
দেবতা গো, হের শুভ চক্ষে, শান্তি-নিবাস, লহ তুলি বক্ষে,
মাগিছে কোটি তপন-শশী,
মজ্জন চির সুখ-নীরে গো।
"বন্ধন মোচন কর হে, প্রভু, বার এ চির পথ-শ্রান্তি ;"
কাতরে কহে গ্রহতারা "প্রভু, দেহ চরণতলে শান্তি ;"
শঙ্কিত শতচিত শূন্যে, হতপুণ্যে, প্রভু, দিবে না কি যাচিত
মোক্ষ? দেবতা গো...।
সম্বর দুঃসহ শকতি, প্রভু, রোধ এ ঘূর্ণিত চক্র ;
করহে নির্দেশ-শূন্য, যত, সঙ্কট পথ ঋজু বক্র ;
স্তম্ভিত করহে মুহূর্তে, তলে উর্ধ্বে,
(যত) অগণিত শশী, রবি, রুদ্রে ;
দেবতা গো...।

ব্যাকুলতা

বেহাগ—আড়া

নিশীথে গোবৎস যখন বাঁধা থাকে মায়ের কাছে ;
কি পিপাসা লয়ে বুকে, পলে-পলে মুক্তি যাচে!
কিবা অবারিত টানে, নদী ছোটে সিন্ধুপানে,
তারে নিবারিতে পারে কোথা হেন শক্তি আছে?

প্রভাতে যখন পাখি, নীড়ে নিজ শিশু রাখি,
আহার সংগ্রহে ছোটে সুদূর নগর-মাঝে,
দুর্বল শাবক ভাবে, কতক্ষণে মাকে পাবে ;
কি তীব্র উৎকণ্ঠা লয়ে, আশার আশ্বাসে বাঁচে!
সেই ব্যাকুলতা কোথায় পাব, তেমনি করে মাকে চাব,
সুখ-দুঃখ ভুলে যাব, হায়রে, সে দিন কোথা আছে!
হয়ে অন্ধ, হয়ে বধির, 'মা মা' বলে হল অধীর,
দু-নয়নে বইবে রে নীর, দীনহীন কাঙালের সাজে!

মানস-দর্শন

মিশ্র ভৈরবী—কাওয়ালী

(কবে) চির-মধু-মাধুরী-মণ্ডিত-মুখ তব,
রাজিবে মলিন-মরম-তলে!
পাতকী, পুলকে শিহরি, হেরিবে,
মুগ্ধমানসে, নেত্রজলে।
সঞ্চিত কত-শত দুষ্কৃতি-বেদনা
সহিবে নীরবে তোমারি দান ;
সকল হরষ, আশা, সকল ভাবনা, ভাষা,
সফল হইবে, হরি, করুণা বলে।

কর্ম্মফল

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা

এত আলো বিশ্ব-মাঝে, মুক্ত করে দিলে ঢালি ;
তবে কোন্ অপরাধে, হরি, ঘোচে না মনের কালি?
হেথা, চির আনন্দ-জলধি, উথলিছে নিরবধি,
তবে, আমি কেন তীরে রহি, বহি নিরানন্দ ডালি?
বিমল-বিবেক-ভরা, জ্ঞানময়ী তব ধরা ;
তবে, আমি কেন মোহগর্তে নিপতিত চিরকালই?
হেথা, প্রেম-পিপাসুর তরে, চির-প্রেম-উৎস ঝরে,
তবে, প্রেম চাহি পাই কেন, বিদ্রূপের করতালি?
হেথা, করুণা-প্রবাহ ছুটে, সুখ আসে, দুখ টুটে ;
তবে, কেন পাই শুধু স্বার্থ, নির্ম্মম, নিষ্ঠুর গালি?
কান্ত বলে, কর্ম-ফলে সুধা ডোবে হলাহলে ;
তাই, প্রমোদ উদ্যান, মন, সকণ্টক তপ্তবালি!

বন্দী

সিন্ধু খাম্বাজ—কাওয়ালী

ধীরে ধীরে মোরে, টেনে লহ তোমা পানে ;
(আমি) আপনা হারায়ে আছি, মোহ-মদিরা পানে।

প্রতি মায়া-পরমাণু, আমারে করেছে স্থাণু,
টানিয়া ধরেছে মোরে, নিঠুর কঠিন টানে।

ওহে মায়া-মোহহারি! নিগড় ভাঙিতে নারি,
নিরুপায় বন্দী ডাকে, অধীর, আকুল প্রাণে।

মনের কথা

মিশ্র পূরবী—একতালা

তোমারি ভবনে আমারি বাস,
তোমারি পবনে আমারি শ্বাস,

তোমারি চরণে আমারি নাশ,
জীবনে-মরণে করিয়ো দাস।
পাপ-ব্যাধিতে করিছে গ্রাস,
ফুরাইছে দিন লাগিছে ত্রাস,
তোমারি করুণা-অমৃত-প্রাশ,
দিয়ো অন্তিমে এ অভিলাষ।
চরণে জড়িত কঠিন পাশ,
বাঁধিয়া রাখিতে বারোটি মাস,
ভুলাইল মোহ ভোগ-বিলাস,
তোমারি চরণ দীনের আশ।

স্নেহ

'পাখি ওই যে গাহিলি গাছে'—সুর

(ওমা) এই যে নিয়েছ কোলে ;
আগে, খুব করে মোরে মেরে-ধরে
শেষে, 'আয় যাদু বাছা' বলে।
তুমি, তোমারি ধরারি মাঝে,
মোরে, পাঠালে আপন কাজে ;—
আমি, খেলা করি পথে, ফিরি পথ হতে,
আঁধার জীবন-সাঁঝে ,
আমি দাঁড়ায়ে ছিলাম তাই ;
ভীত, নীরব, অপরাধী-সম,
শুধাল জবাব নাই ;
মা, তোর স্নেহের শাসনে, ক্ষমার আদরে,
হৃদয় গিয়েছে গলে।

জাগাও

কেদারা—মধ্যমান

জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন।
বেলা যায়..বহু দূরে পান্থ-নিকেতন।

থাকিতে দিনের আলো,
মিলে সে বসতি, ভালো,
নতুবা করিবে কোথা যামিনী যাপন?
কঠিন বন্ধুর পথ,
বিভীষিকা শত-শত ;
(তবু) দিবাভাগে নিদ্রাগত, একি আচরণ?

অবোধ

'তুমি গতি তুমি সার'—সুর

বেলা যে ফুরায়ে যায়, খেলা কি ভাঙে না, হায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী!
কে ভুলায়ে বসাইল কপট পাশায়?
সকলি হারিলি তায়, তবু খেলা না ফুরায়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী।
পথের সম্বল, গৃহের দান,
বিবেক উজ্জ্বল, সুন্দর প্রাণ,—
তা কি পণে রাখা যায়, খেলায় তা কে হারায়?
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী!
আসিছে রাতি, কত রবি মাতি?
সখীরা যে চলে যায়, খেলা ফেলে চলে আয়,
অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী!

মা ও ছেলে

প্রসাদী সুর—(দ্বিতীয়)—জলদ একতালা

মা, আমি যেমন তোর মন্দ ছেলে,
আমায়, ঝাঁটা মেরে খেদিয়ে দিত,—
এই পৃথিবীর বাপ-মা হলে।
বল্‌ত, "শান্তি পেতাম, হাড় জুড়ুত,
এই অভাগা নচ্ছারটা ম'লে ;"
বল্‌ত, "এটাকে সে নেয় না কেন?
এত লোককে যমে নিলে।"

তোর, এ কি দয়া, কি মমতা!
ভাবতে ভাসি নয়ন-জলে ;
এই, বাপ-তাড়ানো, মা-খেদানো,
অধমটা তুই দিস্‌নে ফেলে।
আমার, এখনো যে শ্বাস বহে গো,
শারীর-যন্ত্র দিব্য চলে ;
ওমা, এখনো যে আমার ক্ষেতে,
বিপুল সোনার শস্য ফেলে।
আমার, গাছে মিষ্টি আম ধরে গো,
সাজে বাগান নানা ফুলে ;
আমায়, চাঁদ সুধা দেয়, রৌদ্র রবি,
মেঘে বৃষ্টি-ধারা ঢালে।
তুই তো, বঙ্ক কল্পে কত্তে পারিস্ ;
তোর, অসাধ্য কি ভূমণ্ডলে?
কান্ত বলে, ছেলে কেমন, আর
মা কেমন, তাই দেখ্ সকলে।

পাগল ছেলে

মিশ্র খাম্বাজ—রামপ্রসাদী সুব। জলদ একতালা

আমায় পাগল করবি কবে!
'মা, মা' বলতে অবিরত ধারে, দু-নয়নে ধারা ববে!
আমি হাসব কাঁদব আপন মনে, নির্জনে, নীরবে ;
আমার পাগল মনের যত কথা, মা তোবি সঙ্গে হবে।
'ওকে বেঁধে রাখ' বলে, সবাই ছুটবে কলরবে ;
তাদের প্রলোভনের চাটুবাণী, আমার পায়ে পড়ে রবে।
তোর কাজে মা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীততাপ সব সবে ;
আমার প্রাণ রবে তোর চরণতলে, দেহ রবে ভবে।
'মা, মা' বলতে এ অজপা, ফুরায়ে যাবে যবে,
সেদিন পাগল ছেলে বলে, জাপটে ধরে
আমায় কোলে তুলে লবে।

নিশ্চিন্ত

লগ্নী কাওয়ালী—হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণভেদে গেয়

ওই, ভৈরবে বাজিছে, বিকট-ভয়াবহ-
গর্জনে মরণ-বিষাণ!
হা, হা, কি বধির নিদ্রিত রে চিত!
মুদ্রিত অলস নয়ান!
ওই ভীম-উর্ম্মি বহি যায়,—
কাল-পয়োনিধি তাণ্ডব-নর্ত্তনে,
প্রতি পলে গ্রাসিবারে ধায় ;
হা, হা, বেলা-সৈকতে, রে মন,
কি সুখ-শয়নে শয়ান!
ওই বিষধরী ভীম-জরা,—
করাল-কুণ্ডল দেহ রন্ধ্রগত
জীবিত-শক্তি হরা ;
হা, হা, দংশন-সংশয়-শঙ্কা-
শূন্য রে সুপ্ত পরান!

মুখের ডাক

বাউলেব সুর—তাল কাহারবা

তারে যে 'প্রভু' বলিস্, 'দাস' হলি তুই কবে?
তুই, মেটে গর্ব্বে ফেটে মরিস্ তোর বিভবের গৌরবে!
কোন্ মুখে তায় বলিস্ 'রাজা'?
মন রে, তুই যে তার বিদ্রোহী প্রজা ;
তুই পাঁচ ভূতে দিস্ মালা-খাজানা,—
সেকি, বেশি দিন তা সবে?
কোন্ প্রাণে তায় বলিস্ 'বঁধু'?
তারে কবে দিলি প্রেম-মধু?
এই যে ফাঁকা বুজ্রুগি তোর,
আর কত দিন রবে?
এই, পাপের পাঠশালাতে পড়ে,
তারে 'গুরু' বলিস্ কেমন করে?
কান্ত কয়, শুধু মুখের ডাকে,
তোর, কোন্ কালে কি হবে?

মিথ্যা মতভেদ

বেহাগ—জলদ একতালা

কেউ নয়ন মুদে দেখে আলো, কেউ দেখে আঁধার।
কেউ বলে, ভাই, একহাঁটু জল, কেউ বলে সাঁতার।
কেউ বলে, ভাই, এলাম দেখে, কেউ বলে, ভাই, মলাম ডেকে
কোন্ শাস্ত্রে কি রকম লেখে, তত্ত্ব পাওয়া ভার।
কেউ বলে, সে পরম দয়াল, কেউ বলে, সে বিষম ভয়াল,
কেউ বলে, সে ডাকলে আসে, কেউ কয় নির্বিকার।
কেউ বলে সে গুণাতীত, কেউ বলে সে গুণান্বিত।
কেউ বলে আধেয়, (আবার) কেউ বলে আধার।
কেউ দেখে তায় করালকালী, কেউ বা দেখে বনমালী,
কেউ বা তারে স্থূল দেখে, কেউ ভাবে নিরাকার ;
কান্ত বলে দেখ্‌রে বুঝে, রাখ্ বিতর্ক ট্যাঁকে গুঁজে ;
'এটা নয়, সে ওটা',—এ সিদ্ধান্ত চমৎকার!

রিপু

'ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে'—সুর

দুটো একটা নয় রে, ও ভাই, গাছ ছ-ছটা
(তাদের) ফল তিতো, আর গায়ে কাঁটা ;
আমার বড় সাধের বাগান বসেছে রে জুড়ে,
মস্ত শিকড়, আব গোড়া মোটা।
(আমার) ফল ফুলের গাছ যত, অপরাধীর মতো,
(যেন) জড়সড়—খেয়ে লাথি-ঝাঁটা ;
তাদের, ফলের গৌরব গেছে, ফুলের সৌরভ গেছে,
অকালে ঝরে, রয় শুকনো বোঁটা।
আমার, গন্ধরাজ, চামেলি, গোলাপ, চাঁপা, বেলী,
আম, জাম, লিচু, কলম-কাটা ;
আহা, কেমন সতেজ ছিল, মলিন করে দিল,
হরে নিল হরিৎ রূপের ছটা।
আমি বিবেক-অস্ত্র দিয়ে, গোড়াটি কাটিয়ে,
কতবার ভাবি ঘুচ্‌লো লেঠা ;
(মরে) থাকে দু-দিন মোটে, আবার বেড়ে ওঠে,
"রক্তবীজের" ঝাড় ও কটা।

অকৃতকার্য

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

দেখে-শুনে আন্‌লি রে কড়ি,
সব কড়িগুলো হল রে কানা ;
ভালো বলে কিনলি রে দুধ,
উননে তুলতে হল রে ছানা।
বুনেছিলি ভালো ভালো ফুল,
বেলী, যূথি, গোলাপ, বকুল,
মরে গেল জল না পেয়ে,
আগাছা ঘিরলে বাগানখানা।

প্রলয়

বাউলের সুর—গড় খেমটা

এ বিশ্ব, একের বিকার, সব একাকার,
হবে, দেখ বিচার করে!
রবে না, উষ্ণ-শীতল, শক্ত-তরল,
বক্র সরল চরাচরে,
থাক্‌বে না, উপর-নিচু, আগা-পিছু,
বলে কিছু, জ্ঞান গোচরে।
রবে না, মাস কি বছর, দণ্ড-প্রহর,
বার কি বাসর, আগে পরে ;
ডুব্‌বে রে, সন্ধ্যা-সকাল, কাল কি অকাল,
আজ কিবা কাল কাল-সাগরে।
উঠ্‌বে না, চন্দ্র, তপন, সোনার বরণ,
ওই গ্রহ-গণ, গগন ভরে ;
ওই সাধের, উদয় অস্ত, সব নিরস্ত,
নিখিল ব্যস্ত, একের তরে।
ওরে ভাই, নীল, কি লোহিত, পাটল, কি পীত,
আর না মোহিত, করবে নরে ;
রবে না, কোনো শব্দ, নিখিল স্তব্ধ,
রইবে সব তো, মৌন-ভরে।
থাকবে না, ভালো-মন্দ, তর্ক-সন্দ,
হিংসা-দ্বন্দ্ব ঘরে-ঘরে ;

রইবে না, কর্তা-কর্ম, ধর্মাধর্ম,
মৃত্যু-জন্ম, জীব ও জড়ে।
কান্ত কয়, গড়েছে যেই ভাঙবে নিজেই
সৃষ্টি বীজেই, মৃত্যু ধরে ;
চির দিন, এমনি তাকে, হাট্‌টি লাগে,
সেই তা ভাঙে, আবার গড়ে।

অবাক কাণ্ড

বাউলের সুর—তাল কাহারবা

ভাব্ দেখি মন, কেমন ওস্তাদ সে,—
যে, এই দিন-দুনিয়া গড়েছে।

বলিহারি, কি বন্দোবস্ত!
অবাক হয়ে চেয়ে আছে, পণ্ডিত সব মস্ত ;
তারা হাঁ করে ওই দেখছে বসে রে,—
কি কাজ হচ্ছে আকাশে!
চাঁদ করে, ভাই, মোদের প্রদক্ষিণ,
সূর্যি ঠাকুর বেড়ে ঘুরি আমরা রাত্রি-দিন,
(আবার) সূর্যি ঘোরেন কার চারদিকে রে,—
জিজ্ঞেস কর্ বৈজ্ঞানিকে!

সেই বা কেমন মজার ঘূরণ, পাক,
পথ ছেড়ে এক ইঞ্চি যায় না, তার এমনি হাতের তাক.
(আবার) পাকে-পাকে রাস্তা এগোয় রে,—
তারো, সময় বেঁধে দিয়েছে।

বল্ দেখি এই সৌর পরিবার,
এদের, খেলার প্রাঙ্গণ ঈথার-সিন্ধু কয় যোজন বিস্তার?
তবু, ওটা অসীম শূন্যের ক্ষুদ্র অণু রে,
বল্, কার খবর বা কে রাখে?

আলো, এক নিমেষে লক্ষ যোজন ধায় :
আবার, আট মিনিটে সূর্যি হতে ধরায় পৌঁছে যায় ;
এমন, তারা আছে কত কোটি রে,
যাদের, আলো আসে তিন মাসে!

আবার, এমন তারা কতই আছে, ভাই,
যাদের আলো, হাজার বছর রাস্তায় আছে,
আজো পৌঁছে নাই!
এখন, বলুন দেখি পণ্ডিতের গোষ্ঠী,
তবে আছে রে কত দূরে!

কান্ত বলে, বুঝবি আর কিসে,—
ভাবতে গেলে মাথা ঘোরে হারিয়ে যায় দিশে ;

প্রতি অণু হতে সূর্য-মণ্ডল রে,—
কি সুতোয় সে গেঁথেছে!

সমাজ

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

তোরা ঘরের পানে তাকা ;
এটা কফভরা রুমালের মতো,
বাইরে একটু আতরমাখা।
বহুশাস্ত্র বারিধি, কালাচাঁদ বিদ্যেনিধি,
নিবারণ মাইতির সঙ্গে কচ্ছেন তর্কফাঁকা,
মাইতি বলে, 'মুরগি ভাল', শাস্ত্রী বলে 'ধর্ম গেল',
(আবার) আঁধার হলে দু-জন মিলে,
হোটেলে হলেন গা-ঢাকা!

অথর্ব বুড়োর সনে, সাত বছরের কনে,
বিয়ে দেয় নিঠুর বাপে, হাতিয়ে কিছু টাকা ;
(আবার) এম্‌নি কিছু মোহ তঙ্কার, যে দুশো শাস্ত্রী, বিদ্যালঙ্কার,
সেই বিয়ের মন্ত্র পড়ায়,
উড়িয়ে টিকি জয়-পতাকা!

না যেতে বাসিবিয়ে, মেয়ের যায় সব ফুরিয়ে,
মোছে কপালের সিঁদুর, ভাঙে হাতের শাঁখা ;
(তখন) মিলে সব শাস্ত্রীবর্গ, হেসে করান বৃষোৎসর্গ,
মেয়েটির একাদশীর সুব্যবস্থা করেন পাকা।

সে একাদশীর রেতে, মরে জল-পিপাসাতে,
বোকা বাপ্‌ দাঁড়িয়ে দেখে, মাথায় হাঁকায় পাখা ;
(আবার) বসে সেই মেয়ের পাশে, অন্ন গেলে গ্রাসে-গ্রাসে,

সমাজের নাই চেতনা, অন্ধ, বধির, মিথ্যে ডাকা।
পাড়াগাঁয় দলাদলি, শুধু কানমলামলি,
'ভাইপো'কে রাগের চোটে, শালা বলেন কাকা ;
(আবার) পেলে একটু দোষের গন্ধ, অম্‌নি ধোপা-নাপিত বন্ধ,
এঁরাই আবার সভায় বলেন, 'উচিত মিলে-মিশে থাকা!'

পুরোহিত পুজোয় বসে মন্ত্র আওড়াচ্ছে কসে
গায়েতে নামাবলী, প্রাণে লুচির ঝাঁকা ;
(আবার) বাইরে বসে নব্য হিন্দু, গণ্ডূষ কচ্ছেন মদ্যসিন্ধু,
ধর্মে বিশ্বাস নাই একবিন্দু, শুধু কৌলিক বজায় রাখা।

কান্ত কয় কইব কত, এরাই দেশহিতে রত,
এটা যে গাড়ির মতো, কাদায় ডুব্‌ল চাকা,
এরা, ঘুমিয়েছিল উঠল জেগে,
চাকা টান্‌তে গেল লেগে,
মরণের জন্যে যেমন কুম্ভকর্ণের হঠাৎ জাগা!

নব্যানারী

বেহাগ—একতালা

জেনে রাখ, ভায়া, নারী এল ভবে কি কাজ সাধিতে
ওরা জমা বেঁধে নেয় সংসার-জমি,
চষেনাক কভু আধিতে।
সৃজিতে নয়ন-সলিল বন্যা,
প্রসব করিতে পুত্র-কন্যা,
(আর) শত বন্ধনে পুরুষ গরুকে
মায়ার খুঁটোয় বাঁধিতে।

পরিতে পারসি শাড়ি, সিমলাই,
বোম্বাই, বারাণসী গো,
পরিতে সোনা ও হীরের গহনা,
গাঁথা যাহে তারা-শশী গো ;
মোদের খরচে এ সব কার্য
সাধিতে হইবে, তা অনিবার্য ;
'জবাকুসুম' ও 'কুন্তলীনে'
চিকুর-কলাপ বাঁধিতে।

বিগ্রহে, কাক-ময়ূর-কণ্ঠা,
সন্ধিতে, পিক-পাপিয়া,
সন্ধি-সমরে, খেতে ছোলাভাজা,
মোদের স্কন্ধে চাপিয়া।

না হয় আমরা ভালোবাসিব না,
করিতে আসেনি, ছি, ছি, দাসীপনা ;
খাইতে আসেনি মোদের বকুনি,
কিম্বা হেঁসেলে রাঁধিতে।

কষ্ট করিয়া কোমল শরীরে,
কি হেতু শিখিবে বিদ্যা?
নিত্য-মুখরা বাক্যবাদিনী
ওদের সহজ-সিদ্ধা।

যামিনী-শয়নে হলে বিলম্ব,
শয্যাপার্শ্বে বিষম লম্ব
হয়ে নিরুপায়, ও হৃতভম্ব,
পায়ে ধরে হয় সাধিতে।

না করিতে এক পয়সা উপায়,
অনটন হোক হাজারি।
না ধরিতে নিজ পুত্র কন্যা
মেয়ে যেন কোনো রাজারি
অল্প হাসিয়া করিতে মোদের ধন্য,
রাগিয়া মলিতে মোদের কর্ণ,
(আর) ছুতো নাতা নিয়ে, অভিমান করে,
মোদের মর্মে ঘা দিতে।

মোক্তার

'আমরা' বিলেত ফেরতা ক-ভাই'—সুর

আমরা, মোক্তারি করি কজন,
এই 'দশ কি এগারো ডজন,
কিন্তু, সংখ্যার অনুপাতে আমাদের
বড্ডই কম ওজন।

পরি, চাপকান তলে ধুতি,
যেন, যাত্রার বৃন্দেদূতী ;
আমরা, দৌত্য কর্মে পটু তারি মতো
জানি রসিকতা স্তুতি।

যত, ভাইসাহেব মক্কেল,
তাদের কতই যে মাখি তেল,
আর, দু-আনা, চার আনা, ছ-আনায়, করি
সরষে কুড়িয়ে বেল।

যত, নিরক্ষর চাষাগুলো,
প্রায় দিয়ে যায় কলা মুলো,
দেখ, করে তুলিয়াছি প্রায় একচেটে
চাচার চরণ ধুলো।

কত মিষ্টি কথায় মাতিয়ে,
আর, ধর্ম-কুটুম পাতিয়ে,
ওই, লম্বা দাড়িতে হাতটি বুলিয়ে
যা থাকে নেই হাতিয়ে।

করি, জামিনের ফিস্ আদায়,
কভু, আসামীটে গোল বাধায়,
ওই, বিচারের দিনে হাজির না হয়ে
হাসির দ্বিগুণ কাঁদায়।

ঢের বাঁধা ঘর আছে বটে,
কিন্তু বলা ভালো অকপটে,
যে বছরের শেষে পুজোর সময়,
মাইনে চেলেই চটে।

দুটো ইংরেজি কথাও জানি,
শুধু ভুলেছি Grammarখানি,
এই 'I goes', 'he come' 'they eats' বেরোয়
করে খুব টানাটানি।

বলি, Your honour record see,
What, প্রমাণ? against me?
এই doubt' benefit all court give
হুজুর not give কি?

কারো টাকা যদি পড়ে হাতে,
বড় নগদ রয়না তাতে,
আমরা জমা খরচেই সব সেরে দেই
পণ্ডিত ধারাপাতে।

বলি, "মাত্তে দেখিনি কিরে?
বেটা কান দুটো দেব ছিঁড়ে,
বল্, নিজের চক্ষে মা'ত্তে দেখেছি
দশ-বারোজনা ঘিরে"।

(রাখি), জমা খরচটা মস্ত
তাতে এমনিতর অভ্যস্ত,
বাজেয়াপ্তিতে জলকেটে নেয়,
দুগ্ধে পড়ে না হস্ত!

এখন, ভার হইয়াছে বসত,
প্রায় বন্দ হয়েছে রসদ,
মক্কেল, হাকিম, গিন্নী, চাকর,
সব মনে করে অসৎ।

গোপনে দিয়েছি খেয়েছি কত,
সাক্ষী শিখিয়েছি অবিরত,
(এ হাতে) দোষীর মুক্তি, নিরপরাধীর
জেল হয়ে গেল কত!

সদর খাজানা না দিয়ে
(ও সে) টাকাটা গোপনে হাতিয়ে,
নিলাম করিয়ে নিজে কিনে নেই
গরিব মালিকে কাঁদিয়ে।

আর বেশি দিন কই বাকি?
শুনেছি, সেখানে চলে না ফাঁকি ;
(ও সে) আমরা শিখিয়েছি কত দোষীর জবাব,
মোদের জবাবটা কি?

ডাক্তার

মিশ্র ইমনকল্যাণ—একতালা

দেখ, আমরা হচ্ছি পাশকরা,
ডাক্তার মস্ত মস্ত ;
ওই Anatomy, Physiology-তে
একদম সিদ্ধহস্ত।

আমরা ছিলাম যখন students,
ওই Medical Jurisprudence
এই Poetry-র মতন আউড়ে যেতাম ;
ভেব না impudence ;
And, that hellish cramming system,
was but all for good ends.

আমরা M. B. কিম্বা M. D. কিম্বা L. M. S.
V. L. M. S.
And as a rule, we take as medicine
Vinum galicia, more or less.

আমরা বলে দিতে পারি, তোমার
দেহে ক-খানা হাড়।
করি spinal cord আর wisdom tooth-এর
সম্বন্ধ বিচার।
আর ওই, পচা পোকাপড়া,
হাতে, ঘেঁটেছি কত মড়া,
যখন দমে যেতাম, দেখে, সেটা
কি সব দ্রব্যে গড়া,
তখন, এক peg whisky টেনে নিয়ে,
মেজাজ কর্তাম চড়া।
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

ঘেন্না ফেন্না নাই আর আমাদের,
হয়েছি মুচি-নাকা,
তোমার মূত্র-বিষ্ঠা ঘাঁটতে পারি, দাদা,
পেলে নূতন টাকা ;
রোগটা বুঝি বা না বুঝি,
আগে, দর্শনী ট্যাকে গুঁজি,

দেখ, stethescope আর thermometer,
　　আমাদের প্রধান পুঁজি ;
রোগের, description শুনে, prescription করি,
　　অম্‌নি সোজাসুজি ;
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

তোমার ছেলে অক্‌কা পেলে,
　　আমার কি আর তাতে ;
কিন্তু ওষুধের bill-টে আসবেই আসবে
　　প্রত্যেক সন্ধ্যায়-প্রাতে,
　　তুমি, হাজার মাথা ঠোকো,
　　আর, দেব না বলে রাখো,
Bill-টা, ভিমরুল-মাফিক তেড়ে ধরবে,
　　জলে বা গর্তে ঢোকো,
তা, হও না তুমি কিস্‌মত মণ্ডল,
　　হও না Admiral Togo ;
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

Medical certificates-এর জন্যে
　　এলে ধনী কেহ,
ওই, জলপানি কিঞ্চিৎ হাতিয়ে, বলে দেই,
　　"অতি রুগ্‌ণ দেহ,
　　আমার চিকিৎসার নিচে আছেন,
　　জানিনে মরেন কিম্বা বাঁচেন,
এঁর ব্যায়াম ভারি শক্ত, ইনি
　　হাই তোলেন আর হাঁচেন ;
আর, কষ্ট হলেই কাঁদেন, আর
　　আহ্লাদ হলেই নাচেন ;"
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

দেখলে, compound fracture, simple fracture,
　　tumour কিম্বা sore
যা স্ফূর্তিতে, লেগে যাই, তখন
　　দেখে নিয়ো ছুরির জোর
　　এই সিদ্ধহস্তে কেটে,
　　দি, আঙুল দিয়ে ঘেঁটে,
আমরা পরের গায়ে ছুরি চালাই

অতি ভয়ঙ্কর রেটে,
আর ওই operation ব্যাপার আমরা
করেছি একচেটে।
আমরা M. B. কিম্বা M. D. ইত্যাদি।

বিদায়-অভিনন্দন

'কেন বঞ্চিত হব চরণে'—সুর

তুমি সত্য কি যাবে চলিয়া?
পুত্রকল্প প্রিয়শিশুদলে
যেতেছ আজি কি বলিয়া?
মোরা ভাসিতেছি আঁখিনীরে,
তোমার শুভ্র স্মৃতিটুকু লয়ে
যাব কি হে গৃহে ফিরে ;

তব উপদেশ সুধাবাণী,
তব সৌম্যমুরতিখানি,
আজি বিদায়ের দিনে, পুণ্যকিরণে
উঠিছে হৃদয় জ্বলিয়া।

আজি, কি দিয়া শুধিব ঋণ হে,
মুগ্ধপ্রাণের প্রীতিটুকু ছাড়া,
কি আছে? আমরা দীন হে!

তুমি কীর্তিবিমানে চড়িয়া,
যশের মুকুট পরিয়া,
দীর্ঘজীবন, লভ, সুখে থাক,
যেয়ো না মোদের ভুলিয়া।

[কোনো শিক্ষকের বিদায় উপলক্ষে রচিত]

সংস্কৃতভাষার পুনরুদ্ধার

বাগীশ্বরী—আড়াঠেকা

চির-নিরানন্দ গেহে কি আনন্দ উপজিল!
বিষন্ন-আকুল প্রাণে কেবা শান্তি ঢালি দিল!
নিরাশার দ্বার খুলি, "উঠ মা, জাগো মা" বলি,
আনন্দ আহ্বানে কেবা জননীরে জাগাইল!
জ্ঞানের আলোক দিয়া, ভরিল আঁধার হিয়া,
দুখিনী মায়ের চির-আঁখি-বারি মুছাইল।
কে কোথা রয়েছ পড়ে, ছুটে এস ত্বরা করে,
দেখ দয়াময় বিধি কিবা নিধি মিলাইল।

সংস্কৃতভাষা

বেহাগ—আড়াঠেকা

শুনিবে কি আর?
আর্যের সে দেব ভাষা নিত্য সুধাসার।
চতুর্বেদ শ্রুতি স্মৃতি, গায় যার যশোগীত,
কবীন্দ্র বাল্মীকি ব্যাস, সুপুত্র যাহার ;
যে ভাষায় রচি মন্দ্র, দর্শন পুরাণ তন্ত্র,
করে গেছে কত নব সত্য আবিষ্কার।
ভারতে জনম লয়ে, অশেষ লাঞ্ছনা সয়ে
অনাদর অযতনে, কি দশা তাহার!
দেববালা অঙ্গহীন, কি বিষন্ন কি মলিন!
হেরিলে পাষাণ প্রাণ কাঁদে না তোমার?
অমৃত আস্বাদ ভুলি, ধরেছ বিদেশী বুলি,
বিদেশে চাহিয়া দেখ সম্মান তাহার ;
তোমার নিজস্ব লয়ে, পরে যায় ধন্য হয়ে,
ফিরিয়া না দেখ তুমি, হায় কি বিকার!

মনোবেদনা

জংলা—জলদ একতালা

কোন্ অজানা দেশে আছ কোন্ ঠিকানায়,
লুকিয়ে লুকিয়ে ভালোবাস যে আমায় ;
গোপনে যাওয়া-আসা, ভালোবাসা, চোখের আড়াল সব,
লোক দেখানো নয় হে তোমার করুণা নীরব ;
নয়নের সামনে থাক, দেখা নাহি যায়!

অভ্যর্থনা

মিশ্র খাম্বাজ—জলদ একতালা

কোন্ সুন্দর নব প্রভাতে,
তুমি উদিলে ধরা জাগিল হে!
স্নিগ্ধমলয় বহিল মন্দ,
বনকুসুম—
তব বদনচুম্ব মাগিল হে!

দুখ নিমগনে, ধরাবাসীজনে,
আনন্দকিরণে ভাসিল—
মোহ-জলদ সরিল,—সবারি হৃদয়-
আঁধার টুটিল হে ;
'জয়মঙ্গলরূপী নবরবি' রবে
সবে বন্দন গাহিল হে।

আবার—সান্ধ্যগগনে স্তিমিতকিরণে
চলিলে, নিভিল উজ্জ্বল ভাতি হে,
অস্ত, নিখিল ব্যস্ত, দিয়ে গেলে
দুখরাতি হে,
সবে ডুবিল ঘোর অন্ধতিমিরে
নিরাশায় চিত ভরিল হে!
আর কি কভু এ ভাগ্যগগনে
উদিবে করুণা করিয়া,
দাঁড়াও! সৌম্য মুরতি হেরি, এ
তৃষিত নয়ন ভরিয়া ;
তবে মিলনের ভয়ে বিরহ-ভীতি
হৃদয় আকুল করিল হে।

গুরু ও শিষ্য

গুরুগৃহে করি শাস্ত্রপাঠ-সমাপন,
বন্দিয়া বণিক-পুত্র গুরুর চরণ,

ধীরে ধীরে, সবিনয়ে কহে মৃদুভাষে,
"অনুমতি হয় যদি, যাই নিজ বাসে ;
কিন্তু এক ভিক্ষা আছে, চরণের দাস
সামান্য দক্ষিণা দিতে করে অভিলাষ।"

গুরু হাসি কহে, "বৎস, দক্ষিণা কি হবে?
আমার অভাব কিছু নাহি এই ভবে।"
শিষ্য বলে, "কান্তি তব কাঞ্চন-সন্নিভ,
দু-গাছি সোনার বালা পরাইয়া দিব।

সোনার শরীরে সোনা মানাইবে ভালো,
রূপের ছটায় হবে তপোবন আলো।"
গুরুদেব বলে, "বৎস, তাই যদি সাধ,
দিয়ে যেয়ো, বাসনায় না সাধিব বাদ।"

কিছুদিন পরে সেই বণিক-নন্দন,
স্বর্ণবালা লয়ে করে চরণ-বন্দন ;
স্বহস্তে গুরুর হাতে দিল পরাইয়া,
হেরিল দেহের শোভা নয়ন ভরিয়া।

শেষে কহে, "গুরুদেব, দু-গাছি বলয়,
হারাইয়া ফেল যদি, এই মম ভয়!"
গুরু কহে, "বৎস, আমি প্রতিজ্ঞা না করি,
হারাইতে পারে, কেহ নিতে পারে হরি ;

তুমি তো সকলি জান, আমি উদাসীন,
সর্ববিধ ধনরত্নে বাসনা-বিহীন!

তথাপি শিষ্যের দান গুরুর নিকটে,
যথাযোগ্য যত্ন, আর আদরের বটে।

সাধ্যমতো, যত্ন করি রাখিব বলয়,
তথাপি জানিয়ো, দৈব কারো বশে নয়।"
আনন্দে বণিক-পুত্র প্রণমিয়া পদে,
ফিরি গেল নিজ গৃহে, কাননের পথে।

কিছুদিন পরে, পুনঃ গুরু-সন্দর্শন-
অভিলাষে, বনে আসে বণিক-নন্দন।
চরণে প্রণমি দেখে দাঁড়াইয়া কাছে,
এক হাতে বালা নাই, এক হাতে আছে ;

বিষাদে কহিল, "প্রভু, বালা কি করিলে?
গুরু কহে, "পড়ে গেছে সরসী-সলিলে।
স্নান-হেতু নেমেছিনু সরোবর-জলে,
অকস্মাৎ বালাগাছি পড়ে গেল তলে।"

বণিক-নন্দন কহে জোড় করি কর,
"সুন্দর বলয় সে যে, মূল্যও বিস্তর।
কোন্ স্থানে পড়িয়াছে দেহ দেখাইয়া,
খুঁজে দেখি একবার জেলে নামাইয়া।"

অনুরোধে যান গুরু অনিচ্ছায় ধীরে,
উভয়ে দাঁড়ান গিয়া সরোবর-তীরে।
শিষ্য কহে, "কোন্ স্থানে পড়েছে বলয়?"
অবশিষ্ট বালাগাছি গুরু খুলে লয়,—

"ওই স্থানে পড়িয়াছে" ধীরে গুরু বলে,
সে গাছিও ছুঁড়ে ফেলে সরোবর-জলে।
দু-গাছি বালা-ই গেল, ভাবে শিষ্য দুখে,
দু-গাছি বালাই গেল, ভাবে গুরু সুখে।

কৃষ্ণদাস ও দেবদূত

পরম বৈষ্ণব এক কৃষ্ণদাস নামে.
বসতি করিত নবকৃষ্ণপুর গ্রামে।

প্রতিদিন ন্যূন-কল্পে একটি অতিথি
ভোজন করাত, তার ছিল চিররীতি।
অভুক্ত রহিত নিজে অতিথি না পেলে,
নিচে খেত, অতিথি আহার করে গেলে।

এই ব্যবহার তার ছিল আজীবন,
ভ্রমেও হত না কভু নিয়ম-লঙ্ঘন
বিধাতার ইচ্ছা কিবা বলা নাহি যায়,
একদিন কৃষ্ণদাস অতিথি না পায়।

যারে পথে দেখে, তারে কহে কর-জোড়ে,
"একবার মম বাসে এস দয়া করে ;
দরিদ্রের দুটি অন্ন মুখে দিয়া যাও,
অনাহারে আছি আমি, জীবন বাঁচাও।"

এরূপে সমস্ত দিন যাচি প্রতিজনে,
সন্ধ্যায় একাকী গৃহে ফিরে ক্ষুণ্নমনে।
কেহ বলে, "কাজ আছে, বড় তাড়াতাড়ি",
কেহ বলে, "নাহি খাই বৈষ্ণবের বাড়ি ;"

কেহ বলে, "এখনি এলাম ভাত খেয়ে",
কেহ নিরুত্তর, ব্যস্ত, চলিয়াছে ধেয়ে।
সম্মুখে প্রস্তুত অন্ন, ভাবে কৃষ্ণদাস,
"প্রভু আজ দিয়াছেন মোরে উপবাস।"

রাত্রি দ্বিপ্রহরে যবে নীরব অবনী,
দুয়ারে শুনিল স্পষ্ট করাঘাত-ধ্বনি
ব্যস্ত হয়ে কৃষ্ণদাস খুলে দেয় দ্বার,
ক্ষুধার্ত অতিথি এক মাগিছে আহার।

ভাবে, "প্রভু এতক্ষণে করেছেন কৃপা,
জুড়ায়ে গিয়াছে অন্ন, খাওয়াইব কিবা।"
সমাদরে অতিথিরে বসায়ে আসনে,
অন্ন আনি দিল তারে পরম যতনে।

সম্মুখে যেমন অন্ন রাখে কৃষ্ণদাস,
অতিথি বদনে দেয় বড় বড় গ্রাস।
ইষ্টদেবে নিবেদন করিল না দেখে,
কৃষ্ণদাস একেবারে অগ্নিশর্মা রেগে,

বলে, "তুই কোথা হতে আইলি? আ-মর!
দেখি নাই তোর মতো পাষণ্ড-পামর।
তোর মতো ধর্মহীন, পাতকী, পাগল
খাওয়াইলে, কিছুমাত্র নাহি হবে ফল।

যাঁর করুণায় এই ক্ষুধার সময়।
পাইলি আহার, তাঁরে মনে নাহি হয়?
ওঠ্ তুই, তোর আর খেয়ে কাজ নাই,
অভুক্ত রহিব আমি, অতিথি না চাই।"

এত কহি, এক চড় মারে তার গালে,
উঠিল অতিথি, ভাত পড়ে রল থালে।
অভিমানে চলে গেল, ফিরিল না আর,
কৃষ্ণদাস ক্রোধ-ভরে রুদ্ধ করে দ্বার।

এমন সময়ে, এক দেবদূত এসে,
দাঁড়াল সম্মুখে, সাধু-উদাসীন-বেশে।
দূত কহে, "কৃষ্ণদাস, কি করিলে হায়!
ক্ষুধার্তের অন্ন নাকি কেড়ে নেয়া যায়?

পাঠাইল প্রভু মোরে তোমার সকাশে,
বলে দিল, 'সাবধান কর কৃষ্ণদাসে ;
পূর্বকৃত সুবিমল পুণ্য করি নাশ,
গভীর পাপের পঙ্গে ডুবে কৃষ্ণদাস।'

যে প্রভুর অন্ন, পাপী করিছে ভোজন,
কোনদিন করে নাই তাঁরে নিবেদন,
তথাপি দয়াল তার আহার জোগান,
দয়া করে চিরাকাল ক্ষমা করে যান।

কেন বিপরীত বুদ্ধি হইল তোমার?
এ অন্নে তোমার, বল, কোন্ অধিকার?
তুমি প্রতিনিধি মাত্র দয়াল প্রভুর,
তুমি তাড়াইলে কেন ক্ষুধা-তৃষ্ণাতুর?

দয়ালের অন্ন এ যে, তোমার তো নয় ;
তাঁর চিরকাল সহে, তোমার না সয়?
চিরকাল ক্ষমা তিনি করিছেন এরে ,
তুমি দিলে তাড়াইয়া, গালে চড় মেরে?

তবু তুমি ভৃত্যমাত্র,—মালিক তো নহ ;
একদিন মাত্র, তাই তোমার দুঃসহ?
শীঘ্র যাও, ক্ষুদিতেরে আন ফিরাইয়া,
আহার করাও তারে আদর করিয়া।

অসীম দয়াল প্রভু, ক্ষমার নিবাস,
হেরি, ক্ষমা শিক্ষা কর, ভ্রান্ত কৃষ্ণদাস।”
লজ্জা পেয়ে, অনুতাপে, কৃষ্ণদাস ধায়,
অতিথি ফিরায়ে এনে আহার করায়।

পিতা ও পুত্র

রামদাস প্রতিদিন গিয়া পাঠশালে,
পড়া হইত না বলে, চড় খেত গালে।
বিশেষত ঠেকে যেত কড়ায়-গণ্ডায়,
প্রমাদে পড়িত বড়, অঙ্কের ঘণ্টায়।

নিত্য হারাইত তার অঙ্ক-কষা খাতা ;
অঙ্কের সময়, নিত্য ধরে তার মাথা।
শিক্ষকেরে মাঝে-মাঝে মিথ্যা কথা কয়ে,
ছুটি নিয়ে যেত রাম, প্রহারের ভয়ে।

আজ তার পেট-ব্যথা, কাল মাথা-ধরা ;
ছুতো ধরে, কোন মতে চাই সরে পড়া।
স্কুলে যেতে পথে যদি কভু বৃষ্টি হয়,
ভিজাইয়া নিত গাত্র-বস্ত্র সমুদয়।

ভিজে বস্ত্র দেখি দিত শিক্ষকেরা ছুটি ;
বাহিরে আসিয়া রাম হেসে কুটি-কুটি।
কভু বা বলিত, “আজ মার বড় জ্বর,
বলেছেন ছুটি নিয়ে যাইতে সত্বর।”

পিতার অসুখ বলে কভু ছুটি নিত ;
বাড়িতে না ফিরি, পথে খেলে বেড়াইত।
কোন দিন, “ভাত খেয়ে আসি নাই” বলে,
ছুটি নিয়ে রামদাস বাড়ি যেত চলে।

এইরূপে বেড়ে গেল ছুটি-নেয়া রোগ ;
কিন্তু কয়দিন রয় হেন শুভ-যোগ?
একদিন রামদাস শুষ্ক, নত-মুখ,
শিক্ষকেরে কহে, "আজ বাবার অসুখ ;

হয়েছেন শয্যাগত ভয়ঙ্কর জ্বরে,
যেতে হবে বৈদ্য-বাটী ঔষধের তরে।"
এমন সময় কোন গুরুতর কাজে,
পিতা তার উপনীত পাঠশালা-মাঝে।

হেরি ক্রোধভরে কাঁপে গুরমহাশয়,
রামের গুণের কথা কহে সমুদয়।
গুণধর পুত্রে, পিতা ডেকে লন কাছে ;
রাম ভাবে, "হায়, আজ অদৃষ্টে কি আছে?"

বেত্রগাছি দিয়া পিতা শিক্ষকের হাতে,
বলেন, "মারুন ওরে, আমার সাক্ষাতে।"
পৃষ্ঠে বেত পড়ে, রাম কাঁদে 'ভেউ ভেউ'।
চিৎকার করিছে, 'আহা' বলে না তো কেউ।

সমপাঠীগণ 'মিথ্যাবাদী' বলে হাসে,
কান ধরে উঠায়-বসায় রামদাসে।
অবশেষে মাথায় গাধার টুপি দিয়া,
পাঠশালে প্রতি ঘরে আনে ঘুরাইয়া।

আধমরা রামদাস লাজে, অপমানে,
বদন তুলিয়া নাহি চাহে কারো পানে।
পিতা বলে কাছে এনে, কান ধরে নিজে,
"বল্, 'আর এ জীবনে কহিব না মিছে'।"

রামদাস বলে কেঁদে, "করহ মার্জনা,
এ জীবনে আর কভু মিথ্যা কহিব না।"
সেই দিন হতে রাম পাঠে দিল মন,
মিথ্যা কহিত না আর ভ্রমেও কখন।

ঠাকুরদাদা ও নাতি

প্রবল-প্রতাপ রাজা ছত্রধর রায়,
ছিল না দয়ার লেশ,
কৃপণের একশেষ,
কেঁদে মরে দুঃখী প্রজা, বিচার না পায়।

গিরি-উচ্চ অট্টালিকা, শত পুষ্পোদ্যান ;
সুনির্মল সরোবর,
শোভিতেছে মনোহর,
চতুর্দিকে-স্তরে স্তরে প্রস্তর সোপান।

নৃপতির বৃদ্ধ পিতা হতভাগ্য অতি ;
রাজার প্রাসাদে তার
নাহি ছিল অধিকার,
কুটিরে সরসী-তীরে, করিত বসতি।

রাজ্য পেয়ে, রাজা তারে করে নির্বাসিত।
একটি প্রস্তর-পাত্র
তারে দিয়াছিল মাত্র,
সেই এক বাটি চাল রোজ তারে দিত।

পেট না ভরিত, বৃদ্ধ কাঁদিত প্রত্যহ ;
নীরবে, নির্জনে, একা,
ভাবিত, বিধির লেখা,
কহিত না কারো কাছে যাতনা দুঃসহ।

রাজার কুমার ছিল নবম-বর্ষীয়,
মাঝে-মাঝে সে কুটিরে,
আসিয়া বসিত ধীরে,
সুন্দর, তেজস্বী শিশু, পিতামহ-প্রিয়।

বসিয়া বৃদ্ধের কোলে, একদা কুমার
জিজ্ঞাসিল-সকৌতুকে,
"বল দাদা, কোন্ দুখে
কুঁড়েঘরে থাক? কেন এ দশা তোমার?

তুমি তো পিতার পিতা, শুনি সবে কয় ;
সুন্দর দালানে, খাটে,

আমাদের রাতে কাটে।
তোমার ও ছেঁড়া কাঁথা, শুয়ে ঘুম হয়?

দই, দুধ, ক্ষীর, ছানা, মিষ্টান্ন, মিঠাই,
মোরা খাই পেট ভরে,
কি হেতু তোমার তরে
আসে না সে সব? দাদা, কহ মোর ঠাঁই।"

বৃদ্ধের নয়ন-জল নাহি মানে বাঁধ,
বালকেরে ধরি বুকে,
চুমো খায় কচি মুখে,
বলে, "রে দয়াল শিশু! করি আশীর্বাদ।

আমার দুঃখের কথা শুধায়ো না, ভাই,
নিরদয় পিতা তোর,
এ দশা করেছে মোর,
একদিন পেট ভরে খাইতে না পাই।

এই পাথরের বাটি দিয়েছে আমায়,
রোজ এই বাটি ভরে,
মেপে আধ পোয়া করে,
চাল দেয়, তাতে কি পেটের ক্ষুধা যায়?

কত পাপ করেছিনু, তারি শাস্তি পাই,
হইয়া রাজার বাপ,
হায়! এত মনস্তাপ,
ভাবি, এত লোক মরে, মোর মৃত্যু নাই?"

শুনিয়া বালক-চিত্ত গলিল দয়ায় ;
বৃদ্ধেরে ধরিয়া গলে,
ভাসে নয়নের জলে,
বলে, "দাদা, তোর দুঃখ দেখা নাহি যায়।

আমি ঘুচাইব তোর সকল বেদনা ;
কুঁড়ে তোর ঘুচে যাবে,
পেট ভরে ভাত পাবে,
কথা রাখ, দাদা, আর কখনো কেঁদ না।

আমি আর পিতা, আজ সন্ধ্যার সময়,
এই পুকুরের তীরে,

বেড়াইব ধীরে ধীরে,
বাঁধা ঘাটে তোর সনে যেন দেখা হয়।

পাথরের বাটি হাতে, বসে থেকো তথা ;
হঠাৎ মোদের দেখে,
ফেলে দিয়ো হাত থেকে,
বাটি যেন ভেঙে যায়, রেখো মোর কথা।"

বৃদ্ধ বলে, "শিশুবুদ্ধি কত হবে আর!
আমি যদি ভাঙি বাটি,
নিশ্চয় ও মুণ্ড কাটি
ফেলিবে পুকুরে, তোর পিতা দুরাচার।"

শিশু কহে, 'না না, দাদা, কিছু ভয় নাই ;
কিছু না বলিবে কেহ,
হও তুমি নিঃসন্দেহ,
পায়ে ধরি, বালকের কথা রাখ, ভাই।"—

বলিয়া বালক ত্বরা প্রবেশে প্রাসাদে
বৃদ্ধ ভাবে, "এ কি দায়,
শিশুর বুদ্ধিতে, হায়,
না জানি, পড়িব কোন্ দারুণ প্রমাদে।"

বহু চিন্তা করি, শেষে স্থির করে মন,
সন্ধ্যায় সোপানোপরি,
বসে ইষ্টদেবে স্মরি,
হাতে পাথরের বাটি, মনে দৃঢ় পণ।

ভ্রমিতেছে পিতা-পুত্র, আনন্দ অপার !
যেমন এসেছে কাছে,
আর কি বিলম্ব আছে?
ফেলে দিল বাটি, ভেঙে হল চুরমার!

হেরি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হল ছত্রধর ;
বলে, "জুড়ে দে রে বাটি,
নতুবা মারিব লাঠি,
পাজি, হতভাগা,—নাই মরণের ডর?

ভেবেছিস্, ওই বাটি ভাঙা যদি যায়,
বড় বাটি জুটে যাবে,

পেট ভরে ভাত খাবে।
ভাল চাস্, ভাঙা বাটি জুড়ে নিয়ে আয়।"

হা নিষ্ঠুর কর্মফল! হায় রে কপাল!
শুনি যার অনুরোধ,
ছিল না কর্তব্য-বোধ,
সে শিশুও মারিবারে ধায়, পাড়ে গাল!

রোষে শিশু কহে, "বুড়ো, বাটি জুড়ে আন্ ;
কাঁদিলে কি হবে আর?
জানিস্ ও বাটি কার?
নিমকহারাম, পাজি ধূর্ত, শয়তান!

বুঝিস্‌নি করেছিস্ কত বড় ক্ষতি ;
বৃদ্ধ হলে মোর বাপ,
কি দিয়ে হইবে মাপ
তার আহারের চাল? পাষণ্ড, দুর্মতি!

তোর মতো তারেও তো রাখিব কুটিরে ;
ওই বাটি-মাপা চাল,
সেও পাবে চিরকাল,
তুই কেন ভেঙে দিলি সেই বাটিটিরে?"

শুনি শিহরিল দেহ, পাষণ্ড রাজার ;—
'বালক বুঝেছে তথ্য,
নির্ভীক, বলেছে সত্য,
বার্ধক্যে আমিও পাব এই ব্যবহার।'

সেই দিন হতে রাজ-অট্টালিকা 'পরে
হইল বৃদ্ধের স্থান,
কত সমাদর, মান,
শিশু কোলে লয়ে, বৃদ্ধ ডাকেন ঈশ্বরে ;
বিমল আনন্দ-অশ্রু ঝর-ঝর ঝরে!

দয়ার বিচার

আমায়, সকল রকমে কাঙাল করেছে
গর্ব করিতে চুর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকলি করেছে দূর।

ওইগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল
করেছে দীন-আতুর ;
আমায়, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব করিছে চুর।

যায়নি এখনো দেহাত্মিকা, মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই, দেহটা যে আমি, সেই ধারণায়
হয়ে আছি ভরপুর ;
তাই, সকল রকমে কাঙাল করিয়া
গর্ব করিছে চুর।
ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালবাসে দেশ,"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায়, কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে
গর্ব করিতে চুর!

রুদ্ধ দুয়ার

আমি, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব?
"ওগো, খুলে দাও", বলে আর কত পায়ে ধরিব?
আমি লুটিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়া অধীর,
হায় কি নিদয়, হায় কি বধির!
বুঝি, দেখিতে চায় গো, দুয়ার বাহিরে
মাথা খুঁড়ে আমি মরিব!
হায়, রুদ্ধ দুয়ারে কত করাঘাত করিব?

ওই কণ্টকযুত বন্ধুর পথে,
ছিন্ন রুধির-আপ্লুত পদে,—
আহা, বড় আশা করে এসেছি, আমার
দেবতারে প্রাণে বরিব।
"ওগো, খুলে দাও", বলে কত আর পায়ে ধরিব?

চিরানন্দ

ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময় ;
সদানন্দ থাকেন যথা,
সে যে সদানন্দালয়।
সেথা, আনন্দ শিশির-পানে
আনন্দ রবির করে,
আনন্দ-কুসুম ফুটি
আনন্দ-গন্ধ বিতরে।

আনন্দ-সমীর লুঠি
আনন্দ-সুগন্ধরাশি,
বহে মন্দ, কি আনন্দ পায়
আনন্দ-পুরবাসী।
সন্তান আনন্দ-চিতে,
বিমুগ্ধ আনন্দ-গীতে,
আনন্দে অবশ হয়ে

পদ-যুগ্মে পড়ে রয় ;
সে যে সদানন্দালয়।

আনন্দে আনন্দময়ী
শুনি সে আনন্দ-গান,
সন্তানে আনন্দ-সুধা
আনন্দে করান পান।
ধরণীর ধুলো-মাটি,
পাপ-তাপ, রোগ-শোক,
সেখানে জানে না কেহ
সে যে চিরানন্দলোক।

লইতে আনন্দ-কোলে,
মা ডাকে, "আয় বাছা" বলে,
তাই, আনন্দে চলেছি ভাই রে,
কিসের মরণ-ভয়?
ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময়।

অন্তর্যামী

দ্যাখ্ দেখি, মন, নয়ন মুদে ভালো করে,
ওই আলো করে বসে কে আছে রে,
তোর ভাঙা ঘরে?
কত যে ধুলো-মাটি-ছাই—
খাট-বিছানা দূরের কথা, আসনখানাও নাই ;
তবু, করেনিকো অভিমান,
দুখী দেখে ওর ঝরে দু-নয়ান,
এমনি দয়াল প্রাণ, এমনি কোমল প্রাণ—
ওরে তুই কর্ নিবেদন প্রাণের বেদন
প্রাণ বিলায়ে পায়ে ধরে।
ওরে, ওর কাঙাল-সখা নাম,
কাঙাল-বেশে দেয় দেখা, আর পূরায় মনস্কাম ;
প্রেম, দয়া, আর বরাভয়

দিয়ে, হেসে-হেসে কত কথা কয়,
আর কি দুঃখ রয়,   আর কি ব্যথা রয়?
যদি তুই প্রেম কুড়াবি   প্রাণ জুড়াবি
অভয়-পদে থাক্ পড়ে।

ন্যায়ের ভবন

এই দেহটা তো নই রে আমি,
নইলে, 'আমার দেহ' বলি কেমনে!
তবে দেহ ছাড়া কিছু তো আছে,
ও, যা যায় না পুড়ে, দেহ-নিধনে।

আমার আমিত্বটুকু, এই দেহের সনে ভাই,
চিরকালের মতো যদি পুড়ে হত ছাই,
(তবে) এত আকুল অসীম আশা,
এ অনন্ত প্রেম-পিপাসা,
সবি বিফল ; এ অবিচার কেনই হবে
ন্যায়ের ভবনে!
দেখতে পাচ্ছি আপন চোখে,
প্রমাণ চাইনে তার ;
হেথা হয় না সকল পাপের শাস্তি,
পুণ্যের পুরস্কার ;

না হয় যদি এ জীবনে,
আর হবে না, ভাবছ মনে?
হবেই হবে, হতেই হবে, ফাঁকিজুকি
চলে না তার সনে।

বেলাশেষে

সে বস্‌ল কিনা বস্‌ল তোমার শিয়রে,—
তুমি মাঝে-মাঝে মাথা তুলে,

সে খবরটা নিয়ো রে।
(ও সে বস্‌ল কি না)
সে তো তোমার সাথেই ছিল,
কড়ায়-গণ্ডায় বুঝিয়ে দিল
তোমার ন্যায্য পাওনা,
বাকি নাই একটিও রে ;
একটু পায়ের ধুলো বাকি আছে,
একবার মাথায় দিয়ো রে।
(এই যাবার বেলায়)
চাওনি তারে একটি দিন,
আজ হয়েছে দীন-হীন!
সে ছাড়া, আর সবাই ছিল প্রিয় রে ;
আর খাস্‌নে রে বিষ, পায়ে ধরি,
(তার) প্রেম-সুধা পিয়ো রে!
(দিন ফুরাল)

অবোধ

ও মন, এ দিন আগে কেমন যেত?
এখন কেমন যায় রে?

গদির উপর গভীর নিদ্রা,
টানা পাখার হাওয়ায় রে।
আর ভোরে উঠেই নূতন টাকা,
আর তোরে কে পায় রে!

আমার সাধের ছেলে-মেয়ে
হেসে চুমো খায় রে।
আজ কেন লাগছে না ভালো?—
ভাবছ এ কি দায় রে!

মনের সুখে পাখির মতো
গাইতে যখন, হায় রে,

তখন "হরি হরি" বলতে বটে—
(কিন্তু) পোষা পাখির প্রায় রে?

সুখের দিন তো ফুরিয়ে গেছে,
—তবু মন কি চায় রে!
হাঁ রে নিলাজ, চক্ষু মুদে,
দেখ্ আপন হিয়ায় রে!

তুই করেছিস্ তারে হেলা,
সে তোর পাছে ধায় রে ;
আর ভুলিস্‌নে, পায়ে ধরি.
মজাস্‌নে আমায় রে!

শরণাগত

কত বন্ধু, কত মিত্র, হিতাকাঙক্ষী শত শত
পাঠায়ে দিতেছ, হরি মোর কুটিরে নিয়ত।

মোর দশা হেরি তারা
ফেলিয়াছে অশ্রুধারা ;
(তারা) যত মোরে বড় করে, আমি তত হই নত।

(তারা) একান্ত তোমার পায়,
এ জীবন ভিক্ষা চায়,
(বলে) "প্রভু ভালো করে দাও তীব্র গলক্ষত।"

শুনিয়া আমার, হরি,
চক্ষু আসে জলে ভরি,
কত রূপে দয়া তব হেরিতেছি অবিরত।

এই অধমের প্রাণ,
কেন তারা চাহে দান?
পাতকী নারকী আর কে আছে আমার মতো?
তুমি জান, অন্তর্যামী,

কত যে মলিন আমি,
রাখ ভালো, মার ভালো, চরণে শরণাগত।

করুণার দান

তীব্র বেদনা যবে
ঢেলে দিলে মোর গলে,
কত যে দিয়েছি গালি,
নির্মম নিদয় বলে।

তখন বুঝিনি আমি,
দয়াল হৃদয়স্বামী
পাঠায়েছ শুভাশিস
দারুণ বেদনা-ছলে।

অভ্রান্ত বিচারপতি
দিবে না যে অব্যাহতি,
বুঝিয়া, বুঝানু মনে,
আর যেন নাহি টলে।

কিছু দিন পরে, হরি,
বুঝিনু অতীতে স্মরি,
জ্ঞানকৃত পাপরাশি
যায় কি শাস্তি না হলে?

অনৃত অসরলতা
যায় কি—না পেলে ব্যথা?
হয় কি সরল ফণী,
যষ্টি-আঘাতে না মলে?

তারপরে ভেবে দেখি,
এ যে তাঁরি প্রেম! এ কি!
শাস্তি কোথা?—শুধু দয়া,
শুধু প্রেম—প্রতিপলে!

জীবন-তরণী

আরে মনোয়া রে, কর্ লে আভি
দরিয়া-বিচ্‌মে নজর্ ;
দিন্‌রাত-ভর্ কিস্তি চলায়া ;
মিলানে কোই বন্দর্।

আরে জ্ঞান-ভক্তি দোনো ধারা
বহে, কহে বেদ-তন্তর্,
তোম্‌কো নয়া রাস্তা কোন্ বতায়া,
কোন্ দিয়া তুমনে মন্তর্?

কিস্তি ভর্‌কো লয়া কেত্‌না
লাখ্ রুপেয়া হন্দর্ ;
সব গামাকে বহুৎ ভুখা হো,
আজি জ্বল্‌তা অন্দর্।

আরে খেয়াল কর্ লে দাঁড় হাল সব্
খরাব হুয়া যন্তর,
তিন বর্‌খা পার হুয়া, আউর,
ফুটা হুয়া অন্তর্।

আরে ডুব্‌নে লাগা কিস্তি,
পানিমে হৈ হাঙ্গর্ ;
আরে কেত্‌না ফুটা বন্দ্ করোগে,
মুখে বোলো শিও-শঙ্কর্।

উদ্বোধন

পিলু—ঝাঁপতাল

কটা যোগী বাস করে আর
তোদের সাধের হিমালয়ে?
কজন করে ব্রহ্মচিন্তা,
গুহায় সমাধিস্থ হয়ে?

কজন বোঝে মিথ্যে কায়া?
কজন কাটে ভবের মায়া?
হরি বলতে কটা চক্ষে
যায় গো প্রেমের ধারা বয়ে?

কজন শোনে শাস্ত্র-কথা?
কজন বোঝে পরের ব্যথা?
দেশের চিন্তা কজন করে—
স্বার্থত্যাগের মন্ত্র লয়ে?

শুনেছিস্ গাণ্ডীবের কথা,
আর সেই ভীমের ভীষণ গদা
শক্তিশেল আর আগ্নেয়াস্ত্র
থাক্‌তো কাদের অস্ত্রালয়ে?

কখানা বাণিজ্য-তরী
গৃহজাত পণ্য ভরি,
ভারত-জলধি-জলে,
ভাসে গো অকুতোভয়ে?

ধনী ছিলি যে সব ধনে.
স্বপ্ন বলে হয় রে মনে ;—
তোরা কি সেই পূজ্য জাতি?
জন্ম তোদের সে অন্বয়ে?

সোনার ভারত

কোন্ দেশের উত্তরের সীমায়
ধরার মাঝে শ্রেষ্ঠ গিরি?
কোন্ দেশের আর তিন পাশেতে
রয়েছে সমুদ্র-গিরি?

কোথায় শ্যামল মাঠে ফলে
থোকা থোকা সোনার ধান?

—সে আমাদের সোনার ভারত
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

কোন্ দেশে যমুনা-গঙ্গা।
সিন্ধু-গোদাবরী বয়?
কোন দেশের সুগন্ধি ফুলে
মিষ্ট ফলে জগৎ-জয়?

কোথায় বনে-বনে দোয়েল-
পিক-পাপিয়া করে গান?
—সে আমাদের সোনার ভারত
আমাদের হিন্দুস্থান।

কোথায় জন্মেছিল রাজা
হরিশ্চন্দ্র-যুধিষ্ঠির?
ধনঞ্জয় আর ভীষ্ম-দ্রোণ
জন্ম কোথায় শিবাজীর?

কোন্ দেশের অব্যর্থ লক্ষ্য—
ভয়শূন্য বীরের বাণ?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান!

কোন্ দেশেতে আছে চিতোর,
পানিপথ আর হল্‌দিঘাট?
কোন্ দেশেতে বনে-বনে
করত ঋষি বেদপাঠ?

কোথায় স্বামীর সনে সতী
চিতায় উঠে স্বর্গে যান?
—সে আমাদের সোনার ভারত,
আমাদেরি হিন্দুস্থান।

সুপ্রভাত

গৌরী—একতালা

জাগো, জাগো, ঘুমায়ো না আর!
নব রবি জাগে,
নব অনুরাগে,
লয়ে নব সমাচার।

সুরভি-দিগ্ধ গন্ধ-বহন
হরষ অলস মন্দ গমন
সুপ্ত চক্ষে আনি জাগরণ,
(কহে) "ত্যজ আলস্য-ভার।"

মৌন বিহগ প্রভাত-সঙ্গে
জাগি, বিলাইছে সুর তরঙ্গে,
নব মঙ্গল শুভ্র বারতা—
আশিস দেবতার।

এস ছুটে এস কর্মক্ষেত্রে,
চেয়ো না মুগ্ধ অলস নেত্রে,
এত দিন পরে, শুষ্ক অধরে
হেসেছেন মা আমার।

ফুল্ল-কুশল-কমলাসনা,
শুভ্র-পুণ্য-ক্ষৌম-বসনা,
এসেছেন ফিরে, এস নতশিরে
চরণ-যুগলে নমি তাঁর।

মাথা তো একটুখানি, কতই জানি
বলে মরি অভিমানে।—
কান্ত কয়, জ্ঞানের মালিক জ্ঞান না দিলে
জ্ঞান আসে কি ভেসে বানে?

মধুমাস

নীল নভঃতলে চন্দ্র-তারা জ্বলে,
হাসিছে ফুলরানী ফুলবনে।
হরষ-চঞ্চল সমীর সুশীতল
কহিছে শুভ কথা জনে-জনে।

মধুর মধুমাসে, আকুল অভিলাষে
ধরণী-নিশাকাশে প্রকৃতি মৃদু হাসে,
কূজিছে পিক-বধূ ছড়ায়ে প্রাণমধু,
আজি কি রবে বসি নিরজনে?

বক্ষে বাঁধি আশা, হরষ লয়ে প্রাণে,
লক্ষ্যে রাখি আঁখি, চলিবে সাবধানে ;
হের এ উৎসব যাঁহার করুণায়—
তিনি তো উৎসাহ-প্রদান-বাসনায়
মোদের সনে সুখে মিলিত হাসিমুখে,
জ্ঞানের মধু-ফল বিতরণে!

প্রভাতে

প্রভাতে যখন পাখি গাহিল প্রভাতী—
আলোকে বসুধা ভরপুর ;
পূর্বাকাশে পরকাশে তপনের ভাতি
স্নিগ্ধ, ধীর, সমীর মধুর!

মঙ্গল-আরতি শঙ্খ বাজে ঘরে ঘরে,
অবিরত তব স্তুতি-গান,
কোথায় লুকালে, প্রভু! মুক্ত চরাচরে?
বলে দাও তোমার সন্ধান!

অকস্মাৎ খুলে গেল মরমের দ্বার,
মুদিয়া আসিল দু-নয়ন ;

দেবতা কহিল ডাকি, 'মানসে তোমার
আন পূজা, করিব গ্রহণ।'

সন্ধ্যায়

সন্ধ্যায় উদার মুক্ত মহা ব্যোম-তলে
সুগম্ভীর নীরবতা-মাঝে,
ফুল্ল শশী কোটি-কোটি দীপ্ত গ্রহদলে
আলোকের অর্ঘ্য লয়ে সাজে।

তোমারি কৃপার দান দিবে তব পদে—
চন্দ্র-তারা সবারি বাসনা ;
কিন্তু সে চরণ কোথা? গেলে কোন্ পথে
সিদ্ধ হবে দীন উপাসনা?

কোটি-কোটি গ্রহলোকে পায়নি খুঁজিয়া,
আরাধনা হয়েছে বিফল ;
বিক্ষিপ্ত হৃদয় লয়ে নয়ন মুদিয়া
বসে থাকা, মন রে, কি ফল?

নিশীথে

নিশীথে গগন স্তব্ধ, ধরা সুপ্তি-কোলে,
গম্ভীর, সুধীর সমীরণ ;
জলেস্থলে মধুগন্ধি কত ফুল দোলে,
ডুবে যায় চাঁদের কিরণ।
আমি যুক্ত করে—"এস, পূজা লও প্রভু!"
বলে কত ডাকিনু কাতরে,
মায়াময়! লুকাইয়া রহিলে যে তবু?
খুঁজে কি পাব না চরাচরে?

দুর্বল এ ক্ষীণ দেহ ব্যাধির কবলে
কাঁদে নাথ! এ বেদনাতুর ;
দেখা দিয়ে, পূজা নিয়ে, রাখ পদতলে,
চাও নাথ! বিরহ-বিধুর।

শেষ দান

দাও, ভেসে যেতে দাও তারে।
ওই প্রেমময় পরমেশ-পাদোদক!
তাহার চরণামৃত ছুটেছে যে অশ্রুরূপে,
তারে দিয়ো না গো বাধা।
যেতে দাও!
আমার মরাল-মন ওই চলে যায় কার গান গেয়ে,
শোন। ওই স্রোতোবেগে, মধুর তরঙ্গ তুলি,
যেতে দাও!
মুছিয়ো না, ওটিও চলিয়া যাক
আসিয়াছে যেথা হতে,—
সে চরণে ফিরে চলে যাক।

দিয়ে যাক এ তৃষ্ণায় কাতর
পৃথিবীর সুশীতল সুমধুর ধারা,—
অমর করিয়া যাক বহি।

ওই অশ্রুটুকু এ জীবন-মরালের পাথেয় মধুর,
সে-টুকু নিয়ো না কেড়ে,
দিতে চাই তারি পদতলে—
যে দিয়েছিল অশ্রুভিক্ষা।

আমার দয়াল অই—
বসে আছে নিরজনে!
আমারে দিয়ো না বাধা,—
ভেসে যাই একমনে!*

* এই কবিতাটি বঙ্গসাহিত্যে কবিবরের শেষ দান ; কয়েকদিন পরেই তাঁর লেখনী চির-বিশ্রাম লাভ করেছিল।

জীবনীপঞ্জি

জন্ম : পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙাবাড়ি গ্রামে ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ ৬ জুলাই (১২ শ্রাবণ ১২৭২) রজনীকান্ত সেনের জন্ম। পিতা : গুরুপ্রসাদ সেন।

শিক্ষা : সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা রাজশাহিতে। এর পর ভর্তি হন বোয়ালিয়া জেলা স্কুলে (পরে রাজশাহি কলেজিয়েট স্কুল)। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ১৮৮৩ : তা সম্ভবত ঠিক নয়) কুচবিহার জেনকিন্স স্কুল থেকে তৃতীয় বিভাগে এন্ট্রান্স পাস (নলিনীকান্ত পণ্ডিত লিখেছেন : দ্বিতীয় বিভাগে এবং এজন্য ১০ টাকা সরকারি বৃত্তি পান এবং রাজশাহি বিভাগের সমস্ত স্কুলের মধ্যে ইংরেজিতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ রচনার জন্য মাসিক ৫ টাকা 'প্রমথনাথ-বৃত্তি' পান)। রাজশাহি কলেজ থেকে দ্বিতীয় বিভাগে এফ.এ. পাস (১৮৮৫); কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ. পাস (১৮৮৯) এবং এখান থেকেই ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় বিভাগে বি.এল. পাস করেন।

কর্মজীবন : রাজশাহিতে ওকালতি শুরু। কিছুদিন নাটোর ও নওগাঁতে অস্থায়ী মুন্সেফ ছিলেন।

গ্রন্থ : ১. বাণী (কাব্য) : ১৯০২ ; ২য় পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯০৬ (তিনভাগে বিন্যস্ত : আলাপে, বিলাপে ও প্রলাপে); ২. কল্যাণী (কাব্য) : ১৯০৫; ৩. অমৃত (নীতিকবিতা) : ১৯১০।

মৃত্যুর পরে প্রকাশিত । ৪. আনন্দময়ী (আগমনী ও বিজয়াসংগীত) : ১৯১০ (ভূমিকা সারদাচরণ মিত্র); ৫. বিশ্রাম (কাব্য) : ১৯১০ (দুটি ভাগ : কৌতুক ও পরিণয়-মঙ্গল); ৬. অভয়া (কাব্য) : ১৯১০ (দুটি ভাগ : তত্ত্বসঙ্গীত ও বিবিধ সংগীত); ৭. সদ্ভাব-কুসুম (নীতিকবিতা) : ১৯১৩; ৮. শেষ দান (কাব্য) : ১৯২৭ (চার ভাগে বিন্যস্ত : কবির অপ্রকাশিত রচনার সঙ্কলন)।

সংকলন-গ্রন্থ : ক. কান্তকবি রচনা-সম্ভার : প্রমথনাথ বিশী-সম্পাদিত, ১৯৬২; খ. কান্তগীত-লিপি : দিলীপকুমার রায়-সংকলিত ; প্রফুল্লকুমার দাস-সম্পাদিত ১৯৬৯ (দুটি খণ্ড); গ. রজনীকান্তের গান : মনোরঞ্জন সেন-কৃত স্বরলিপিসহ ১৯৭১; ঘ. বাণীকল্যাণী : ১৯৭৫।

বিবাহ : ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে; স্ত্রী উচ্চপ্রাইমারি বৃত্তিধারিণী হিরন্ময়ী দেবী।

মৃত্যু : দীর্ঘ দেড় বছর ক্যান্সার রোগভোগের পর কলকাতা মেডিকেল কলেজে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে ১৩ সেপ্টেম্বর মৃত্যু।